॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

শ্রীশুক উবাচ।

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়** ঃ মহামতিঃ (ভক্তিরূপা মতি র্যস্য তাদৃশঃ সন্] অক্রূর অপি তাং রাত্রিং (একদশ্যাঃ রাত্রিং) মধুপুর্যাং উষিত্বা (স্থিত্বা প্রত্যুষে) রথং আস্থায় (অধিরুহ্য) নন্দগোকুলং প্রযযৌ।

১। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীনারদ কংসবধাদি কার্য কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করতে যেমন মথুরা গমনে উদ্যত হলেন, সেইরূপ অক্রূরও নন্দগোকুলের দিকে রওনা হলেন—

শ্রীযুক্ত অক্রূর ভক্তি-আপ্লুত হয়ে সেই একাদশী রাত্রি মথুরায় বাস করে ভোরে রথে আরোহন করত নন্দগোকুলের দিকে রওনা হলেন।

অক্রূরায় নমস্তস্মৈ যেন কংসোঽপি সেবিতঃ।
কুতোঽপি ব্যাজতো দ্রষ্টুং সেবিতুঞ্চ নিজেশ্বরম্ ॥—শ্রীজীবচরণ

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অক্রূর ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাপি চ-শব্দঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতঃ, সমুচ্চয়শ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনোদ্যমেনেতি। যদ্বা, অপিচ শব্দঃ, কেশি-গমনসমুচ্চয়ে, উভয়োঃ কংসাদিষ্টত্বাৎ। যস্যাং রাত্রৌ কংসেনাদিষ্টস্তাম্; তথা শ্রীহরিবংশে— 'নিশি স্তিমিতমূকায়াং মথুরায়াং জনাধিপ' ইতি। অতএবাত্রাপি পূর্ব্বমুক্তম্ —'প্রবিবেশ গৃহং কংসঃ' ইত্যাদি। যচ্চ তত্রৈবোক্তম্ —'তস্মিন্নেব মুহূর্ত্তে তু মথুরায়াঃ স নির্যযৌ। প্রীতিমান্ পুণ্ডরীকাক্ষং দ্রষ্টুং দানপতিঃ স্বয়ম্ ॥' ইতি। তৎ কল্পভেদাদ্ভিন্নম্। যদ্বা, যাদববর্গৈঃ সহ ক সস্য বহুল-সংকথয়া প্রায়ো রাত্রিশেষ এবোপসন্নেঽক্রূরং প্রতি তস্য প্রেরণয়া তথৈব পর্য্যবস্যতীতি। মহতী ভক্তিরূপা মতির্যস্য তাদৃশঃ সন্নিতি শ্রীগোকুলজনবৈক্লব্যহেতুত্বেনারোচকং তৎ প্রস্থানং কেবলং বর্ণয়িতুমনিচ্ছুস্তদ্ভক্তি-ভাগাস্বাদমেবালম্বতে। প্রযযৌ প্রতস্থে। জ্ঞাতত্বেঽপি পুনর্নন্দেতি বিশেষণম্, স্বস্য তদ্বিশিষ্টতয়ৈব স্ফূর্ত্তেঃ। জী' ১ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ কোনও ছলে নিজ ঈশ্বরকে দেখবার ও সেবা করবার জন্য কংসও যার দ্বারা সেবিত সেই অক্রূরকে প্রণাম।

অক্রূর ইতি— [শ্রীস্বামিপাদ— এইরূপে নারদের দ্বারা কংসবধাদি কার্য জানানো হলে (৩৭ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। তখন অক্রূরও গোকুলে গেলেন. এই আশয়ে বলা হচ্ছে— অক্রূরইপি।] **অপি চ**— সমুচ্চয়ে অর্থাৎ একত্রে— একই প্রকার আরও অন্যকে মনে রেখে এই শব্দ ব্যবহার মথুরা আগমন উদ্যমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে এই সমুচ্চয়ের মধ্যে ধরা হল, যথা— শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাওয়ার উদ্যম করছে, তথা অক্রূরও গোকুলে। অথবা, 'অপি চ' শব্দ কেশীগমন সমুচ্চয়ে— উভয়েই কংসের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আসায় একই শ্রেণীভূক্ত। **তাং রাত্রিং**— যে রাত্রিতে কংসের দ্বারা আদিষ্ট হলেন। সেই রাতটা মথুরায় কাটিয়ে ভোরে রওনা হলেন। তথা শ্রীহরিবংশে— রাত্রি ঘোর হয়ে এলে মথুরাতে মহারাজ কংস গৃহে প্রবেশ করলেন— অতএব এখানেও শ্রীশুকদেব (শ্রীভা° ১০।৩৭।৪০) শ্লোকে বললেন 'অক্রূরকে আদেশ করে কংস নিজ ঘরে গেল। অক্রূরও তাঁর ঘরে গেলেন।' শ্রীহরিবংশেই ইহা ভিন্নভাবে বলা হয়েছে— দানপতি প্রীতিমান্ অক্রূর নিজেই সেই মুহূর্তেই মথুরা থেকে বের হয়ে গেলেন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য।' এই যে শ্রীহরিবংশের অক্রূরের রওনার সময় সম্বন্ধে ভেব দেখা যাচ্ছে, তা কল্পভেদে, এরূপ বুঝতে হবে। অথবা, যাদব সকলের সঙ্গে ক'সের বহু বহু পর্যালোচনায় রাত্রি শেষ হয়ে এলে তাঁর প্রেরণাতে অক্রূরের ভোরে রওনা হয়ে যাওয়াই নির্ধারিত হল।

মহামতিঃ— 'মহা' ভক্তিরূপা মতি যার তাদৃশ হয়ে অর্থাৎ অক্রূর ভক্তিতে আপ্লুত চিত্ত হয়ে রওনা হলেন। অক্রূরের গোকুলে প্রস্থান শ্রীগোকুলজনের বৈক্লব্যের হেতু হওয়ায় ইহা শ্রীশুকদেবের অরোচক, তাই নিরসভাবে শুধু কথাটাই মাত্র বলতে অনিচ্ছুক তিনি অক্রূরের ভক্তিভাব আস্বাদন অবলম্বন করলেন এই পদে। **প্রযযৌ**— যাত্রা করলেন। **নন্দগোকুলম্**— গোকুল যে নন্দের ইহা সকলের জানা থাকলেও শ্রীশুকদেবের গোকুলের বৈশিষ্ট্য স্ফূর্তি হেতু এই 'নন্দ' বিশেষণ দিলেন। জী°১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অষ্টত্রিংশে ব্যধাৎ কৃষ্ণো যথাক্রূরো মনোরথান্। তথা তান্ পূরয়ামাস তদাতিথ্যঞ্চ সোঽকরোৎ। কংসঃ ফাল্গুনকৃষ্ণৈকাদশ্যাং কৃত্বৈব মন্ত্রণাম্। প্রেষ্য কেশিনমক্রূরমাদিশ্য প্রাহিণোদ্ব্রজম্ ॥ প্রাতঃ কেশিবধোঽক্রূরপ্রস্থানং নারদস্তুতিঃ অপরাহ্নে ব্যোমবধোঽক্রূরঃ সায়ং ব্রজেঽবিশৎ ॥ • ॥ তামেকাদশ্যা রাত্রিং মহামতিরিতি ভগবৎকথার্চনাদিভির্জাগরণেনৈবোষিত্বা পারণমকৃত্বৈব যযৌ। বি° ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অষ্টাত্রিংশে বলা হয়েছে— অক্রূর মনে মনে যেরূপ অভিলাষ করলেন, কৃষ্ণ সেইরূপেই তা পূরণ করলেন। অক্রূরের প্রতি নানাপ্রকার সেবায় কৃষ্ণের আতিথেয়তা। ফাল্গুনি কৃষ্ণা-একাদশীতে মন্ত্রণা করে প্রেরণের উপযুক্ত কেশীকে ও অক্রূরকে আদেশ করে ব্রজে পাঠান হল। প্রাতে কেশীবধ, অক্রূর প্রস্থান, নারদ স্তুতি। অপরাহ্নে ব্যোমবধ। সন্ধ্যাকালে অক্রূরের ব্রজে প্রবেশ।

তাং রাত্রিং— একাদশী রাত্রি। **মহামতিঃ**— [শ্রীসনাতন— অক্রূরের যে কৃষ্ণদর্শন লালসা এই

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে।
ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥২॥

কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কি তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্ ॥৩॥

২। **অন্বয়ঃ** ভগবতি অম্বুজেক্ষণে পরাংভক্তিং উপগতঃ (প্রাপ্তঃ) মহাভাগঃ [শ্রীঅক্রূরঃ] পথি গচ্ছন্ [সন্] এবং এতৎ অচিন্তয়ৎ।

৩। **অন্বয়ঃ** ময়া কিং ভদ্রং পরমং (ভদ্রকর্মণামপি মধ্যে পরমং) কিং (কতমৎ) আচরিতং? [এবং পরমং] তপঃ (ভগবদ্ ব্রতানাম্ মধ্যে পরমং) কিং (কতমৎ) তপ্তং (অনুষ্ঠিতং) বা অথ অপি কিং অর্হতে (যোগ্যপাত্রায়) দত্তং? যৎ (যস্মাৎ) অদ্য কেশবং দ্রক্ষ্যামি।

২। **মূলানুবাদঃ** অক্রূরের ভক্তিরসে আপ্লুত চিত্তটি কিরূপ, তাই বলা হচ্ছে— পরমঐশ্বর্যশালী, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণে লব্ধ-পরমাভক্তি মহাভাগ্যবান্ অক্রূর মহাশয় পথে যেতে যেতে অতি দৈন্যে নিজ মনোভীষ্ট-সামান্য চিন্তা করতে লাগলেন।

৩। **মূলানুবাদঃ** অক্রূর মহাশয় দৈন্যসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মনে মনে যে বিচার করছেন, তাই বলা হচ্ছে,—৩ থেকে ২৩ শ্লোক পর্যন্ত—

আমি শ্রীভগবানের পূজাদি শুভকর্মের মধ্যে পরমশুভকর্ম্ম কি আচরণ করেছি? কিম্বা ভগবদ্-ব্রতের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠব্রত অনুষ্ঠান করেছি, যার ফলে অদ্য কেশবের দর্শন লাভ করব।

অধ্যায়ে পরে উক্ত হবে, সেই অভিপ্রায়েই এই বাক্যের ব্যবহার] অক্রূরকে মহাবুদ্ধিমান বলবার কারণ তিনি নির্জনে একাকী নিজ ঘরেই ভগবৎকথা, অর্চনাদিতে একাদশী রাত্রি জাগরণে কাটিয়ে উত্থিত্বা— পারণ না করেই ভোরে রওনা হয়ে গেলেন ব্রজে। বি°১॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** মহামতিত্বমেবাহ — গচ্ছন্নিত্যাদিনা নৃপেত্যন্তেন। গচ্ছন্নেব পথি পরাং ভক্তিমুপগতঃ সন্নেবং কিং ময়া চরিতমিত্যাদি-মনোরথপ্রকারৈরেতৎ ময়াপি ভগবান্ দ্রক্ষ্যত ইতি মনোরথ-সামান্যমচিন্তয়ৎ, যতো মহান্ ভাগস্তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণকৃপারূপং ভাগ্যং যস্য সঃ। ভক্তেঃ পরাত্বে হেতুঃ ভগবতি নিজাশেষৈশ্বর্য্য-প্রকটনপরে তথাম্বুজেক্ষণে তাদৃশত্বোপলক্ষণক-মহামাধুর্য্য-প্রকটনপরে চ শ্রীকৃষ্ণে তত্তৎস্ফূর্ত্তেরিত্যর্থঃ ॥ জীঃ ২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অক্রূরের 'মহামতি' ভাবটা যে কি, তাই বলা হচ্ছে, এই ২ শ্লোকের 'গচ্ছন্' থেকে ২৪ শ্লোকের 'নৃপ' পর্যন্ত। **গচ্ছন্ পথি** - পথে চলতে চলতেই পরমভক্তির উদয়ে **এবমেতদচিন্তয়ৎ** — আমি কি এমন সৎকর্ম করেছি যে আমার মতো পতিতজনও ভগবানের দর্শন লাভ করবে? এই প্রকারে এই মনোভীষ্ট-সামান্য চিন্তা করতে লাগলেন।

মমৈতদ্ দুর্লভং মন্য উত্তমঃশ্লোক-দর্শনম্ ।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্ম-কীর্তনং শূদ্রজন্মনঃ ॥৪॥

৪। **অন্বয়ঃ** শূদ্রজন্মনঃ ব্রহ্মকীর্তনং যথা [তুর্লভং তদ্বৎ] বিষয়াত্মনঃ মম এতৎ (ঈদৃশং তত্তদ্ ভদ্রাচরণাদি সাধ্যঃ) উত্তমশ্লোকদর্শনং তুর্লভং মন্যে।

৪। **মূলানুবাদঃ** শূদ্রজাতির পক্ষে বেদকীর্তন যেমন তুর্লভ সেইরূপ বিষয়াবিষ্ট চিত্ত আমার পক্ষে কৃষ্ণদর্শন তুর্লভ বলেই মনে করছি।

অক্রূরের পরাভক্তি লাভে হেতু, **ভগবতি**—নিজ ঐশ্বর্য প্রকটনপর, তথা **অম্বুজেক্ষণে**—অম্বুজের গুণসূচক মহামাধুর্য প্রকাশনপর শ্রীকৃষ্ণে অক্রূরের এই সব গুণের স্ফূর্তি।

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা:** নানা-সঞ্চারিভাবৈশ্চিন্তিতমেবাহ — কিমিত্যাদিনা স্ববন্ধুষ্বিত্যন্তেন। তত্র সবিতর্ক-হর্ষমাহ—কিমিতি, কিং কতমৎ পরমং ভদ্রং ভগবৎপূজাদীনাং ভদ্রকর্ম্মণামপি মধ্যে পরমম্, এবং পরমং তপো ভগবদ্ব্রতানাং মধ্যে, বা সমুচ্চয়ে, অথ কাৎস্ন্যে। ভদ্রাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্, যদ্যস্মাদ্ভদ্রাদেঃ কেশবং পরমতুর্দর্শানাং ব্রহ্ম-রুদ্রাদীনামপীশ্বরং দ্রক্ষ্যামি, তচ্চাদ্যেতি। অন্যত্তৈঃ। তত্র যোগ্যায় মহাভাগবতায়েত্যর্থঃ। যদ্বা, পূজ্যায় তস্মাৎ এবেত্যর্থঃ ময়াপীত্যন্বয়ঃ। গর্হিতেনাপি ময়েত্যর্থঃ। জী° ৩॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** নানা সঞ্চারিভাবের তরঙ্গে পড়ে যা চিন্তা করতে লাগলেন, তাই বলা হচ্ছে ৩ শ্লোকের কিম্ ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে ২৩ শ্লোকের স্ববন্ধুষু পর্যন্ত।

কিম্ ইতি—বহুর মধ্যে কোন্ প্রকার, **পরমং ভদ্রং**—ভগবৎপূজাদি শুভকর্মাদির মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং **পরমং তপঃ**—ভগবৎব্রতসকলের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ ব্রত? **বা**—সমুচ্চয়ে **অথ**— সমগ্রভাবে অর্থাৎ 'বা অথ' সবকিছু সৎকর্মই একসঙ্গে কি অনুষ্ঠান করেছি। 'ভদ্রং, তপঃ, দত্তং' এই তিনের পর পর শ্রেষ্ঠত্ব। **যদ্** — যে ভদ্রাদি অনুষ্ঠানের ফলে পরমতুর্দর্শব্রহ্ম - রুদ্রাদিরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাব। ['অপি' সম্ভাবনায়। 'অর্হতে যোগ্যপাত্রে—স্বামিপাদ] স্বামিটীকার 'যোগ্যায়' মহাভাগবতকে। অথবা, মূলের 'অর্হতে' পূজ্যজনে। 'ময়াঽপি' এরূপ অন্বয়— শোচ্য হলেও আমার দ্বারা কি দত্ত হয়েছে? জী° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা:** সহর্ষবিতর্কমাহ,— কিমিতি। অপিচ সম্ভাবনায়াম্। অর্হতে যোগ্যায়॥ বিঃ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অক্রুর মহাশয় সহর্ষে মনে মনে যে বিচার করছেন, তাই বলা হচ্ছে—কিম্ ইতি অপি—সম্ভাবনায়। **অর্হতে**—যোগ্যপাত্রে।বি° ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পুনঃ সদৈন্যমাহ—মমেতি। এতদীদৃশং তত্তদ্ভদ্রাচরণাদি সাধ্যম্; যদ্বা, আধুনিকমুত্তমঃশ্লোক দর্শনম্, যদ্বা, স্বানুভাবমাত্রং বেদ্যমাহাত্ম্যতা-বিবক্ষয়া আদাবেতদি-তুক্ত্বা বাগ্‌গোচরত্বে ক্রিয়মাণে তু যৎকিঞ্চিদেবোক্তং স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ পশ্চাত্তাদৃশানামবিশেষণেন সাক্ষাদপি নির্দ্দিশতি — উত্তমেতি, উত্তমঃ সংসারাখ্যতমো নিরসনঃ শ্লোকোযশোঽপি যস্য তস্য দর্শনং মম মৎসম্বন্ধে দুর্ল্লভং সাধনবাহুল্যং যথা স্যাত্তদাপি জন্মান্তর এব লভ্যং মন্যে। কুতঃ? বিষয়া-ত্মনঃ প্রারব্ধবশেন বিষয়তাদাত্ম্যং প্রাপ্তস্য। অনুরূপো দৃষ্টান্তঃ—যথেতি শূদ্রজন্মন ইতি। যথা তস্য তদ্বাহুল্যে সতি বিপ্রজন্মন্যেব তৎ স্যাৎ, তদ্বৎ কর্ম্মশূদ্রস্য তু প্রায়শ্চিত্তবিশেষেণেহ জন্মন্যপি স্যাদিতি ॥জী°৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পুনরায় সদৈন্যে বলছেন মমেতি। এতদ্—ঈদৃশ, সেই সেই ভদ্র আচরণাদি সাধ্য উত্তমশ্লোকদর্শন। অথবা, এই অধুনিক উত্তমশ্লোক নন্দ-নন্দনের দর্শন। অথবা, স্বানুভব মাত্র বেদ্যমাহাত্ম্য বলবার ইচ্ছায় প্রথমে 'এতদ্' উক্তিদ্বারা মুখের কথায় তা প্রকাশিত হলেও, যৎকিঞ্চিৎই উক্ত হল, এই অভিপ্রায়েই পরে মাধুর্য-ঐশ্বর্য ধূর্য ভগবানের সাক্ষাতেও উল্লেখ করছেন অবিশেষ ভাবে 'উত্তমঃ শ্লোকেঃ' বাক্যে। যার 'শ্লোকঃ' যশও 'উত্তম' সংসার নামক তমো নিরসন করে দেয় সেই তার দর্শন **মম দুর্ল্লভং**—'মম' মৎসম্বন্ধে 'দুর্লভ' বহুবহু সাধনেও জন্মান্তরেই লভ্য, এরূপ মনে করি। কেন? এরই উত্তরে, কারণ **বিষয়াত্মনঃ**—প্রারব্ধবশে বিষয়েতাদাত্মপ্রাপ্ত আমি। অনুরূপ দৃষ্টান্ত — যথা 'ব্রহ্মকীর্তনং শূদ্রজন্মনঃ' অর্থাৎ যেমন শূদ্রজাতীয় লোকের বেদকীর্তন দুর্লভ। যথা জাতি-শূদ্রের সাধন-বাহুল্য হলেও বিপ্রজন্মেই বেদ উচ্চারণ হয়। (অর্থাৎ বিপ্রশুক্রে জন্মের অপেক্ষা আছে) সেইরূপ আবার কর্মশূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত বিশেষে এই জন্মেই হয়ে থাকে।

[এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে— অক্রূরের উক্তি দৈন্যমূলক। এই টীকায় 'সাধন' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, 'ভজন' শব্দ নয়। সাধন শব্দে যোগাদিকে বুঝা যায়। 'ভজন' শব্দে নামাদি ভক্তি বুঝা যায়, দুই-এতে সিদ্ধান্ত ভিন্ন প্রকার। দ্রষ্টব্য— (ভ° র° সি° ১।১।১৬) শ্রীজীব টীকা— "কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার"— (চৈ° চ° অ° ৪।৬৭),—"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্"— (ভা° ৭।৯।১০)। আরও যে পাপ-পূণ্যের ফলে জাতি ভেদ, সেই পাপ পূণ্য এক কৃষ্ণ নামেই সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয় কৃষ্ণদর্শন হয়। —(চৈ° চ° আ ৮।২৬) ইত্যাদি]। জী°৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দৈন্যাম্বুধৌ নিপতন্নাহ, মম কীদৃশস্য বিষয়াত্মনঃ বিষয়াবিষ্টস্য শূদ্র-জাতের্বেদকীর্তনমিব। উভয়ত্রৈবানর্হত্বং ধ্বনিতম্। বি°৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দৈন্যসাগরে নিমজ্জিত হয়ে অক্রূর মহাশয় বলছেন। **বিষয়াত্মনঃ**—বিষয়াবিষ্ট আমার কৃষ্ণদর্শন দুর্লভ, যেমন শূদ্রজাতির বেদকীর্ত্তন। উভয় ক্ষেত্রে অযোগ্যতাই ধ্বনিত। বি৪ ॥

নৈবং মমাধ্রমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
ম্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎ তরতি কশ্চন ॥ ৫ ॥

৫। **অন্বয়** ঃ নৈবং (এবং মা) [কিন্তু] অধমস্যাপি মম অচ্যুত দর্শনং স্যাৎ এব [যতঃ] কালনদ্যা ম্রিয়মাণঃ কশ্চন ক্বচিৎ তরতি।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ না ওরূপ নয়। আমি অধম হলেও অচ্যুত দর্শন আমার হবেই। কারণ কালনদীর স্রোতে ভেসে চলা তৃণসকলের মধ্যে কদাচিৎ কোনও একটি যেমন তটদেশে লগ্ন হয়ে যায়, সেইরূপ কর্মবশতঃ কাল-কর্তৃক পরিচালিত জীবের মধ্যেও কোনও ব্যক্তি কদাচিৎ সংসার নদীর পারে শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয় কৃষ্ণ কৃপাতেই।

৫। **শ্রীজীববৈ° তো° টীকা** ঃ মতিধৃতিভ্যামাহ— নৈবমিতি। অধমস্যেতি, তৎসন্দর্শনাখিল-সাধনরাহিত্যং তদ্বৈপরীত্যং চোক্তম্, তথাপ্যচ্যুতস্য তদ্ভজনাভাসেঽপি কৃপালুতাদি মাহাত্ম্যাচ্চ্যুতিরহিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনং তন্মাহাত্ম্যবলাৎ স্যাদেবেত্যর্থঃ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্। অত্র নিদর্শনং চিন্তয়তি— তত্তৎকর্ম্ম-ভোগকালপ্রবাহেন সংস্মার্য্যমাণোঽপি ক্বচিৎ সাঙ্কেত্যনামাদি-নিমিত্তে সতি কশ্চন অজামিলাদি-সদৃশস্তরতি, তৎকূলায়মানম্ শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি, যথাকথঞ্চিত্তদভিগমনাদৌ সতি পূতনাদি সদৃশো বা। নদীরূপকেণ যথা তদ্ম্রিয়মাণস্তৃণাদিরনুকূলবাতাদি-নিমিত্তে সতি তরতি, তদ্বদিতি ব্যঞ্জিতম্। জী°৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈঃ তো° টীকানুবাদ** ঃ ভিতর থেকে জ্ঞান ও ধৈর্য বলে উঠল, নৈবং— না, সিদ্ধান্ত ওরূপ নয়। **অধ্রমস্য**—এই 'অধম' শব্দে কৃষ্ণদর্শনের জন্য যে অখিল সাধন তার অভাব এবং এর বিপরীত অপরাধাদি পঙ্কে পতন বুঝাচ্ছে। আমি অধম বটে, তথাপি **অচ্যুত দর্শনম্**— কৃষ্ণ ভজনের আভাসেও 'অচ্যুত' কৃপালুতাদি মাহাত্ম্য থেকে চ্যুতিরহিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন তাঁর মাহাত্ম্য বলেই হয়ে যাবে বলেই মনে করি। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত মনেমনে চিন্তা করে স্থির করলেন— নিজের সেই সেই কর্মফলের ভোগ-কাল রূপ নদীর স্রোতে চলমান হয়েও কখনও নামাভাস কারণের সংযোগ পেয়ে গেলে কেউ অজামিলাদি সদৃশ **তরতি**— এই নদীতট সদৃশ শ্রীভগবৎচরণ পেয়ে যায়। অথবা যে কোনও মনোভাবে পূতনাদির মতো তার সম্মুখে গিয়ে পড়লে উদ্ধার পেয়ে যায়। নদীর সহিত উপমায় এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে— যথা নদীর স্রোতের টানে চলমান তৃণাদি কখনও অনুকূলবাতাদি কারণের সংযোগ পেয়ে গেলে কূল পেয়ে যায় সেইরূপ।

[শ্রীসনাতন— **অচ্যুত দর্শনম্**—নিরুপাধি কৃপালুতাদি মাহাত্ম্য থেকে চ্যুতি রহিত শ্রীকৃষ্ণদর্শন তাঁর মাহাত্ম্য বলেই হয়ে যাবে মনে হয়। শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে অনুরূপ অন্য একটি কথা উল্লেখ করা হচ্ছে— ম্রিয়মান ইতি কালনদীর স্রোতের টানে ভেসে চলা কোনও জন—এইরূপ পরের অধীনতা সূচিত হওয়ায় এই জনের স্বসামর্থ্যের অভাব বুঝা যাচ্ছে। **ক্বচিৎ তরতি**— কোনও কালবিশেষে উদ্ধার

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥ ৬ ॥

৬। **অন্বয়ঃ** অদ্য মম অমঙ্গলং নষ্টং (দূরীভূতং) মে (মম) ভবঃ চ (জন্ম চ) ফলবান্ (সার্থকঃ) এব যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ নমস্যে।

৬। **মূলানুবাদঃ** এরূপ নিশ্চয় করত সগর্বে বলছেন—

শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রভাবেই আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়েছে। আমার জন্মও সার্থক হয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণের যোগিধ্যেয় চরণ কমলে প্রণত হতে পারব।

পায়, তাও যথা কেবল শ্রীভগবৎকৃপা প্রভাবেই পায়, তথা এই অধম আমার পক্ষেও কেবল কৃষ্ণকৃপা প্রভাবেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয়ে যাবে মনে হয়।] জী°৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নৈবমিতি। মতিধৃতিভ্যাং দৈন্যং সন্মর্দ্যাহ—মমেতি। স্যাদেব স্যাদপীত্যর্থঃ। বি°৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **নৈবংইতি**— এরূপ নহে। —মতি ও জ্ঞানের পেষণে অক্রূর মহাশয়ের দৈন্য স্তিমিত হলে, তিনি বললেন— মম ইতি। **স্যাদেব**= স্যাৎ+অপি অর্থাৎ হতেও পারে। [শ্রীবলদেব—**নৈবং ইতি** – কংস প্রসঙ্গ হেতু অধম নীচ আমার অচ্যুতের দর্শন হয়েই যাবে। কি করে? এরই উত্তরে, ম্রিয়মান ইতি। — এর ভাব : যথা নদীর স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া তৃণাদির মধ্যে কোনও একটি তীরে লেগে যায়, তথা কর্মবশে কালনদীতে চলমান জীব সকলের মধ্যে কোনও একজন ভাগ্যবশে কৃষ্ণের অনুগ্রহে উদ্ধার লাভ করে]। বি°৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** এবং নিশ্চিত্যৈব সগর্ব্বমাহ— মমেতি। অমঙ্গলং তদ্দর্শনে সর্ব্বোঽপ্যন্তরায়ঃ। যদিতি ক্রমেণাবির্ভাবিণা শ্রীভগবৎ-কারুণ্যস্যৈব প্রভাবেণেতি ভাবঃ। যোগিভিরেব ধ্যেয়ং তৈরপি ধ্যেয়মেব চ যদঙ্ঘ্রিপঙ্কজং তন্নমস্যে সাক্ষাৎকৃত্য নমস্যামীত্যর্থঃ। তচ্চ ভগবতঃ নিজাশেষৈশ্বর্য্যং প্রকটয়তঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। জী°৬ ॥

৬। **শ্রীজীব তো° বৈ° টীকানুবাদঃ** এরূপ নিশ্চয় করত সগর্বে বললেন—মম ইতি। **অমঙ্গলং**— কৃষ্ণদর্শনের সর্ব অন্তরায়। **যৎ ইতি** – যেহেতু ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ প্রথমে অন্তরে অতঃপর মাংস-চক্ষুতে যিনি আবির্ভূত হন, সেই শ্রীভগবানের করুণারই প্রভাবে আমার অন্তরায় সমূহ দূরীভূত হয়েছে, এরূপ ভাব। **যোগীধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্**— যোগীগণধ্যেয়, এবং শ্রীশুকদেবাদিরও ধ্যেয় পদকমল দর্শন করত **নমস্যে**— প্রণাম করতে পারব। তাও আবার **ভগবতঃ**—নিজ ঐশ্বর্য প্রকট করে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের (পদকমল)। জী°৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** এবং নিশ্চিত্য সগর্বমাহ,— মমাদ্যেতি। বি°৬ ॥

কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং
দৃক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ
পূর্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা ॥৭॥

৭। **অন্বয়ঃ** বত (আশ্চর্যে) কংসঃ [অতিখলঃ অপি] অদ্য মে (মম) অত্যনুগ্রহং অকৃত (কৃতবান্) [যতঃ] অমুনা (কংসেন) প্রহিতঃ (প্রেরিত এব অহং) কৃতাবতরস্য হরেঃ অঙ্ঘ্রিপদ্মং দ্রক্ষ্যে (দ্রক্ষ্যামি) পূর্বে যন্নখমণ্ডলত্বিষা দুরত্যয় তমঃ (সংসারম্) অতরণ্ (তীর্ণাঃ বভূবুঃ)।

৭। **মূলানুবাদঃ** কংস যদিও আমাকে কৃষ্ণের প্রতিকূলতা করবার জন্যই আদেশ করল, তা হলেও উহাই আমার পক্ষে ফলত হয়ে গেল অত্যন্ত অনুকূলতা করাই, এই আশয়ে—

কি আশ্চর্য, খল হলেও কংস আজ আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করল—কারণ তার দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল দর্শন করব, যে চরণনখদলের একটি মাত্র কিরণেও পূর্বে অম্বরীষাদি সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এইরূপ নিশ্চয় করত সগর্বে বলছেন— মমাদ্যেতি। বি°৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সম্ভাবিত-শ্রীভগবৎকারুণ্যসৈব লক্ষণং সবিস্ময়মাহ — কংস ইতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাপি-শব্দাৎ ভগবৎকারুণ্যং বিনোদং বিনা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। অনুগ্রহং মমাভীষ্টসাচিব্যমিত্যর্থ ইতি। কিংবা হরেরিত্যমঙ্গলহরণাভিপ্রায়েণ কৃতাবতারস্যেতি তত্রাপি সম্প্রতি সকললোক-কৃপার্থপ্রাকট্যাভিপ্রায়েণ। যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মস্য নখমণ্ডলং তদ্বিম্বং, তস্য ত্বিষা একয়াপি কান্ত্যা তৎস্ফূর্ত্তিমাত্রেণাপি পূর্ব্বে তদ্ভক্ত্যৈবাতরন্; আস্তাং তাবত্তেষাং ভজনান্তরাণীতি ভাবঃ। ইতি শ্রীনরাকৃতিবিগ্রহস্য সনাতনত্বং বিগ্রহান্তরাণাং তদন্তর্ভাবশ্চ লভ্যতে॥ জী°৭॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণের যে করুণার কথা ভাবছিলেন, তার লক্ষণ সবিস্ময়ে বলছেন—কংস ইতি—কংসের কৃপাতেই আজ আমার কৃষ্ণচরণ দর্শন হবে। [শ্রীস্বামীপাদ—'অতিখলঃ কংসোঽপি' কংস অতি খল হলেও আমাকে অত্যন্ত কৃপা করলেন।] এই টীকায় 'অপি' শব্দের ধ্বনি হল, শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য-বিনোদবিনা কংসের কৃপাসম্ভব হত না। **অনুগ্রহং অকৃত**—আমার অভীষ্ট কংস সুলভ করে দিল। কিম্বা **হরেঃ**—'অমঙ্গল হরণ' বলার অভিপ্রায়ে এই 'হরি' শব্দের ব্যবহার—**কৃত-অবতারস্যঃ**- তা হলেও সম্প্রতি সকললোকের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য আবির্ভাব, ইহা বলার উদ্দেশ্যেই এ পদের ব্যবহার। **যন্নখমণ্ডল**—যার পদকমলের নখদলের **ত্বিষা**—একটিরও কান্তিরদ্বারা—এমন কি এই কান্তির স্ফূর্তিমাত্রেও পূর্বে সেই ভক্তিতেই উদ্ধার পেয়েছেন। তাদের তাবৎ অন্যভজনের কথা থাকুক-না, এরূপভাব। এই কারণে শ্রীনরাকৃতিবিগ্রহ কৃষ্ণের সনাতনত্ব ও অন্য বিগ্রহের এর অন্তর্ভুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। জী° ৭॥

যদর্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে
যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্‌ ॥ ৮ ॥

৮। **অন্বয়ঃ** যৎ (অঙ্ঘ্রিপদ্মং) ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ, দেব্যা শ্রিয়া চ মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ (পাঞ্চরাত্রিকসহিতৈঃ) অর্চিতং। যৎ (অঙ্ঘ্রিপদ্মং) গোচারণায় অনুচরৈঃ [সহ] বনে চরৎ, গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতং [তৎ অহং দ্রক্ষ্যামি ইতি পূর্বেণ অন্বয়ঃ]।

৮। **মূলানুবাদঃ** যে চরণকমল ব্রহ্মাদি দেবগণ লক্ষ্মীদেবী ও পাঞ্চরাত্রিকগণের সঙ্গে মুনিগণ অর্চনকরে থাকেন। আরও যে চরণকমল গোচারণের জন্য অনুচরদের সহিত গোদের পিছনে পিছনে বনে বিচরণ করে এবং গোপীকাদের কুচোচ্ছিষ্ট কুঙ্কুম আস্বাদন করে, সেই চরণকমল আমি আজ দর্শন করব।

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কিঞ্চ, কংসেন ভগবৎপ্রাতিকূল্যনির্দিষ্টস্যাপি মমাত্যন্তমানুকূল্যং ফলতোঽভূদিত্যাহ,—কংস ইতি। বতেত্যাশ্চর্যে। খলোঽপি কংসঃ অদ্যাত্যনুগ্রহং অকৃত। যতোঽমুনা প্রহিতঃ প্রেষিতঃ। পূর্বেঽম্বরীষাদয়ঃ তমঃ সংসারং অতরন্‌ তীর্ণাঃ ॥ বি° ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** আরও কংসের দ্বারা ভগবৎপ্রাতিকূল্য আদিষ্ট হলেও আমার পক্ষে তো উহাই ফলত অত্যন্ত আনুকূল্যই হল, এই আশয়ে বলছেন, কংস ইতি। **বতেতি**—আশ্চর্যে খল হলেও কংস আজ আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করল। যেহেতু এর দ্বারা আমি প্রহিতঃ প্রেরিত হলাম। **পূর্ব**—অম্বরীষাদি। **তমঃ**—সংসার **অতরণ্‌**—উত্তীর্ণ হয়েছেন। বি° ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** পুনস্তস্যাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বস্য মহিমাধিক্যমনুসন্দধানস্তাদৃশস্যাপি প্রেমবশ্যত্বগুণং স্মরন্‌ তঞ্চ গোকুলস্যাপি পরমোৎকর্ষব্যঞ্জকতয়া পর্য্যবসায়ন্‌ সচমৎকারমাহ—যদিতি। পূর্ব্ববদত্র চ যচ্ছব্দস্য বাক্যান্তিমত্বাত্তচ্ছব্দানপেক্ষয়ৈব যোজনা স্যাদিতি পূর্ব্বেণ যুগ্মকং ন কৃতং, তদুক্তং কাব্যপ্রকাশে—'যস্তদ্দস্তুত্তরবাক্য-পদার্থগতত্বেনোপপত্তেঃ সামর্থ্যাৎ পূর্ব্ববাক্যার্থগতস্য তচ্ছব্দস্যোপাদানং নাপেক্ষ্যতে' ইতি। ততশ্চপ্রপঞ্চাধিকারিভির্ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈর্যদঙ্ঘ্রিপদ্মমর্চ্চিতমিতি। মতিবুদ্ধীত্যাদিনা বর্ত্তমানে ক্তঃ। 'ক্তস্য চ বর্ত্তমানে' ইতি ষষ্ঠ্যভাবস্তার্ষঃ। তৈরাগমোক্তমার্গেণ সদোপাস্যমানমিতি। তদেবং ব্রহ্মাদিকর্ত্তৃকসদোপাস্যত্বমুক্ত্বা তদেব দ্রঢ়য়িতুং ক্রমেণ তচ্ছিরস্পর্দৈস্তদধস্পর্দৈরপি তাদৃগুপাস্যত্বং দর্শয়তি—শ্রিয়া চ দেব্যেত্যাদিনা, শ্রিয়েতি বৈকুণ্ঠপরিকরাণামুপলক্ষণম্‌, মুনিভিরিতি প্রপঞ্চস্থসর্ব্বভক্তগ্রাহকং, তত্র মুনিভিঃ শ্রুতিপুরাণাদ্যনুসারাভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈশ্চ, সসাত্বতৈঃ পাঞ্চরাত্রিকসহিতৈস্তৎসাহিত্যমত্র তস্যাবশ্যকত্বাভিপ্রায়েণ। তদেবং যস্যোৎকর্ষপ্রতিপাদনায় চ তদিদং ব্রহ্মমুক্তম্‌, তস্য গোকুলস্য

পরমোৎকর্ষং দর্শয়তি— গোচারণায়েত্যর্দ্ধেন। যত্তেষামাগমমার্গেণ ধ্যাত্বার্চ্চিতং, তদেব স্বয়ং গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্ভবতি, তদপ্যাস্তাং গোপিকানাং কুচনির্ম্মাল্যরূপৈঃ কুঙ্কুমৈরঙ্কিতং ভবতীত্যহো পরমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ। আর্চিতমিতি পাঠে ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। তদেবং প্রায়ো দেবর্ষিমুখাদ্রাস শ্রবণেন কেবলং তৎপ্রেমসুলভমেব চিন্তিতং, ন তু রতিকেলিবিশেষময়মিতি, তদ্দাস্যভাবেঽস্মিন্ন রসাভাসত্বম্, কিংবা গোপিকানাং তমতিবালং বাৎসল্যাদ্বক্ষসি লালয়ন্তীনাং জ্যায়সীনাং কাসাঞ্চিদিত্যর্থঃ। গোপিকা অপ্যত্রোপলক্ষণমেব গোপালাদীনামিতি জ্ঞেয়ম্। সেয়মস্য গোকুলমহিম-স্ফূর্ত্তিস্তদাভিমুখ্যপ্রভাবেণৈবেতি জ্ঞেয়ম্। জী°৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** পুনরায় কৃষ্ণের পদযুগলের মহিমাধিক্যের কথা অনুসন্ধানের মধ্যে এনে তার প্রেমবশ্যত্বগুণও স্মরণ করতে করতে তাঁকে গোকুলেরও পরমোৎকর্ষ প্রকাশকরূপে পর্যবসিত করত আশ্চর্যের সহিত বলছেন—যদর্চ্চিতং ইতি। প্রপঞ্চাধিকারী ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণের দ্বারা 'যৎ' যে পাদপদ্ম **অর্চ্চিতং** - বেদাদিতে উক্ত পথে সদা উপাস্যমান [তং] সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম [অহং দ্রক্ষ্যামি] আমি দেখব। এইরূপে ব্রহ্মাদি কর্তৃক সদা উপাস্যরূপে বলবার পর, সেই কথাই দৃঢ় করার জন্য ক্রমে এদের শীর্ষস্থানীয় ও অধস্থানীয়দের দ্বারা তাদৃক্ উপাসত্ব দেখান হচ্ছে— 'শ্রিয়া চ দেব্যা' ইত্যাদি দ্বারা। **শ্রিয়া ইতি** — এই শ্রিয়াঃ পদে উপলক্ষণে বৈকুণ্ঠ-পরিকর সকলকেই বুঝানো হল। **মুনিভিঃ ইতি**— এই পদের মধ্যে এই জগতের নিখিল ভক্ত অন্তর্ভুক্ত। এই শ্লোকে কিন্তু শ্রুতি পুরাণাদি অনুসরণ করে যাঁরা ভজন করে সেই ভক্তগণই কেবল অন্তর্ভুক্ত— সিদ্ধ ও সাধক উভয়প্রকার। **সসাত্বতঃ** — নারদপঞ্চরাত্র অনুসরণে যাঁরা ভজন করে সেই পাঞ্চরাত্রিকগণের সহিত মিলিত (মুনিগণের দ্বারা উপাসিত) — এই উপাসনায় পাঞ্চরাত্রিকগণের সাহচার্যের আবশ্যকতা আছে, সেই অভিপ্রায়েই এই পদের প্রয়োগ। — এইরূপে যাঁর উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য সেই দেব-দেবী-মুনি, এই তিনের উপাসনার কথা বলা হয়েছে, সেই পদচিহ্নে অঙ্কিত গোকুলের পরম উৎকর্ষ দেখান হচ্ছে, 'গোচারণায়' ইত্যাদি অর্দ্ধ শ্লোকে। যে পাদপদ্ম বেদাদির মতে ধ্যান যোগে উপাস্যমান, সেই পাদপদ্ম স্বয়ং গোচারণের জন্য অনুচরগণের সহিত বনে বিচরণশীল হয়ে থাকে। এও থাক্, অহো পরম আশ্চর্য তো এই যে, গোপীদের **কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্**— কুচের উচ্ছিষ্ট কুঙ্কুমে এই পাদপদ্ম অঙ্কিত হয়। 'আচিতম্' পাঠে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অক্রূর মহাশয়ের এই বাক্য, প্রায় শ্রীনারদের মুখ থেকে রাস শ্রবণ হেতু কেবল তৎপ্রেমসুলভ চিন্তাজনিতই — ইহা রতিকেলিবিশেষময় নয়। তার এই দাস্যভাবের মধ্যে এই কেবল প্রেমসুলভ চিন্তায় রসাভাস দোষ আসে না। কিম্বা 'গোপিকানাং' শিশু কৃষ্ণকে বাৎসল্যে বক্ষে লালনপরায়ণ কোনও বৃদ্ধা গোপীর কুচকুঙ্কমে অঙ্কিত। এই 'গোপীকা' পদটিও এখানে উপলক্ষণে গোপদেরও বুঝানো হয়েছে। শ্রীঅক্রূরের এই গোকুল মহিমা স্ফূর্তি হয়েছে গোকুলের নৈকট্য প্রভাবেই, এরূপ বুঝতে হবে। জী°৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যদঙ্ঘ্রিপদ্মঃ ব্রহ্মাদিরনুপহৃতৈর্গন্ধমাল্যাদিভিরর্চিতং পূজ্যত ইত্যর্থঃ।

দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং
স্মিতাবলোকারুণ-কঞ্জলোচনম্ ।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং
প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ ॥৯॥

৯। **অন্বয়** ঃ [অহং] নূনং (নিশ্চিতং) সুকপোলনাসিকং (সুগণ্ডদেশৌ নাসিকে চ যত্র তৎ) স্মিতাবলোকারুণপদ্মলোচনং গুড়ালকাবৃতং (কুটিলকুন্তলাবৃতং) মুকুন্দস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি [যতঃ] মৃগা মে (মম) প্রদক্ষিণং প্রচরন্তি বৈ (ব্যক্তং) ।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে স্বাভাবিক দাস্যে প্রথমে চরণদর্শন চিন্তা করবার পর প্রেমোদ্রেকে লোভ হেতু শ্রীমুখদর্শনেও অভিলাষ প্রকাশ করছেন—

রমণীয় গণ্ডদেশশোভন, নাসার সৌন্দর্যে লোভন, মৃদু হাসিমাখা চাউনিতে মনোহারী, পদ্মলোচনে স্নিগ্ধ,, কুটিল কুন্তলাবৃত শ্রীকৃষ্ণমুখ আমি অবশ্যই দর্শন করব, কারণ ঐতো শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে, দূরে মৃগসকল আমাকে প্রদক্ষিণ করে বিচরণ করছে।

"মতিবুদ্ধিপূজার্থেভা"শ্চেতি বর্তমানে ক্তঃ ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। গোচারণায় অনুচরৈঃ সহ চরৎ গবাং পশ্চাচ্চরদিত্যর্থঃ। যস্যানুচরা ব্রহ্মাদয়স্তদঙ্ঘ্রিপদ্মং গবামনুচরং যস্যার্চকা ব্রহ্মাভবাদয়স্তদ্গোপিকানান্ত কুচোচ্ছিষ্টকুঙ্কুমাস্বাদকমিত্যুৎকর্ষপরমাবধিঃ। "কুঙ্কুমাচিতং" "কুঙ্কুমার্চিত"মিতি পাঠদ্বয়ম্। ন চ অত্রাক্রূরেন দাসেন স্বপ্রভোরুজ্জ্বলরসাস্বাদনং রসাভাসত্বাদনুচিতমিতি বাচ্যম্। বাক্যস্যাস্য স্বগতত্বাৎ। স্বগতোক্ত্যাহি পিত্রাচয়োঽপি হর্ষাৎ পুত্রাদীনাং শৃঙ্গাররসমনুমোদয়ন্ত্যো দৃষ্টাঃ। বি০৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ যে অঙ্ঘ্রিপদ্ম ব্রহ্মাদি দেবগণ অক্ষত গন্ধমাল্যাদি দ্বারা পূজা করে থাকেন। **গোচারণায় ইতি** -- যে পাদপদ্ম গোচারণের জন্য অনুচরদের সহিত চরৎ— গোদের পিছনে পিছনে বিচরণ করে থাকে। যে পাদপদ্মের অনুচর ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সেই পূজ্য পাদপদ্ম গোদের পিছনে পিছনে বিচরণ ক'রে—যে পাদপদ্মের অর্চক হল ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সেই পাদপদ্ম গোপীকাদের **কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্**— কুচোচ্ছিষ্ট কুঙ্কুমের আস্বাদক, এইরূপে কৃষ্ণপাদপদ্মের উৎকর্ষের পরাবধি বলা হল। পাঠ আরও দুপ্রকার "কুঙ্কুমাচিতঃ" "কুঙ্কুমার্চিতং"। এখানে দাসভক্ত অক্রূরের দ্বারা নিজ প্রভুর উজ্জ্বলরস আস্বাদন রসাভাস হেতু অনুচিত, এরূপও বলা যাবে না। কারণ ইহা স্বগত উক্তি। পিতামাতাও হর্ষের কারণ হলে পুত্রাদির শৃঙ্গাররসসূচক স্বগত-উক্তি অনুমোদন করেন এরূপ দেখা যায়। বি০৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০তো টীকাঃ** ইত্থং সহজদাস্যোনাদৌ পাদাব্জদর্শনং বিভাব্য তত এব প্রেমোদ্রেকেণ লোভাৎ শ্রীমুখদর্শনেঽপি মনোরথং করোতি— দ্রক্ষ্যামীতি। নূনং নিশ্চয়ে, মুকুন্দস্যেতি পূর্ব কৃতনিরুক্ত্যা শ্রীদন্তানাং কুন্দসাদৃশ্যেন স্মিতকৃত- তদীষদ্ - বিকাশেন চ শ্রীমুখস্য সৌন্দর্য্যমেবাধিকং

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো
ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং
মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥১০॥

১০। **অন্বয়** ঃ ভুবঃ ভারাবতারায় নিজেচ্ছয়া মনুজত্বং (অস্মদ্বৈবস্বত মনুবংশ প্রাদুর্ভূতত্বং) ঈয়ুষঃ (প্রাপ্তবতঃ) লাবণ্যধাম্নঃ (লাবণ্যস্য আশ্রয়স্য) বিষ্ণোঃ অদ্য উপলম্ভনং (দর্শনং) ভবিতা (ভবিষ্যতি) অপি (যদ্যেবং স্যাৎতর্হি) মহ্যং (মম) দৃশঃ (লোচনস্য) ফলং ন স্যাৎ (অপিতু স্যাদেব)।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ পুনরায় অতিশয় লোভোদ্রেকে সর্বাঙ্গ দর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করছেন—

পৃথিবীর ভার অপসারণের জন্য স্বেচ্ছায় নরভাব প্রাপ্ত, লাবণ্যের আশ্রয়, সর্বব্যাপক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আমার সাক্ষাৎ স্বরূপেই হবে এতে কি আমার নয়নের সার্থকতা হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

দর্শিতং, তন্নিশ্চয়ে হেতুঃ—মম প্রদক্ষিণং যথা স্যাত্তথামী সাক্ষাদিত্যর্থঃ। রথনির্ঘোষেণ দূরবর্ত্তিত্বাদ-দঃশব্দ-প্রয়োগঃ। বৈ ইতি পাঠে ব্যক্তমিত্যর্থঃ। প্রদক্ষিণমিতি। অত্র মৃগা অযুগ্মবৈশিষ্ট্যার্থং কৃষ্ণমৃগসহিতাশ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ শাকুন তন্ত্রে 'পুণ্যেন গত্যা গবয়োরযুগ্মা, প্রদক্ষিণং গৌরমৃগা-শ্চরন্তি। সমানশস্তা ন চ বামযাতাঃ, কৃষ্ণৈর্বিমিশ্রা ন ভবন্তিঃ দুষ্টাঃ॥' ইতি ॥ জী ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে সহজদাস্যে প্রথমে চরণকমল দর্শন ভাবনা করত অতঃপর প্রেমোদ্রেকে লোভ হেতু শ্রীমুখদর্শনেও অভিলাষ করছেন—দ্রক্ষ্যামী নূনং—নিশ্চয় দর্শন করব। মুকুন্দ—পূর্বকৃত নিরুক্তি অনুসারে শ্রীদন্তরাজির কুন্দপুষ্পের সাদৃশ্য থাকা হেতু, এই নামের প্রকাশ। স্মিত—মৃদু হাসিতে দন্তরাজীর ঈষৎ প্রকাশে শ্রীমুখের সৌন্দর্য যে অধিক হল তাই দেখান হল এই পদে। এই দর্শন সম্বন্ধে নিশ্চয়তার হেতু দেখানো হচ্ছে প্রদক্ষিণং মে - ওই মৃগসকল আমাকে প্রদক্ষিণ করছে, ঐ তা সে রকমই সাক্ষাৎ দেখা যাচ্ছে— শাকুনতন্ত্র অনুসারে ইহা শুভলক্ষণ। রথের চাকার ঘড়্ ঘড়্ শব্দে মৃগরা দূরবর্তী স্থানে থাকায় 'ওই' শব্দটির প্রয়োগ, 'এই' শব্দ নয়। জী ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ শুভশকুনং পশ্যন্মনোরথসিদ্ধিং নিশ্চিনোতি দ্রক্ষ্যামীতি। নূনং নিশ্চিতমেব গুড়ালকাবৃতং কুটিলকুন্তলাবৃতং যতঃ প্রদক্ষিণমিতি। বি° ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ শুভ চিহ্ন দেখে মনোরথ সিদ্ধি যে হবে তা নিশ্চয় করলেন অক্রূর মহাশয়—দ্রক্ষ্যামীতি। নূনং— নিশ্চয়ই। গুড়ালকাবৃতং — কুটিলকুন্তলে আবৃত মুখ। মনোরথসিদ্ধি নিশ্চয় করলেন, কারণ মৃগগণের প্রদক্ষিণ দর্শন। বিঃ ৯ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পুনরতিলোভোদ্রেকেণ সর্ব্বাঙ্গদর্শনে মনোরথং করোতি—অপীতি। অদ্যোপলম্ভনং ভবিতেত্যর্থঃ। বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকস্য পরিপূর্ণস্য স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্যাপি মনুজত্বমীয়ুষঃ লীলামাধুর্য্যায় প্রসিদ্ধমনুজসাধারণ্যং নিত্যমেব প্রাপ্তবতঃ, 'অয়মাত্মাপহতপাপ্মা' (শ্রীছা ৮।১।১৫) ইতিবন্নিষ্ঠাপ্রয়োগঃ। মনুবংশে প্রাদুর্ভূতত্বং প্রাপ্তস্যেতি বা। ন চাত্র স্বাতন্ত্র্যভঙ্গ ইত্যাহ—নিজেচ্ছয়েতি। ভক্তেচ্ছয়েত্যর্থত্বেঽপি তদিচ্ছাভক্তেচ্ছয়োরেকাত্মকত্বাত্তথৈবার্থঃ। ন কেবলমেবং লীলামাধুর্য্যাণামেবাশ্রয়ত্ব, সৌন্দর্য্যাণামপীত্যাহ—লাবণ্যধাম্ন ইতি। অন্যত্তৈঃ। তত্রাপিশব্দস্য সম্ভাবনার্থত্বাদ্যদীত্যাদি ব্যাখ্যা। তর্হীতি তর্হ্যর্থং ফলং সার্থকত্বম্, এবকার ইত ঊর্দ্ধং তন্নাস্তীতি বিবক্ষয়া; তদুক্তম্—'অক্ষণ্বতাং ফলমিদম্' (শ্রীভা ১০।২১।৭) ইত্যাদি, তত্র চাঞ্জসা সাক্ষাৎ স্বরূপেণৈব, ন তু ছায়াদিব্যবধানেনেতি ভাবঃ। যদ্বা, উপলম্ভনং সমীপপ্রাপ্তিঃ দৃশঃ ফলং দর্শনমঞ্জসাঽনায়াসেন ভবিতেতি ন, কিন্তু চক্ষুরুন্মীলনমাত্রেণৈব ভবিতা, ন তু যোগাদিসাধনবাহুল্যেনেত্যর্থঃ। যদ্বাঽপীতি প্রাকাশ্যে, তদেবং কাময়িত্বা তৎপ্রাপ্তিং নির্দ্ধারয়তি—মহ্যমিতি। তদুপলম্ভনরূপ দৃশঃ ফলং মম ন ভবিতেতি, নাপি তু ভবিতৈব, পূর্ব্বনিশ্চয়াদিতি ভাবঃ। অত্রাপাঞ্জসা ন ভবিতেতি পূর্ব্ববৎ ॥ জী° ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পুনরায় অতিশয় লোভ-উদ্রেক হেতু সর্বাঙ্গ দর্শনে অভিলাষ করছেন **অপীতি** নিশ্চয়ই আজ **উপলম্ভনং**—দর্শন হবে। **বিষ্ণোঃ**—সর্বব্যাপক পরিপূর্ণ স্বয়ংভগবানের। **মনুজত্ব**—তাদৃশ ভগবান্ হলেও লীলামাধুর্য প্রয়োজনে প্রসিদ্ধ নরসাধারণের ভাব নিত্যই প্রাপ্ত বা মনুবংশে আবির্ভাব প্রাপ্ত (বিষ্ণুর)। **নিজেচ্ছয়া**—নিজ ইচ্ছায় প্রাপ্ত, এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যভঙ্গ হয় না। ভক্তের ইচ্ছায় আবির্ভাব, এরূপ অর্থ করলেও স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হয় না, কারণ ভক্ত—ভগবানের ইচ্ছা একাত্মক। কেবল যে পূর্বোক্ত লীলা মাধুর্যেরই আশ্রয় কৃষ্ণ, তাই নয় অশেষ সৌন্দর্যেরও আশ্রয়, এই আশয়ে **লাবণ্যধাম্ন**—লাবণ্যের আশ্রয়। [শ্রীধর—**উপলম্ভনং ভবিতা**—দর্শন হবে। **অপি**—যদি দর্শন হয় তা হলে **মহ্যং**—আমার 'দৃশঃ ফলম্ ন স্যাৎ' নয়নের সার্থকতা কি হবে না? 'ন অপিতু স্যাদেব' হবে তো **নিশ্চয়ই**]

শ্রীধরের ব্যাখ্যার 'অপি' শব্দ সম্ভাবনায় প্রয়োগ হেতু 'যদি' দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তাঁর টীকার—'স্যাৎ এব,' এই 'এব' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে চরম সার্থকতা বলবার ইচ্ছায়—যার থেকে বেশী আর কিছু হতে পারে না। এর প্রমাণ (শ্রীভা° ১০।২১।৭) শ্লোকের উক্তি যথা—"শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই নয়নের সার্থকতা।" মূলের **অঞ্জসা**—সাক্ষাৎ স্বরূপেই দর্শন—ছায়াদি ব্যবধানে দর্শনের কথা বলা হচ্ছে না, এরূপ ভাব।

অথবা, **উপলম্ভনং**—সামীপ্য প্রাপ্তি, **দৃশঃ ফলম্** দর্শনের সার্থকতা **অঞ্জসা**—অনায়াসে **ভবিতা ন**—হবে না, কিন্তু ভক্তিরূপ অঞ্জন প্রয়োগে চক্ষু খুলে গেলেই হবে। কিন্তু বহুবহু যোগাদি সাধন প্রভাবে হবে না।

য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ
স্বতেজসাঽপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।
স্বমায়য়াত্মন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া
প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে ॥১১॥

১১। **অন্বয়** ঃ যঃ অসৎসতোঃ (কার্যকারণয়োঃ) ঈক্ষিতা অপি (ঈক্ষণ কর্তা অপি) অহংরহিত (অহঙ্কার হীনঃ) স্বতেজসা (চিচ্ছক্ত্যা নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎ কারেণ) অপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ (অপাকৃতং অজ্ঞানং, তৎকৃত ভ্রমশ্চ যেন সঃ) স্বমায়য়া (স্বাধীনয়া মায়য়া) তদীক্ষয়া (তস্যৈব ঈক্ষয়া) প্রাণাক্ষধীভিঃ (প্রাণেন্দ্রিয়ধীভিঃ) আত্মন্ (শুদ্ধ জীব অধিকরণে) রচিতৈঃ (রচিতৈর্জীবৈঃ) সদনেষু (বৃন্দাবন তরুষু গোপীগৃহেষু চ লীলয়া কর্মণি কুর্বনআসক্তবৎ অভীয়তে (আভিমুখ্যেন প্রতীয়তে)।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ মনুষ্যাকৃতি কৃষ্ণের লাবণ্যজ্ঞান সাক্ষাৎ নয়নের দ্বারাই হবে, তাও সম্প্রতি এই নন্দগ্রামেই। অন্তর্যামী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান তো আমাদের মতো লোকদের অনুমানেই হয় সদা সর্বত্রই। এই আশয়ে বলছেন—

যিনি কার্যকারণের দ্রষ্টা হয়েও অহঙ্কারহীন, যিনি নিজের চিচ্ছক্তি দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকৃত ভ্রম দূরীভূত করে থাকেন, আরও নিজ ঈক্ষণে জাগরিত নিজমায়া দ্বারা শুদ্ধ জীব-আধারে রচিত প্রাণেন্দ্রিয়ধীতে উজ্জ্বল জীবদের সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের তরুতলে ও গোপীগৃহে লীলা করতে করতে তাঁদের প্রতি আসক্তবৎ প্রতীয়মান হচ্ছেন, (সেই কৃষ্ণের দর্শন হবে নিশ্চয়)।

অথবা, **অপিইতি**—প্রসিদ্ধিতে, দর্শন যে হয়, তাতে প্রসিদ্ধিই আছে। এইরূপে অভিলাষ জাগিয়ে তার প্রাপ্তি নির্দ্ধারণ করা হচ্ছে. মহ্যম্ ইতি—দর্শনরূপ নয়নের সার্থকতা আমার হবে না —এরূপ কথা চলে না, হবে তো নিশ্চয়ই, ইহা পূর্বে নিশ্চয় করা হেতু। এরূপ ব্যাখ্যাতেও অপ্রসা অনায়াসে হবে না. ভজন প্রভাবেই হবে। জী° ১০ ।

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নন্থ, তদ্দর্শনমসুরা অপি লভন্ত এব তত্র তবৈব কা ভাগ্যশ্লাঘ্যেত্যত আহ—অদ্যেতি। অদ্য নিজেচ্ছয়ৈব মনুজত্বং অস্মদ্বৈবস্বতমনুবংশপ্রাদুর্ভূতত্বং গতবতো বিষ্ণোর্লাবণ্যধাম্নঃ কিমুপলম্ভনং যথার্থানুভবো ভবিতেত্যসুরাণাং দর্শনমাত্রং নতু লাবণ্যোপলম্ভ ইতি ভাবঃ। ততশ্চ মম দৃশ° ফলং ন ন স্যাদপিতু স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ বি°১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কৃষ্ণের দর্শন তো অসুরেরাও লাভ করে থাকে, এবিষয়ে তোমার ভাগ্যের প্রশংসা করবার কি আছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অপি অদ্য ইতি। অধুনা নিজ ইচ্ছাতেই **মনুজত্বং**—এই বৈবস্বত মনুবংশে আবির্ভূত লাবণ্যধাম বিষ্ণুর, **উপলম্ভনং**—অনির্বচনীয় যথার্থ অনুভবে চিত্ত আমার ভরে উঠছে। অসুরদের তো দর্শনমাত্রই হয়ে থাকে, লাবণ্যের অনুভব হয় না, এরূপ ভাব। আমার অনুভব তো হচ্ছেই, অতঃপর নয়নের সার্থকতাও নিশ্চয়ই হবে। বি° ১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ ত্রিভিরেব কুলকম্। স চাবতীর্ণ ইত্যন্তেনান্বয়পরিপ্রাপ্তেঃ, তত্র য ঈক্ষিতেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র নন্বু অস্মদাদিবদেবেত্যাদিকং পর-মতমোবানুদিতং, পূর্ব্বং শ্রীভগবতি দৃঢ়শ্রদ্ধাময়ত্বেনোক্তত্বাৎ, তথেক্ষণমাত্র-কর্ত্তাপ্যহংরহিত ইতীক্ষণমাত্রং স করোতি, তদীক্ষণলব্ধসামর্থ্যায়া মায়ায়া এব সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃকত্বমিতি ভাবঃ। তস্মিন্নীক্ষণেঽপ্যহঙ্কাররহিত আবেশশূন্য ইত্যর্থঃ। তদেবমাবেশাভাবাজ্জীববৈলক্ষণ্যমুক্তম্। স্বতেজসেত্যাদিনান্যেষামপি তম-আদি-ধ্বংসকত্বাজ্জীবন্মুক্তেভ্যোঽপি ; চিচ্ছক্তি-শব্দেন হি তৃতীয়ে যোগমায়া ব্যাখ্যাতা, সা চ শ্রীসনকাদৌ নিষিদ্ধেতি ততশ্চিচ্ছক্তিস্বরূপসাক্ষাৎকারয়োর্বৈয়ধিকরণ্য এব তৃতীয়া, তস্যা বৃত্তিত্বাত্তস্য। প্রাণাক্ষধীভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়ান্তঃকরণৈঃ। আত্মনি আত্মাংশে—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (শ্রীগী ১৫।৭) ইতি শ্রীভগবদুপনিষদ্দিশা। 'জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥' (শ্রীভা ২১।১৩।২৭) ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যান্তর-রীত্যা শুদ্ধজীবে জীবৈঃ প্রমাতৃরূপৈঃ, অতঃ স্বেষাং প্রাণাদ্যাবৃতত্বানুসারেণ ঈশ্বরস্যাপি তৎপ্রতীতিঃ। তত্র চ তদীক্ষয়েতি মায়ায়াঃ স্বতঃ সামর্থ্যাভাবেন আত্মনি রচিতৈরিতি চ তেষাং তদেকাশ্রয়ত্বেন স্বতো যথার্থজ্ঞানাভাবোঽভিপ্রেতঃ। বৃন্দাবনতরুধিত্যাদিকমভিশব্দদ্বারস্তেন জ্ঞেয়ম্। তত্রাভিমুখ্যেন সক্তবত্ত্বম্, সক্তবত্তস্য প্রস্তুতবিষয়ত্বেন বৃন্দাবনেত্যাদি, তত্র চ বতিপ্রত্যয়ে হেতুঃ লীলয়েতি. পুনঃপুনরিদমজ্ঞানমক্রূরস্য সংশয়ানুচ্ছিত্তেঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রেমাসক্তত্বে নির্ণীতে ততো নয়নাপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। যদ্বা, যঃ স্বাধীনয়া মায়য়া আত্মনি দেহে রচিতৈঃ কারিতাধ্যাসৈর্জ্জীবৈঃ সদনেষু চিচ্ছক্ত্যা অপাস্তং তমো জীবস্যেবাজ্ঞানং তৎকৃতা ভিদা ভ্রমশ্চ যেন। কৈ প্রতীয়তে ? তত্রাহ—সদসতোরীক্ষয়া যাঃ প্রাণাক্ষধিয়ঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানি, তত্তদ্রূপতাং প্রাপ্তাস্তাভিরেব তামীক্ষাং বিনা তাঃ স্বস্বকার্য্যক্ষমা ন ভবন্তীতি বিচার্য্যেত্যর্থঃ। জী°১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর (১১-১৩) এই তিনটি শ্লোকেই কুলক (অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এক)। যার কথা (১-১২) শ্লোকে বলা হল, 'স চ অবতীর্ণ' (১৩ শ্লোক) সেই তিনি অবতীর্ণ। [শ্রীধর—১১ শ্লোকের **য ঈক্ষিত**— এ বিষয়ে অক্রূর কৃত আশঙ্কা— 'নন্বু অস্মৎদাদিবৎ' পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমাদের মতোই ভোক্তৃত্ব কর্তৃত্বাদি ধর্মের দ্বারা প্রতীয়মান আপনার সম্বন্ধে বিষ্ণুত্ব সিদ্ধান্ত কি করে মানা যায় ? এই আশঙ্কা শ্লোকত্রয়ে (১১-১৩) নিরসন করে ১৪ শ্লোকে "তং অহং দ্রক্ষ্যে" অর্থাৎ 'আপনাকে আমি দর্শন করব' এইরূপ মনোরথ করত বলছেন, **য ঈক্ষিতেতি**। যিনি **অসৎসতোঃ**— কার্যকারণের 'ঈক্ষিতা অপি' ঈক্ষণমাত্র কর্তা হয়েও **অহংরহিতঃ**— অহঙ্কারহীন, তথা **তমঃ** অজ্ঞান ও তৎকৃত ভিদা—ভেদ অতঃপর **ভ্রমঃ**—বিষয়-অভিনিবেশাদি, তম-আদি এবং অন্তর্বহি যার নেই সেই কৃষ্ণ কি করে এ হল, এরই উত্তরে **স্বতেজসা**— চিৎশক্তি প্রভাবে নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকারের দ্বারা এ সংঘটিত হল। তথাপি **স্বমায়য়া**—সেই ঈক্ষণের দ্বারাই জাগরিত নিজঅধীন মায়া দ্বারা **প্রাণাক্ষধীভিঃ**— প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ধীর সহিত **আত্মন্**, [আত্মনি] নিজ আধারে রচিত অহন্তা-

মমতাবান জীবদের সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের তরুতলে ও গোপীগৃহে লীলায় নানা কর্ম করতে করতে **অভীয়তে**— আসক্তবৎ প্রতীয়মান হচ্ছেন সম্মুখে।]

স্বামিটীকার 'নন্থ অস্মদাদি' ইত্যাদি কথায় যে পূর্বপক্ষ তুললেন. ইহা পরমত, যা অক্রূর পাখী-পড়ার মতো বললেন মাত্র, একথা বলার কারণ পূর্বে তিনি কৃষ্ণকে স্বয়ংভগবান্ বলে জেনেই তো দৃঢ় শ্রদ্ধাময়ভাবে তাঁর চরণ দর্শন চিন্তা করছিলেন। এখন আবার বিচারে প্রবেশ করছেন এই শ্লোকে, **য ঈক্ষিতা** – যিনি ঈক্ষণ মাত্রের কর্তা হয়েও অহংকার রহিত। তিনি কেবল ঈক্ষণ মাত্রই করে থাকেন। এই ঈক্ষণলব্ধ সামর্থ্যেই মায়ার সৃষ্টাদি কর্তৃত্ব, এরূপ ভাব। মায়াতে যে ঈক্ষণ, এতেও **অহংরহিতঃ**—অহংকার রহিত অর্থাৎ আবেশশূন্য। —এইরূপে 'আবেশ-অভাব' বাক্যে জীব থেকে বিলক্ষণতা উক্ত হল। **স্বতেজসা ইত্যাদি** – স্বীয় চিচ্ছক্তিপ্রভাবে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভ্রম দূরীভূত করেন। অন্যেরও তম-আদি ধ্বংসক হওয়া হেতু জীবন্মুক্ত থেকেও বিলক্ষণতা বলা হল। **স্বমায়য়া**— যোগমায়য়া।— (শ্রীভা° ৩।১৫।১৬) শ্লোকে সনকাদিরবৈকুণ্ঠ গমন প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে এঁরা যোগমায়ার প্রভাবেই বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন— [শ্রীজীব-চরণ ক্রমসন্দর্ভ টীকা।] এই 'যোগমায়া প্রভাবে' শব্দের অর্থ হল শ্রীভগবৎশক্তি প্রভাবে, নিজ শক্তিতে নয়। সুতরাং সনকাদি প্রসঙ্গ থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে, চিচ্ছক্তির ও স্বরূপের সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত নয় মায়া। **প্রাণাক্ষপ্রীভিঃ**— কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণের দ্বারা। **আত্মন্**– [আত্মনি] আত্মাংশে অর্থাৎ শুদ্ধজীব অধিকরণে,—এসম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ— "মমৈবাংশো জীবলোকে" অর্থাৎ জীব সর্বেশ্বরস্বরূপ শ্রীভগবানেরই অংশ — (গী°১৫।৭)। —"জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই বুদ্ধিবৃত্তিত্রয় গুণ-জাত, জীব ইহাদের দ্রষ্টৃরূপে বিলক্ষণ" (শ্রীভা° ১১।১৩।২৭)। —এইরূপে শ্রীভগবানের বাক্যান্তর রীতিতে 'আত্মন্' শব্দের অর্থ দাঁড়াল শুদ্ধজীবে। সুতরাং প্রাণাদির উপর নিজকৃত আবরণ অনুসারে প্রাণাক্ষধী দ্বারা শুদ্ধ জীবে অন্তর্যামী ঈশ্বরের কমবেশী প্রতীতি হয়। আরও এ বিষয়ে **তদীক্ষয়া** শ্রীভগবানের ঈক্ষণে জাগরিত নিজ মায়াদ্বারা হয়। মায়ার স্বতঃ সামর্থ্য -অভাব হেতু। 'আত্মনি বর্চিতৈঃ' ইতি – এই প্রাণাদি তদেকাশ্রয় হওয়া হেতু স্বতো যথার্থ জ্ঞান অভাব অভিপ্রেত। শ্রীস্বামিপাদের টীকায় বৃন্দাবন তরুতলে ইত্যাদি যা বলা হয়েছে তা মূলের 'অভি'শব্দের আশয়ে। [স্বামীটীকা — বৃন্দাবনতরুষু গোপীগৃহেষু চ লীলয়া কর্মানি কুর্বন সক্তবৎ অভীয়তে আভিমুখ্যেন প্রতীয়তে] স্বামিটীকায় 'সক্তবৎ' আভিমুখ্যেন' আসক্তবৎ— এই আসক্তি প্রস্তুত বিষয় বৃন্দাবন-বাসীর প্রতিই ইত্যাদি। আরও সেখানে 'বতি' প্রত্যয় প্রয়োগে হেতু—লীলয়া ইতি অর্থাৎ গোপীগৃহে আসক্তির সহিত লীলা করতে করতে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অজ্ঞান অক্রূরের সংশয় চলে না-যাওয়া হেতু, [কৃষ্ণচরণ দর্শন হবে কি হবেনা এরূপ সংশয়]। জী°১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মনুষ্যাকৃতেস্তস্য লাবণ্যোপলম্ভো নয়নাভ্যামেব স চ সাম্প্রতং নন্দগ্রাম এব, অন্তর্য্যামিনঃ পরমেশ্বরস্য তস্য ত্বনুমানেনৈবোপলম্ভে ইস্মদাদীনাং সদা সর্বত্র বর্তত এবেত্যাহ,— য ইতি। অসৎসতোঃ জীবস্যাশুভশুভকর্মণোরীক্ষিতা অহংরহিতোঽপ্যহং পশ্যামীত্যহঙ্কারহীনোঽপীত্যপিকারেণ

যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈঃ-
র্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ
যাস্তদ্বিরিক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ॥১২॥

১২। **অন্বয়ঃ** যস্য অখিলামীবহভিঃ (অখিলানি 'অমীবানি' পাপানি ঘ্নন্তীতি অখিলামীবহানি তৈঃ) সুমঙ্গলৈঃ গুণকর্মজন্মভিঃ বিমিশ্রাঃ (যুক্তাঃ) বাচঃ জগৎ প্রাণন্তি (জীবয়ন্তি) শুম্ভন্তি (শোভয়ন্তি) পুনন্তি (পবিত্রয়ন্তি) বৈ (নিশ্চিতং) যাঃ [গুণালঙ্কারাদিমত্যোঽপি] তদ্বিরিক্তাঃ (তৈঃ গুণকর্ম্মজন্মভিঃ বিশেষেণ 'রিক্তাঃ' শূন্যাঃ) শবশোভনাঃ (বস্ত্রাদি অলঙ্কৃত শববৎ শোভনাঃ মতাঃ (সম্মতাঃ)।

১২। **মূলানুবাদঃ** পূর্বে পরমাত্মারূপে দুর্লভতা বলা হল, অতঃপর এই জগতে আবির্ভূত শ্রীভগবান্ জীবের সুলভ হলেও যারা বহির্মুখ হয়ে কালযাপন করে তাদের নিন্দা করা হচ্ছে—

যাঁর সর্বপাপ - বিনাশক ও পরমমঙ্গলদায়ী গুণকর্মজন্ম-প্রতিপাদক বাক্য - খচিত সুমঙ্গলকথা এই জগজ্জনকে উজ্জীবিত, শোভিত ও পবিত্র করে। অপর পক্ষে যে কথা এই গুণকর্মাদি শূন্য, তা গুণ-অলঙ্কারাদিমণ্ডিত হলেও নানাভূষণে ভূষিত শবের ন্যায় পরিহার্য।

জীবো দেহাহঙ্কারসহিত এব ঈক্ষিতা পরমাত্মা তু তদ্দেহাহঙ্কাররহিত এব ঈক্ষিতা দ্রষ্টা তদাসীনঃ সন্ সাক্ষীত্যর্থঃ। নন্বহঙ্কাররাহিত্যসাহিত্যাভ্যাং কো বিচারঃ। দেহস্থিতশ্চেদ্বর্তিশোকমোহাদিভির্যুজ্যতে এব. নহি গৃহে স্থিত আসক্তোঽনাসক্তো বা গৃহবর্তিধ্বান্তমৌষ্ণ্যং শৈত্যং বা নানুভবেত্তত্রাহ,—স্বতেজসা চিচ্ছক্ত্যা অপাস্তং তমোঽজ্ঞানং তৎকৃতা ভিদা ভ্রমশ্চ যেন সঃ। যো হ্যন্তর্যামী স্বীয়য়া মায়য়া আত্মনি জীবেঽধিকরণে রচিতাঃ সৃষ্টা যাঃ প্রাণেন্দ্রিয়ধিয়স্তাভিস্তাসাং স্রষ্টা স ঈয়তে অনুমীয়তে। তথা তদীক্ষয়া তাসাং প্রাণাদীনাং ঈক্ষয়া প্রকাশেন চ তাসাং প্রকাশকঃ স সদনেষু সমষ্টিদেহেষু অনুমীয়তে যদুক্তং "গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্"ইতি। তদ্রূপলাবণ্যানুভবো হি পরমভাগ্যফলমেব। বি°১১॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** মনুষ্যাকৃতি কৃষ্ণের লাবণ্য-উপলব্ধি নয়নদ্বারেই হয়। এবং সম্প্রতি তা নন্দগ্রামেই হচ্ছে। সেই তিনিই যখন অন্তর্যামীরূপে হৃদয় মধ্যে থাকেন, তখন তাঁর উপলব্ধি অনুমানেই হতে পারে; ইহা আমাদের মতো জনদের সদা সর্বত্র বিদ্যমানই রয়েছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— য ইতি। **অসৎসতোঃ**— যিনি জীবের শুভাশুভ কর্মের দ্রষ্টা **অহংরহিতোঽপি**— 'আমি দেখছি' এরূপ অহঙ্কার রহিত হয়েও, এইরূপে মূলের 'অপি' কারের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, জীব দেহাহঙ্কার সহিতই দ্রষ্টা। পরমাত্মা কিন্তু সেই দেহাহঙ্কার রহিত অবস্থাতে **ঈক্ষিতা**—দ্রষ্টা-জীব-আধারে অবস্থিত হয়ে সাক্ষীরূপে থাকেন, এরূপ অর্থ। পূর্বপক্ষ, অহঙ্কার রাহিত্য-সাহিত্যের মধ্যে বিচারের কি আছে? দেহস্থিত অবস্থায় তদ্বর্তী শোকমোহাদির সহিত সংযুক্ত হবে। আসক্ত-অনাসক্ত যে ভাবেই

হোক গৃহে না-থাকা অবস্থায় উহার ভিতরের অন্ধকার গরম-ঠাণ্ডা কিছুই অনুভবের বিষয় হবে না। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে,—**স্বতেজসা**—চিৎশক্তি দ্বারা **অপাস্ত**— দূরীভূত হয়ে আছে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভিদা—ভেদ ও ভ্রম। যে অন্তর্যামী নিজমায়াদ্বারা **আত্মনি**— জীব অধিকরণে **রচিতাঃ**— সৃষ্টি করেছেন প্রাণেন্দ্রিয় বুদ্ধি, এ সৃষ্টি থেকেই স্রষ্টা অন্তর্যামী পুরুষ ঈয়তে অনুমীত হন। তথা সেই প্রাণেন্দ্রিয় বুদ্ধির প্রকাশক অন্তর্যামী পুরুষ **সদনেষু**— সমষ্টি দেহে অনুমিত হন। যা পূর্বে উক্ত হয়েছে, যথা— গুণ প্রকাশের দ্বারা আপনি অনুমিত হন।" আপনার রূপ-লাবণ্য অনুভবই পরম ভাগ্য ফল। বি°১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তদেবং পরমাত্মত্বেন দুর্ল্লভত্বমুক্ত্বা সর্ব্বমঙ্গলার্থং কৃতনানা-লীলাবতারত্বেন সুলভস্যাপি যে বহির্মুখাস্তান্ নিন্দতি— যস্যেতি। গুণাদিভিস্তৎপ্রতিপাদক-বাগ্‌ভির্বিমিশ্রা ইতি মধ্যে মধ্যেঽপি বিশিষ্টতয়া তদ্যুক্তা ইত্যর্থঃ। তাদৃশো বাচো 'ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত' (শ্রীভা ২।৩।১৮) ইতি ন্যায়েন তদ্ব্যতিরেকে মৃতপ্রায়ত্বাৎ। প্রথমং তাবৎ সম্বন্ধমাত্রেণ সফলজীবনং কুর্ব্বন্তি, ততশ্চ 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা' (শ্রীভা ৫।১৮।১২) ইত্যনুসারেণ তত্তদ্গণপ্রকাশেন শোভয়ন্তি। ততশ্চ মুমুক্ষাপর্যন্তবিবিধদুর্ব্বসনা-ধ্বংসনেন শোধয়ন্তি ; অতস্তাসাং বাচান্তু সুতরাং তত্তদ্ভাব ইতি ভাবঃ। জগদিত্যধিকারাপেক্ষা নিরস্তা, বৈ প্রসিদ্ধৌ, তত্তদ্ধেতুত্বেন গুণাদীনাং স্বভাবানাহ—অখিলেতি। সুমঙ্গলেতি চ সর্ব্বদুঃখনাশকৈঃ সর্ব্বোত্তমগুণপ্রদৈরিত্যর্থঃ। বিশেষেণ রিক্তাঃ শূন্যা ইতি স্থামৈকদ্বয়-সম্বন্ধেনাপি তদাদ্যভিপ্রেতম্ সবেতি সালঙ্কারা অপি শবপ্রায়া ইত্যর্থঃ। শবস্য স্বতো ব্যর্থস্থিতিত্বাৎ পুত্রোৎপাদনা-শক্ত্যা পরস্যাপি প্রাণপ্রদত্বাভাবাৎ, তথা স্বতোঽশোভনত্বাৎ স্বাধিষ্ঠানস্যাপ্যশোভাহেতুত্বাৎ, তথা স্বতোঽ-পবিত্রত্বাৎ পরস্যাপ্যপাবনত্বাচ্চ তৈরিতি নির্দ্দেশেন, রহিতা ইতি চ ব্যাখ্যানেন তেষামপি মতে বিরক্তা ইত্যেব পাঠঃ, ন তু বিরিক্তা ইতি, স পাঠস্তু প্রায়ঃ সর্ব্বত্র তেষু বিরক্তা আসক্তা ইত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র লীলায়ঃ পরানুগ্রহাদ্যর্থত্বে যদ্যপি পরমতৎপ্রেমবৎসু ব্রজবাসিষু তদ্বৈশিষ্ট্যজ্ঞানং পূর্ববত্তদজ্ঞানমেবেতি তথাবতারিতম্ ॥ জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে পরমাত্মরূপে দুর্লভতা বলা হল। অতঃপর নিখিল জীবের মঙ্গলের জন্য নানালীলা-অবতারধারীরূপে সুলভ হলেও যারা বহির্মুখ হয়ে দিন কাটায় তাদের নিন্দা করা হচ্ছে—যস্য ইতি। গুণ ইত্যাদি—গুণকর্মাদি প্রতিপাদক বাক্য মধ্যে মধ্যেই বিশিষ্টভাবে সংযুক্ত হয়ে যাঁর কথা এই জগৎকে উজ্জীবিত, শোভিত ও পবিত্র করে —"কামারের ভস্ত্রা কি শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় না" (শ্রীভা ২।৩।১৮) এই ন্যায় অনুসারে শ্রীভগবৎ-কথা ছাড়া এই জগৎ মৃতপ্রায়। প্রথমে উজ্জীবিত-শোভিত ঃ কমবেশী সর্বপ্রকার সম্বন্ধ মাত্রে এই কথা সফল জীবন করে, অতঃপর সর্বগুণভূষিত করে "যস্যাস্তি ভক্তি" (শ্রীভা ৫।১৮।১২) তাৎপর্য — "সর্ব-মহাগুণ বৈষ্ণব শরীরে।কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥" (শ্রীচৈ°চ°)। এই ন্যায় অনুসারে সেই সেই শ্রীভগবৎগুণ প্রকাশের দ্বারা শোভায় উজ্জ্বল করে জীবকে। অতঃপর মুক্তি ইচ্ছা পর্যন্ত বিবিধ দুর্বাসনা

স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে
স্বসেতুপালামরবর্য-শর্মকৃৎ।
যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

১৩। **অন্বয়ঃ** স চ ঈশ্বরঃ স্বসেতুপালামরবর্যশর্মকৃৎ (স্বরচিতঃ বর্ণাশ্রমধর্মঃ তৎ পালকানাং 'অমরবর্যানাং' দেবশ্রেষ্ঠানাং 'শর্মকৃৎ' সুখকর্তা সন্) সাত্বতা অন্বয়ে (যদুবংশে) অবতীর্ণঃ [সন্] ব্রজে আস্তে অশেষ মঙ্গলম্ (অশেষ মঙ্গলানি যস্মাৎ তৎ) যশোবিতন্বন্ ; যৎ [যশঃ] দেবাঃ অপি গায়ন্তি।

১৩। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে কার্যকারণের দ্রষ্টা ও মহামহিম হয়েও সেই কৃষ্ণ স্বয়ং যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যশোরাশি বিস্তার পূর্বক ব্রজে বাস করছেন। ইনি স্বরচিত বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষাকারী দেবগণের সুখদাতা, এঁর অশেষ মঙ্গলকর যশ দেবতাগণ গান করে থাকেন।

ধ্বংসের দ্বারা পবিত্র করে। অতঃপর এই ভক্তদের কথাও জগৎ-পবিত্রকর হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। এই 'জগৎ' শব্দপ্রয়োগে শ্রবণ কীর্তনকারীর অধিকার অপেক্ষাও নিরস্ত হল, যে কোনও জীবকে উজ্জীবিত প্রভৃতি করে। **বৈ**—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই সেই হেতুরূপে গুণকর্মাদির স্বভাব বলা হচ্ছে, **অস্খলিত ইত্যাদি** – ঐ গুণকর্মাদি সর্বদুঃখনাশক ও সর্বোত্তম গুণপ্রদ **যাস্ত্বিরিক্তাঃ** – যে কথা বিশেষভাবে গুণকর্মাদি বর্ণন শূন্য। ঐ পূর্বের মতোই কথা যদি শ্রীভগবৎগুণকর্মাদি সংযুক্ত না থাকে তবে **শবশোভনা**—সে কথা বহু অলঙ্কার বিশিষ্ট হলেও শবতুল্য। এরূপ বলার কারণ শবের অন্য নিরপেক্ষভাবে ব্যর্থ-স্থিতি—পুত্র উৎপাদন অক্ষমতায় ও পরেরও প্রাণ প্রদানে অক্ষমতায়। তথা ঐরূপ কথা অন্য-নিরপেক্ষভাবে অশোভন হওয়া হেতু নিজ আধারেরও অর্থাৎ ঐরূপ কথা শ্রবণ-কীর্তন কারীরও অশোভার হেতু হয়ে থাকে। তথা স্বতঃ অপবিত্র হওয়া হেতু পরেরও অপবিত্রকারক।

[শ্রীস্বামিপাদ— 'তৈ' অর্থাৎ 'জন্মকর্মাদি' বাক্য প্রয়োগদ্বারা এবং 'জন্মকর্মাদি রহিত এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রকাশ করলেন, তাদেরও মতে পাঠ 'বিরিক্তা', 'বিরক্তা' নয়।] এই বিরক্তা পাঠই সর্বত্র দেখা যায়। 'বিরক্তা' শব্দের অর্থ আসক্ত। [(চৈ° চ° মধ্য ৪।১২৩) বিরক্ত=নিস্পৃহ।] [শ্রীস্বামিপাদ— সর্বথা অহঙ্কারাদি রহিত আত্মারামের 'লীলাপি' লীলাই বা হয় কি প্রয়োজনে, এরূপ প্রশ্নের উত্তরে, পরকে অনুগ্রহ করার জন্য ইত্যাদি।]

শ্রীস্বামিপাদের টীকায় এই যে বলা হল পরকে অনুগ্রহ করার জন্য, এ বিষয়ে বলবার কথা হল —যদ্যপি পরম কৃষ্ণপ্রেমবান্ ব্রজবাসিদের মধ্যেও কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য থাকায় তাতেই আসক্তি বিশেষভাবে সংঘটিত হয়, তথাপি কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য জ্ঞান হেতুই পূর্ব শ্লোকের সিদ্ধান্তবৎ সংশয় চলে না যাওয়ায় এসে যায়, তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্তি বিষয়ে মোহ—এরূপ অর্থ প্রকাশিত হল এখানে। জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যস্য সঙ্কীর্তনান্যপি জগদুদ্ধারকাণীত্যাহ,—যস্যেতি। অখিলানি অখিলস্য বা অমীবানি পাপানি ঘ্নন্তীত্যখিলামীবহানি তৈঃ। শোভনানি মঙ্গলানি যেভ্যস্তৈর্যস্য গুণ-কর্মজন্মভির্বিমিশ্রা যুক্তা বাচো বাক্যানি জগত্তদ্বক্তৃশ্রোত্রাত্মকং প্রাণন্তি জীবয়ন্তি জীবয়িত্বা শুন্ধন্তি কৃপালুত্ব-নির্মৎসরত্বাদিভিরলঙ্কারৈঃ শোভয়ন্তি শোভয়িত্বা চ পুনন্তি আবিদ্যকদোষান্ পবিত্রয়ন্তি, ব্যতিরেকমাহ — যা ইতি তৈর্গুণকর্মজন্মভির্বিরক্তা রহিতা বাচঃ গুণালঙ্কারাদিমত্যোঽপি শবশোভনাঃ শবান্ শোভয়ন্তীতি তাঃ। প্রথমং জীবতোঽপি তদ্বক্তৃশ্রোত্রাত্মকান্ জনান্ শবান্ কুর্বন্তি। তত উপমাদ্যলঙ্কারৈরলঙ্কারৈরিব শোভয়ন্তীতি শবশোভনাঃ সতাং সম্মতাঃ যদ্যশঃ।বিঃ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যাঁর সঙ্কীর্তনও জগৎ-উদ্ধারক, এই আশয়ে—যস্য ইতি। **যস্য**—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে **অখিলামীবহভিঃ** — অখিল পাপ, কিম্বা অখিলজনের পাপ বিনাশক **সুমঙ্গলৈঃ** - শোভন মঙ্গল বিধায়ক গুণকর্মজন্ম-বিমিশ্র **বাচো**—বাক্যনিচয় **জগৎ**—জগতের বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই **প্রাণন্তি**— জীয়িয়ে তোলে **শুন্ধন্তি** — কৃপালুতা, নির্মৎসরতাদি অলঙ্কারে শোভিত করে **পুনন্তি** —অবিদ্যা-দোষ-মুক্ত করত পবিত্র করে। এখন ব্যতিরেক মুখে বলা হচ্ছে, যা ইতি। সেই গুণকর্ম্মজন্ম **বিরক্তাঃ**—রহিত [পাঠভেদ—বিরিক্তাঃ] বাক্য গুণ-অলঙ্কারাদি মণ্ডিত হলেও নিশ্চয় **শবশোভনাঃ**—নানা অলঙ্কারমণ্ডিত শবের ন্যায় পরিহার্য।বিঃ ১২॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তদেবং য ঈক্ষিতা, যস্য চ নানাগুণকর্ম্মণাং তাদৃগ্মাহাত্ম্যং, স তু সোঽপি স্বয়ং সাত্বতান্বয়েঽবতীর্ণঃ সন্ ব্রজে আস্ত ইত্যন্বয়ঃ। কিলেতি মহৎসু শান্তেষু চ প্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি। স্বসেতবো ভগবদ্ধর্ম্মাদি-মর্য্যাদাঃ অমরবর্য্যা ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ। ন কেবলং তদবতারাদিদর্শিনাং তেষামেব শর্ম্মকৃৎ, অপি ত্বন্যেষামাপীত্যাহ— যশ ইতি। তদেব প্রশংসতি—যদযশো দেবাঃ সর্ব্বারাধ্য অপি গায়ন্তি, যচ্চ পরমতদ্বত্তদংশাবতারস্যাপি লাভমাহাত্ম্যমাহ— যস্যেতি, নিকৃষ্টপর্য্যন্তাশেষজীবানাং মঙ্গলমিতি। তত্তৎকর্ত্তৃকত্বঞ্চ, ন ত্বস্মদাদিবৎ কর্ম্মপারবশ্যেন, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যাহ—ঈশ্বর ইতি। জী°১৩॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে (১১) যিনি কার্য-কারণ দ্রষ্টা, (১২) যাঁর নানা গুণকর্মের তাদৃশ মাহাত্ম্য **স চ**—'অপি' অর্থে চকার। এরূপ হয়েও তিনি স্বয়ং 'স্বাত্বতান্বয়েঽবতীর্ণঃ' সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হয়ে ব্রজে বিরাজমান আছেন, এরূপ অন্বয়। **কিল ইতি**— এই অবতারের দ্বারা মহৎ ও সমাহিত চিত্ত জনদের মধ্যে যে প্রসিদ্ধি আছে, তা প্রমাণ করলেন। **স্বসেতবো**— ভগবৎধর্মাদির মর্য্যাদা (রক্ষাকারী) **অমরবর্যঃ**— ব্রহ্মা-শিবাদির **শর্ম কৃৎ**— সুখদাতা, কেবল যে অবতারদর্শী এই দেবতাদেরই সুখদাতা তাই নয়, পরন্তু অন্যেরও সুখদাতা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **যশঃ বিতন্বন**— যশ বিস্তার করে ব্রজে বিরাজমান। এই যশের প্রশংসা করা হচ্ছে, যে যশ দেবতাগণ সর্বারাধ্য হয়েও গান করে থাকেন। আরও যে যশ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণবৎ তাঁর অংশ অবতারেরও লাভ-মাহাত্ম্য বলা হয়েছে যস্য ইতি ১২

তং ত্বদ্য নূনং মহত্তাং গতিং গুরুং
ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্ ।
রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং
দ্রক্ষ্যে মমাসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ ॥১৪॥

১৪। **অন্বয়ঃ** অদ্য নূনং (নিশ্চিতং) তু মহতাং গতিং (আশ্রয়ং) গুরুং ত্রৈলোক্যকান্তং (ত্রিভুবনৈক সুন্দরং) দৃশিমন্মহোৎসবং শ্রিয়ঃ (লক্ষ্যাঃ) ঈপ্সিতাস্পদং রূপং দধানং (ধারয়ন্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) দ্রক্ষ্যে (দ্রক্ষ্যামি) মম উষসঃ (প্রভাতসময়াঃ) সুদর্শনাঃ (শুভদর্শনাঃ) আসন্ (অভবন্)।

১৪। **মূলানুবাদ ঃ** যদি নারায়ণ-সাধারণ সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত কথা উপযুক্ত হলো, তবে আপনার বৈশিষ্ট্য থাকল কি ? এরূপ সংশয়ের উত্তরে—

যেহেতু বহুবহু সুপ্রভাত হয়েছে আমার, তাই আজ আমি মহাভাগবতদের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা, ত্রৈলোক্যসুন্দর, নিখিল চক্ষুষ্মান্ জনের পরমানন্দস্বরূপ, লক্ষ্মীরও বাঞ্ছিত বক্ষদেশ সৌন্দর্যের পরাবধি সেই কৃষ্ণকে আজ দর্শন করব।

শ্লোকে। **যদশেষমঙ্গলম্** — যে যশ নিকৃষ্ট পর্যন্ত অশেষ জীবের মঙ্গলস্বরূপ। কৃষ্ণের জন্মকর্মাদির কর্তৃত্ব আমাদের মতো লোকের মতো কর্মপারবশ্যে নয় কিন্তু স্বাতন্ত্রে, এই আশয়ে 'ঈশ্বর' পদের প্রয়োগ। জী°১৩॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নন্বেবং সাধারণ্যং চেত্তস্মাত্তব কিং বৈশিষ্ট্যম্ ? তত্রাহ— ত্বং ত্বিতি। নূনং নিশ্চয়ে, তু-শব্দঃ সর্ব্বযাদবাদিতোঽপি নিজভাগ্যবৈশিষ্ট্যবিবক্ষয়া, অহন্ত্বেব তং দ্রক্ষ্যে, মহতাং মহাভাগবতানাং গতিং গম্যং গুরুঞ্চোপদেষ্টারমিতি সাধ্যসাধনত্বমুক্তম্, রূপং সৌন্দর্যম্, এবং সামান্যত উক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণরূপে তস্মিন্ বিশেষমাহ — ত্রৈলোক্যমধোমধ্যোর্দ্ধলোকঃ, স চ মহাবকুণ্ঠপর্য্যন্তঃ, সোঽপি মহানারায়ণপর্য্যন্তঃ, তস্মাদপি কান্তম্। অতএব, স্বসহিতানাং তাদৃশামপি দৃশিমতাং মহোৎসবম্। বক্ষ্যতে চ মহাকালপুরনাথেন শ্রীভগবতা—'দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা, ময়োপনীতা' (শ্রীভা ১০।৮৯।৫৮) ইতি। উক্তঞ্চ শ্রীমদুদ্ধবেন— 'বিস্মাপনং স্বস্য' (শ্রীভা ৩।২।১২) ইতি। ন কেবলং স্বরূপবরীয়সামেব তাদৃশং তং, অপি তু স্বশক্তিবরীয়স্যা অপীতি বদন্ তাদৃশসুভগতায়াং হেতুমাহ—সর্ব্বসৌভাগ্যাশ্রয়রূপায়াঃ শ্রিয়োঽপি ঈপ্সিতমীপ্সা, তস্যা আস্পদং, ন তু মহানারায়ণাদিবদ্ভোগ্যমপীত্যর্থঃ; তদুক্তম্ — 'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা' (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬] ইতি। উষস ইত্যনেন চির' বহ্ব্যো রাত্রয়ঃ সুপ্রভাতাঃ সন্তি, অন্যথেদৃশং ফলং ন স্যাদিত্যর্থঃ। অথবা চতুঃশ্লোকীয়মেবং প্রসঞ্জনীয়া। ননু কথং তস্য তাদৃশং দৌর্লভ্যং, তল্লাভমাহাত্ম্যঞ্চ ? যদি চ তত্তর্হি কথং সৌলভ্যম্ ? যেন তবাতি তাদৃশভাগ্যশ্লাঘা স্যাদিত্যত্র বিবৃণোতি চতুর্ভিঃ। তত্রাদ্যং দ্বয়ং কৈমুত্যেনাহ —দ্বাভ্যাম্। দৌর্লভ্যং তাবদাহ- য ঈক্ষিতেতি। অপীতি সমুচ্চয়ে। সদসতোরী

ক্ষিতাপি তদাবেশরহিতোঽপি উভয়ত্র হেতুঃ—স্বতেজসেতি। ঈক্ষিতেত্যাদিরূপত্বেন সর্ব্বাগোচরস্বরূপো যঃ স্বমায়য়া স্ববীক্ষয়া চাত্মনি রচিতত্বেন স্বতঃ সর্ব্বসামর্থ্যহীনৈস্তং দ্রষ্টুমযোগ্যৈশ্চ জীবৈঃ প্রাণাদি-প্রবৃত্তিলিঙ্গেন সদনেষু তদধিষ্ঠানরূপেষু সর্ব্বভূতেষু অভীয়তে প্রতীয়তেঽনুমীয়তে মাত্রং ন তু দৃশ্যতে; যথোক্তং দ্বিতীয়ে (২।৩৫)—'ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ' ইতি; এবং 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' (শ্রীগী ১০।৪২) ইত্যুক্তদিশা তদংশস্যাপি পরমদৌর্লভ্যং দর্শিতম, তদুক্তদংশাবতারগণস্যাপি লাভমাহাত্ম্যমাহ—যস্যেতি তথাপি সৌলভ্যে কারণমাহ—স চেতি। নিগময়তি—তং ত্বিতি। তস্মান্নহদেব মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ॥জী°১৪॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ ঃ যদি কৃষ্ণ প্রশ্ন তোলেন, নারায়ণ-সাধারণ সম্বন্ধেই যদি পূর্বোক্ত কথা খাটে, তবে তাদের থেকে আমার বৈশিষ্ট্য হল কি? এরই উত্তরে 'ত্বংতু ইতি'—আপনি হলেন সর্বসৌন্দর্যের আধার শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও স্পৃহনীয় স্বয়ং ভগবান্। **নূনং**—নিশ্চয়ে। এই 'তু' শব্দের প্রয়োগে অক্রূর সর্বযাদব থেকে নিজ ভাগ্যবৈশিষ্ট্য বলতে চেয়েছেন। আমি তো অদ্যই **ত্বং দ্রক্ষে**—তাঁকে দেখব **মহতাং গতিং**—যিনি মহাভাগবতদেরই-গম্য, **গুরুং**—উপদেষ্টা। এইরূপে সাধ্য-সাধন বলা হল। **রূপং**—সৌন্দর্য। এইরূপে সামান্য-ভাবে 'রূপ' শব্দটি বলবার পর সেই শ্রীকৃষ্ণরূপে যে বিশেষ আছে, তাই বলা হচ্ছে, **ত্রৈলোক্যম্**, অধো-মধ্য-উর্ধ্বলোক—এই উর্ধ্বলোকও মহাবৈকুণ্ঠ পর্যন্ত। সেই মহাবৈকুণ্ঠেও মহানারায়ণ পর্যন্ত যত আছে, তার থেকেও **কান্তং**—সুন্দর। অতএব শ্রীঅক্রূরের নিজের সহিত মহানারায়ণাদি সকল চক্ষুষ্মান্ জনকেই অন্তর্ভুক্ত করত বললেন, চক্ষুষ্মান্ জন মাত্রেরই পরমানন্দকর। — মহাকালপুর-নাথ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন —'আমি তোমাদের দর্শনাভিলাষেই বিপ্রসূতগণকে এখানে এনেছি"—(শ্রীভা° ১০।৮৯।৫৮)। শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও বলেছেন — "শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে যে মূর্তি প্রকাশ করেছেন, তা এতই সুন্দর যে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময় উৎপাদন করে, ইহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ।" —(শ্রীভা° ৩।২।১২)। কেবল যে নিজরূপের সর্বশ্রেষ্ঠতাতেই তাদৃশ নয়নলোভন, তাই নয় - পরন্তু নিজ শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতাতেও তাদৃশ; ইহাই বলতে গিয়ে তাদৃশ নয়নাভিরামতার হেতু বলা হচ্ছে—সর্বসৌভাগ্যের আশ্রয়রূপা লক্ষ্মীদেবীরও অভিলাষ কৃষ্ণবক্ষ বিলাসের জন্য, কিন্তু পান না যেমন পান মহা-নারায়ণাদির বক্ষবিলাস। কৃষ্ণবক্ষে স্থান পান স্বর্ণরেখারূপে মাত্র। এই বিষয়ে উক্তও আছে—"বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী পতিবক্ষবিলাস ত্যাগ করে বহুকাল তপস্যা করেও যে পদরেণু পায় নি"—(শ্রীভা° ১০।১৬।৩৬)। **উষসঃ**—প্রভাতকাল, এখানে 'উষস্' শব্দের বহুবচন প্রয়োগে বুঝানো হয়েছে—চিরকাল বহুরাত্রি সুপ্রভাত হয়েছে। অন্যথা ঈদৃশ ফল হয় না।

অথবা, (১০-১৪) এই চারটি শ্লোকের সমাধান এইরূপে করা যেতে পারে যথা কৃষ্ণের তাদৃশ দুর্লভতা ও প্রাপ্তিমাহাত্ম্য কি করে স্বীকার করা যায়, যদি বা স্বীকার করা যায়, তবে আবার সুলভ হয় কি করে? যে কারণে হে অক্রূর আপনারও তাদৃশ ভাগ্য-প্রশংসা? এরই উত্তর চারটি শ্লোকে বিবৃত হচ্ছে। এ বিষয়ে দুর্লভতা ও তাঁর লাভমাহাত্ম্য এটুটি কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে,

অথাবরূঢ়ঃ সপদীশয়ো রথাৎ
প্রধানপুংসোশ্চরণং স্বলব্ধয়ে।
ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং
নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ বনৌকসঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। **অন্বয়** ঃ অথ রথাৎ অবরূঢ়ঃ সপদি (দর্শনমাত্রমেব) অহং স্বলব্ধয়ে (স্বস্য ভগবতঃ প্রাপ্তয়ে) যোগিভিরপি ধিয়া ধৃতং প্রধানপুংসো (সর্বশ্রেষ্ঠয়োঃ পুংসোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) চরণ [তথা] আভ্যাং সখীন্ (অনয়োর্বয়স্যান্) চ বনৌকসঃ (সর্বান্ ব্রজবাসিনোঽপি) নমস্যে [ইতি] ধ্রুবং।

১৫। **মূলানুবাদ** ঃ ভক্তি স্বভাবে কেবলমাত্র দর্শনে অতৃপ্তি হেতু অন্য অভিলাষ ব্যক্ত করছেন—

অনন্তর মহাপুরুষ রামকৃষ্ণের যে শ্রীচরণ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যোগীগণ চিত্তে ধারণ করে থাকেন, সেই চরণে আমি নিশ্চয়ই প্রণত হব, দর্শন মাত্রেই রথ থেকে নেমে এসে, আরও প্রণাম করব তাদের সখাগণকে ও অতঃপর বনবাসী সকলকেই।

দুটি শ্লোকে। —'তাবৎ' অর্থাৎ সমগ্র দুর্লভতা বলা হয়েছে, যে ঈক্ষিত ইতি' ১১ শ্লোকে। 'অপি' শব্দ সমুচ্চয়ে অর্থাৎ 'অসৎসতোঃ' (কার্যকারণ) ও অংহরহিত (আবেশরহিত) এই উভয় পদের সহিতই 'অপি' শব্দের যোগ। অর্থাৎ কার্যকারণ দ্রষ্টা হয়েও, আবেশরহিত হয়েও (অজ্ঞান ও তৎকৃতভেদ দূরীভূত করেছেন)। উভয় ক্ষেত্রে হেতু- স্বতেজসা ইতি অর্থাৎ নিজ চিৎশক্তিদ্বারা। 'কার্যকারণের দ্রষ্টা' ইত্যাদি হওয়া হেতু সর্ব-অগোচরস্বরূপ যিনি, সেই তিনি নিজ মায়াদ্বারা ও নিজ ঈক্ষণেরদ্বারা শুদ্ধজীব আধারে রচিত স্বতঃ সর্বসামর্থহীন, দর্শনে অযোগ্য জীবের দ্বারা প্রাণাদি প্রবৃত্তি চিহ্নেরদ্বারা **সদনেষু**— তাঁর অধিষ্ঠানরূপ সর্বভূতে 'অভীয়তে' — অনুমিত হন মাত্র, দৃশ্য হন না। —এ বিষয়ে শ্রীভা° ২।২।৩৫—"ভগবান শ্রীহরি সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে অনুভূত হন— দৃশ্যজড়ের অনুমাপক বুদ্ধাদি লক্ষণে।" [পুনরায় অসঙ্গতি লক্ষণে—দৃশ্য জড় বুদ্ধাদির দর্শন স্বপ্রকাশ দ্রষ্টাভিন্ন সম্ভবপর নয়]। আরও, 'বস্তুতঃ তুমি ইহাই জানিও, আমি একাংশে এই সমগ্রজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করছি।"—গী ১০।৪২। এইরূপে উক্ত রীতিতে কৃষ্ণের অংশেরও পরমদৌর্লভ্যও দেখান হল। কৃষ্ণের মতোই তার অংশাবতারগণেরও লাভ মাহাত্ম্য বলা হচ্ছে, 'যস্য ইতি' ১২ শ্লোকে। তথাপি সৌলভ্যে কারণ বলা হচ্ছে 'সচ ইতি' ১৩ শ্লোকে।

এখন সমাধান করা হচ্ছে –'তং তু ইতি' ১৪ শ্লোকে, সুতরাং আমার মহাভাগ্যই, এরূপ ভাব।জী°১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং মহোৎসবস্বরূপং শ্রিয়ো বিষ্ণুবক্ষঃ স্থলস্থিতায়া অপি লক্ষ্ম্যা ঈপ্সিতানাং রতিরাসবিলাসাদীনাং আস্পদং রূপং দধানং তমীশ্বরং দ্রক্ষ্যামি, অত্র লিঙ্গম্, উষসঃ প্রভাতসময়াঃ সুদর্শনাঃ শুভসূচকা বভূবুরিত্যর্থঃ। বহুবচনেন তে বহ্বীনাং রত্রীণা জ্ঞেয়াঃ অন্যথেদৃশং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ॥ বি° ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দৃশিমন্মহোৎসবং** - চক্ষুষ্মানজনের মহোৎসবস্বরূপ, **শ্রিয়ো**— বিষ্ণুবক্ষস্থিত হয়েও লক্ষ্মীর ঈপ্সিতাস্পদং — ঈপ্সিত রতি-রাসবিলাসাদির আস্পদরূপধারী **তং**— সেই ঈশ্বরকে **দ্রক্ষ্যে**—দেখতে পাব। এ বিষয়ে শুভচিহ্ন, **উষসঃ** — বহুবহু প্রভাতকাল শুভ-সূচক হয়েছে। এখানে 'উষসঃ' পদে বহুবচন প্রয়োগে বহুবহু রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। অন্যথা ঈদৃশ ফল হতে পারে না, এরূপ ভাব। বি° ১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ভক্ততয়া দর্শনমাত্রেণাতৃপ্ত্যা মনোরথান্তরং কুরুতে—অথেতি। নমস্যে নমস্যামি, ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। ধিয়া অভ্যাসে, যচ্ছতা সুবিচারেণ, ধৃতং দার্ঢ্যেন চিন্তিতং যোগিভিরাত্মারামৈরপি কিং পুনর্ভক্তিযোগিভিঃ ; স্বলব্ধয়ে স্বস্য ভগবতঃ প্রাপ্তয়ে, আভ্যাং সহ বর্ত্তমানান্ সখীন্ অনয়োর্বয়স্যান্ আভ্যামনয়োরিতি বা। নন্থ ভবদীয়া যাদবাশ্চ কেচিৎ সখায়ো ভবিষ্যন্তি, কুত-স্তেষ্বেবৈতাবানাদরঃ ? তত্রাহ —বনৌকস একান্তে তেন সহ বিহারেণ তেষামেব সখ্যাতিশয়াদিতি ভাবঃ। যদ্বা, কিং পুনঃ সখীন্, সর্ব্বানপি বৃন্দাবন-প্রাণিনো নমস্যামীত্যাহ—বনেতি। এবং পূর্ব্বনমস্কারতো বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্রেতিশব্দস্তৈতাবদেব মম কৃত্যমিত্যর্থঃ। জী°১৫ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** ভক্তির স্বভাবে কেবলমাত্র দর্শনে অতৃপ্তি হেতু অন্য অভিলাষ ব্যক্ত করছেন—অথ ইতি। দর্শন মাত্রেই রথ থেকে নেমে এসে প্রণাম করব সেই চরণ, যা **ধিয়া** – অভ্যাস যোগে সুবিচারের আগমনে **যোগিভিঃ অপি** - আত্মারামগণের দ্বারাও **ধৃতঃ**—চিন্তিত, ভক্তি যোগিদের দ্বারা যে চিন্তিত সে আর বলবার কি আছে ? তারা চিন্তা করে **স্বলব্ধয়ে** — নিজের উপাস্য ভগবানের প্রাপ্তির জন্য **আভ্যাং**— তোমাদের সহিত বর্তমান **সখীন্**— বয়স্যদেরও প্রণাম করব। বা, 'আভ্যাং' তোমাদের বয়স্যদের। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা যাদব আপনারাও কেউ কেউ তো রামকৃষ্ণের সখা, তা হলে ওদের এত আদর কেন ? এরই উত্তরে, **বনৌকসঃ**— বনে বনে একান্তে কৃষ্ণের সহিত বিহার হেতু তাঁদেরই সখ্যাতিশয়, এরূপ ভাব। অথবা, সখাদের কথা আর বলবার কি আছে ? বৃন্দাবনের প্রাণীমাত্রকেই প্রণাম, এই আশয়ে 'বনৌকসঃ' 'বনবাসী' পদটির প্রয়োগ। এইরূপে পূর্ব প্রণাম থেকে এখানে বিশেষ বুঝতে হবে। [শ্রীধর 'গোপাংশ্চ নমস্যামি ইতি'] এই 'ইতি' শব্দের ধ্বনি, এতদূর পর্যন্তই আমার কৃত্য। জী°১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অথ দর্শনানন্তরমেব রথাৎ অবরূঢ়ঃ। সপদি অবরোহণসময় এব প্রধানয়োঃ শ্রেষ্ঠয়োঃ পুংসো রামকৃষ্ণয়োশ্চরণং যোগিভিরপি আত্মলাভায় কেবলং ধিয়ৈব ধৃতং সাক্ষাদহং নমস্যামি আভ্যাং সহিতান্ সখীংশ্চ নমস্যামি। বর্তমানসামীপ্যে লট্। ততো বনৌকসঃ সর্বান্ ব্রজ-বাসিনোঽপি। বি°১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অথ** - দর্শন করার পরেই সঙ্গে সঙ্গে রথাৎ **অবরূঢ়**—রথ থেকে নেমে এসেই **সপদি**— তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামকৃষ্ণের চরণে প্রণত হব। —যোগিগণ **স্বলব্ধয়ে**— জীবস্বরূপ সাক্ষাৎ কারের জন্য কেবল বুদ্ধি দ্বারাই ধারণ করেন ঐ চরণ, আমি সাক্ষাৎ ভাবেই

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ
শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্‌।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা
প্রোদ্বেজিতানাং **শরণৈষিণাং** নৃণাম্‌ ॥ ১৬ ॥

১৬। **অন্বয়ঃ** অপি (চ) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে (মম) শিরসি কালভুজঙ্গরংহসা (কালভুজঙ্গস্য বেগেন) প্রোদ্বেজিতানাং (ত্রাসিতানাং) শরণৈষিণাম (আশ্রয়াভিলাষিণাং) নৃণাং দত্তাভয়ং নিজহস্ত পঙ্কজং অধাস্যৎ।

১৬। **মূলানুবাদঃ** তখন শ্রীকৃষ্ণও কালসর্পের পশ্চাদ্ধাবনে উদ্বেগগ্রস্ত শরণাগত জীবমাত্রেরই অভয়প্রদ তাঁর হস্তকমল পদতলে পতিত আমার মস্তকে অর্পণ করবেন।

ধারণ করব ঐ চরণ। রামকৃষ্ণের সহিত বর্তমান সখাগণকেও প্রণাম করব। অতঃপর বনৌকসঃ—বনবাসী সকলকেই প্রণাম করব। বি°১৫ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অধুনা ভক্তিবিশেষোদয়েন নমস্কারেণাতৃপ্ত্যা করস্পর্শৈঃ মনোরথং করোতি—অপীতি দ্বাভ্যাম্‌; অপি প্রাকাশ্যে। অঙ্ঘ্র্যামূলে তলে, বিভুঃ প্রভুঃ, নিজং তাদৃশং তদীয়ং হস্তপঙ্কজম্‌; তাদৃশত্বমেব দর্শয়তি— দত্তেত্যাদিনা। যদ্যপি তৎপ্রিয়সখস্য কস্যচিদ্গোপস্য হস্তধারণেনাপি মম কৃতার্থতা স্যাদেব তথাপি নিজং কিং ধাস্যতীতি ভাবঃ। কাল এব ভুজঙ্গঃ, প্রাণিসংহারকত্বাৎ; অলক্ষ্যগমনহেতুসাধনত্বেহপি শীঘ্রগামিত্বাচ্চ। তস্য রংহসা অনুদ্রবণেনোদ্বেজিতানাম্‌ অতএব শরণৈষিণাং সতাং নৃণাং জীবমাত্রাণাম্‌। চতুর্থ্যাং ষষ্ঠী। তেভ্যো দত্তাভয়ম্‌। জী°১৬ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এখন ভক্তিবিশেষের উদয়ে নমস্কারে অতৃপ্তি হেতু করস্পর্শের জন্য অভিলাষ ব্যক্ত করছেন— 'অপীতি' দুইটি শ্লোকে। **অপি**—প্রাকাশ্যে। **অঙ্ঘ্রিমূলে**—পদতলে। **বিভুঃ**— প্রভু। **নিজহস্তপঙ্কজং**— 'নিজ' তাদৃশ তদীয় হস্তপঙ্কজ। সেই 'তাদৃশত্ব' কিরূপ তাই দেখান হচ্ছে, 'দত্তাভয়' ইত্যাদি দ্বারা। যদিও তার প্রিয়সখা কোনও গোপের হস্ত মস্তকে ধারণেই আমার কৃতার্থতা হয়েই যাবে, তথাপি তাঁর নিজের হস্তই কি ধরবেন না? এরূপ ভাব। **কালভুজঙ্গ**— কালরূপ সর্প— কারণ দুই-ই প্রাণিসংহারক এবং অলক্ষ্যগামী হওয়া হেতু দুইই কার্যসাধনে শীঘ্রগামী। তাই উপমা। এই কালসর্পের **রংহসা**— পশ্চাদ্ধাবনে উদ্বেগগ্রস্ত, অতএব শরণাগত এরূপ জীবমাত্রেরই অভয়দাতা ঐ হস্তপঙ্কজ। জী°১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ততশ্চ অপীতি। অধাস্যৎ ধাস্যতি। হস্তপঙ্কজং বিশিনষ্টি দত্তাভয়ম্‌। নৃণামিতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। বি°১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতঃপর 'চ' অর্থে অপি। আমার মস্তকে **অধাস্যৎ**—ধারণ করবেন, জীব মাত্রকেই অভয়দায়ী তাঁর হস্তপঙ্কজ। বি°১৬ ॥

সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিক
স্তথা বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্ ।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধাপানুদৎ ॥ ১৭ ॥

১৭। **অন্বয়** ঃ যত্র (হস্তপঙ্কজে) সমর্হণং (সম্যক্ অর্হতে পূজ্যতে যেন তৎ 'সমর্হণং'=দানসঙ্কল্প-উদকং) নিধায় কৌশিকঃ (পুরন্দরঃ) তথা বলিশ্চ জগত্রয়েন্দ্রতাং আপ, সৌগন্ধিকগন্ধি (সৌগন্ধিকস্য= মানসসরোবর-কমলস্য গন্ধ ইব গন্ধঃ যস্য তথাভূতং) যৎ (হস্তপঙ্কজং) বা বিহারে (রাসক্রীড়ানন্তর সঙ্গমে) ব্রজযোষিতাম্ শ্রমং স্পর্শেন অপানুদৎ (মার্জয়ামাস)।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ পুনরায় সেই করকমলের মহিমা বর্ণনমুখে নিজ মনোবাসনা দীপ্ত করে উঠাচ্ছেন—

যে হস্তপঙ্কজে পূজোপকরণ অর্পণ করে ইন্দ্র ও বলি ত্রিজগতের ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন, মানস-সরোবরস্থ কমলগন্ধি সেই করপঙ্কজ রাসক্রীড়ার পর সঙ্গমকালে ব্রজরমণীদের বিহারজনিত ঘর্মজল মার্জনা করেছিল স্পর্শদ্বারা।

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** পুনরপি তদেব হস্তপঙ্কজং বিশিংষন্ স্বমনোরথং প্রবলয়তি —সমর্হণমিতি। সম্যগর্হ্যতে পূজ্যতে যেন তৎ সমর্হণং দানসঙ্কল্পোদকং কৌশিকস্য তন্নিধানং শতক্রত্ব-ন্তরসময়ে জ্ঞেয়ম্. তৎকরাশ্রয়ত্বাদিন্দ্রপদস্য। বলিশ্চ জগত্রয়েন্দ্রতামাপেতি প্রথমত এব ফলস্যাপূর্ব-রূপত্বেনোদয়াৎ ; তথৈবোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যত্রাস্থ বিন্যস্য বলির্মনোজ্ঞা, নবাপ ভোগান্ বসুধাতলস্থঃ। তথামরত্বং ত্রিদশাধিপত্যং, মন্বন্তরং পূর্ণমপেতশক্রঃ॥' ইতি। অস্য নিষ্কামত্বন্তু তচ্ছিরসি শ্রীত্রিবিক্রম-চরণধারণাৎ; অনন্তরমেব জাতং, তথাপীশ্বরেচ্ছয়ৈব শ্রীপ্রহ্লাদবত্তদঙ্গীকারঃ। তদেবং পূর্ব্বার্দ্ধে তস্য বদান্যস্বভা-বত্বেন সকামভক্তেষু সর্বসমৃদ্ধিপ্রদত্বমুপলক্ষ্য পরমানন্দস্বরূপত্বেন স্বৈকনিষ্ঠেষু সর্বদুঃখ নিবর্ত্তকত্বমুপলক্ষয়তি— যদ্বেতি। বা-শব্দো বিতর্কে। কস্মাচ্চিদ্যৎ কিঞ্চিৎ শ্রুত্বা বিতর্কয়ামীত্যর্থঃ। যদেব হস্তপঙ্কজং সৌগন্ধিকেষু দিব্য পঙ্কজবিশেষেষু গন্ধো গুণলেশো যস্য তাদৃশং ব্রজযোষিতাং কোটিসংখ্যানাং বিহারে রাসাখ্য নৃত্যক্রীড়া বিশেষশ্রমং পুনঃ পুনরাবেশান্মূর্চ্ছাপর্য্যন্তং. কিংবা হোরিকারূপে শঙ্খচূড়োপদ্রবাদ্রাসেন মূর্চ্ছাময়ং স্পর্শেন তন্মাত্রেণ যুগপদপানুদদিত্যর্থঃ। ততঃ পূর্ববদত্রাপি শব্দ-স্বরসযোগাংশ এব চিন্তিতঃ। তত্র গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চেতি পক্ষদ্বয়ে যথা স্বামিভির্ব্যাখ্যাতম্, তদ্বদেব প্রায়স্তদ্বিধানামভিপ্রায় ইতি ॥ জী° ১৭ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ পুনরায় সেই করকমলেরই মহিমা বর্ণনমুখে নিজ মনোবাসনা উচ্ছলিত করে উঠাচ্ছেন,—'সমর্হণমিতি' — যারদ্বারা সম্যক্ পূজিত হন, সেই দান-সঙ্কল্প জল (পূজোপকরণ) —কৌশিক (ইন্দ্র) যে শ্রীকরকমলে জলদান করেছিলেন, তা তাঁর শতক্রতু (শত অশ্বমেধযজ্ঞকারী) হওয়ার পরবর্তীকালেই, এরূপ জানতে হবে, কারণ ইন্দ্রপদ শ্রীকৃষ্ণেরই

হস্তগত, তিনিই ইহা দিতে সমর্থ। বলিও জগত্রয়ের ইন্দ্রত্বলাভ করেছিলেন—প্রথম থেকেই ফলের অপূর্বরূপে উদয় হেতু। এইরূপই বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণের করে জলদান করে বলি ভূতলবাসী হয়েও মনোরম ভোগসমূহ পেয়েছিলেন। এবং শক্রশূণ্য হয়ে মন্বন্তর পর্যন্ত অমরত্ব ও ইন্দ্রত্বলাভ করেছিলেন।" বলির নিষ্কামভাব কিন্তু পরবর্তী সময়েই জাত হল, তাঁর মস্তকে শ্রীত্রিবিক্রম ভগবানের চরণধারণ হেতু। তথাপি ঈশ্বর-ইচ্ছাতেই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের মতো উহা অঙ্গীকার করলেন। এইরূপে প্রথম তুলাইনে কৃষ্ণের বদান্যস্বভাবে সর্বসমৃদ্ধিপ্রদত্ব বর্ণন করবার পর পরমানন্দস্বরূপ তাঁতে একনিষ্ঠ ভক্ত সম্বন্ধে সর্বদুঃখ-নিবর্তকত্ব বর্ণন করা হচ্ছে **যদ্বা** — [যৎ+বা] 'যৎ' হস্তপঙ্কজ। 'বা' শব্দ বিতর্কে। মথুরায় কোন কেউর কাছ থেকে কিঞ্চিত শুনে এরূপ বিচার করছি—[যদেব হস্ত পঙ্কজং স্পর্শেন শ্রমং অপানুদৎ] অর্থাৎ স্পর্শমাত্রে যে হস্তপঙ্কজ শ্রম দূর করেছে। 'সৌগন্ধিকেষু'—দিব্যপঙ্কজ বিশেষেরমধ্যে যার **গন্ধ**— গুণলেশ বর্তমান, তাদৃশ হস্তপঙ্কজ **স্পর্শ** অসংখ্য ব্রজযোষিতের সঙ্গে **বিহারে**—রাসাখ্য-নৃত্যক্রীড়া বিশেষে **শ্রমং**—পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা পর্যন্ত শ্রম দূরীভূত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। — কিম্বা অম্বিকাবনে শিবরাত্রি উৎসব দিনে হোলিখেলার সময়ে শঙ্খচূরের উপদ্রবে মূর্চ্ছাময় শ্রম **স্পর্শেন** হস্তপঙ্কজের স্পর্শমাত্রেই সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হয়েছে। অতঃপর বলবার কথা, পূর্বৎ এখানেও 'বিহারে ইত্যাদি' দু-লাইন অক্রূরের দ্বারা চিন্তিত হয়েছে তাঁর নিজ দাস্যরস-যোগ্য অংশেই। যেরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে স্বামিপদের দ্বারা 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ' ইত্যাদি — (১০।৩৩।৩৫) শ্লোকের টীকায় সেইরূপ চিন্তাধারাই অক্রূরদের মতো দাস্যরসের জনদের। জী° ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যত্র হস্তপঙ্কজে সম্যক্ অর্হ্যতে পূজ্যতে যেন তৎ সমর্হণং দান-সঙ্কল্পোদকং নিধায় কৌশিকঃ পুরন্দরঃ বলিশ্চ জগত্রয়েন্দ্রত্বং অবাপ। তচ্চ সার্বভৌমাবতারে পুরন্দরেণ বামনাবতারে বলিনা তস্য হস্তে উদকং দত্তম্। তত্র পুরন্দর ইন্দ্রত্বমাপ। বলিরাপ্যতীতি বোদ্ধব্যম্। যৎ হস্তপঙ্কজম্। বাশব্দো বিতর্কে। বিহারে রাসক্রীড়ানন্তরসংপ্রয়োগে। শ্রমং বিহারশ্রমোত্থপ্রস্বেদাম্বু অপানুদৎ মার্জ্জয়ামাস। যদুক্তম্—"তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা সন্তমেনাঙ্গপাণিনে"তি তেন তস্য পাদপঙ্কজং ব্রহ্মাদ্যর্চিতমপি যথা তাসাং কুচো চ্ছিষ্টকুঙ্কুমধারক-মুক্তং তথা হস্তপঙ্কজমপীন্দ্রাদ্যর্হিতং তাসাং শ্রমাম্বুমার্জ্জকমিত্যহো তাসাং পরমোৎকর্ষমাধুরীতি ধ্বনিঃ। হস্তপঙ্কজমপি কীদৃশম্? স্পর্শেন তাসাং মুখস্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধি। মানসসরোবরকমলং সৌগন্ধি-কমিতি পুরাণপ্রসিদ্ধম্। স্বগতোক্তত্বাৎ পূর্ববদত্রাপি ন রসাভাসঃ বি° ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যত্র—কৃষ্ণের হস্তপঙ্কজে। **সমর্হণং**— [সম্+অর্হণং] সম্যক্ প্রকারে পূজিত হন যার দ্বারা, সেই 'দানসঙ্কল্প উদক' অর্পণ করত **কৌশিকঃ**-পুরন্দর ও বলি জগত্রয়ের ইন্দ্রত্বলাভ করেছিলেন। সার্বভৌম অবতারে পুরন্দর ও বামন অবতারে বলি শ্রীভগবানের

ন ময়্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ
কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষ্যামলেন চক্ষুষা ॥ ১৮ ॥

১৮। **অন্বয়ঃ** অপি (যদ্যপি) [অহং কংসেন] প্রহিতঃ (প্রেরিতঃ অতঃ) কংসস্য দূতঃ [তথাপি] অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ময়ি অরিবুদ্ধিং ন উপৈষ্যতি (করিষ্যতি) [যত অসৌ] বিশ্বদৃক্ যঃ চেতসঃ অন্তর্বহি (বর্ততে সঃ) ক্ষেত্রজ্ঞ (অন্তর্যামী) অমলেন চক্ষুষা (নিত্যজ্ঞানেন) এতৎ ঈহিতং (সর্বাচরণম্) ঈক্ষতে (পশ্যতি)। অয়ংভাবঃ—বহিরেবাহং কংসং অনুবর্ত্তে। অন্তস্তু কৃষ্ণমেব তদেতদসৌ হৃদিস্থ জানাতীতি।

১৮। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর আর্তস্বভাবে অক্রূরের যে চিন্তা ও বুদ্ধির উদয় হল, তাই বলা হচ্ছে—

যদিও আমি কংস প্রেরিত হওয়া হেতু কংসের দূত তথাপি বিশ্বদর্শী অলুপ্ত জ্ঞান-ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি শত্রুবুদ্ধি করবেন না। কারণ তিনি আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে ও বহিস্থলে বর্তমান থেকে অন্তর্যামিরূপে নিত্যজ্ঞানে আমার সমস্ত আচরণ প্রত্যক্ষ করছেন।

হস্তে সেই জল দিয়েছিলেন। পুরন্দর ইন্দ্রত্বলাভ করেছিল, আর বলি ভবিষ্যতে পাওয়ার কথা পেয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে।

যদ্বা—[যৎ+বা] 'যৎ' হস্তপঙ্কজ। 'বা' শব্দ বিতর্কে। **বিহারে**—রাসক্রীড়ার পরে কুঞ্জে মিলনকালে। **শ্রমং**—বিহার-শ্রমোত্থ ঘর্মবিন্দু মার্জনা করেছিলেন তাঁর হস্তস্পর্শে। ইহা পূর্বে বলা হয়েছে, যথা—"হে অঙ্গ, পরদুঃখ অসহিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ সুরত-বিহারে পরিশ্রান্তা সেই ব্রজযোষিতদের ঘামে ভেজা মুখমণ্ডল তাঁর সুখময় হাতে প্রেমভরে মুছিয়ে উজ্জ্বল করে দিলেন।" —(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।২০)। তাই কৃষ্ণের পাদপঙ্কজ ব্রহ্মাদি দ্বারা অর্চিত হয়েও যথা ব্রজগোপীদের কুচোচ্ছিষ্ট কুঙ্কুমধারক হয়ে থাকে; এরূপ উক্ত আছে, তথা হস্তপঙ্কজও ইন্দ্রাদিদ্বারা অর্চিত হয়েও গোপীদের শ্রমজল মার্জক হয় থাকে। —অহো ব্রজগোপীদের পরমোৎকর্ষ মাধুরী, এরূপ ধ্বনি। কিরূপ হস্ত-পঙ্কজ? স্পর্শেন—গোপীদের মুখস্পর্শে সৌগন্ধিকগন্ধি—সৌগন্ধিক কমলের গন্ধবিশিষ্ট হয়ে যায়—মানসসরোবরের কমলের নাম 'সৌগন্ধিক,' পুরাণে প্রসিদ্ধি আছে। অক্রূর দাস্যরসের ভক্ত হলেও স্বগত উক্তি হওয়া হেতু ইহা রসাভাস হল না। বিঃ ১৭॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথার্ত্তস্বভাবেন চিন্তামতিভ্যামাহ—ন ময়ীতি অচ্যুতঃ অলুপ্তজ্ঞানৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ, অতএব বিশ্বদৃক্॥ জী°১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অতঃপর আর্তস্বভাবে অক্রূরের যে চিন্তা ও বুদ্ধির

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলেঽবহিতং কৃতাঞ্জলিং
মামীক্ষিতা সস্মিতমার্দ্রয়া দৃশা।
সপদ্যপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষো
বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক উজ্জিতাম্ ॥১৯॥

১৯। **অন্বয়ঃ** অপি (কিং) অঙ্ঘ্রিমূলে অবহিতং (প্রণম্য সংযতস্তং) কৃতাঞ্জলিং মাং সস্মিত আর্দ্রয়া দৃশা (কৃপামৃতেন আর্দ্রনেত্রেন ঈক্ষিতা (দ্রক্ষ্যতি, তর্হি) সপদি (তৎক্ষণাদেব) অপধ্বস্ত-সমস্তকিল্বিষঃ বীতবিশঙ্কঃ [সন্ অহং] উর্জ্জিতাং মুদং বোঢ়া (প্রাপ্স্যামি)।

১৯। **মূলানুবাদঃ** কাজেই কৃতাঞ্জলিপুটে চরণতলে অবস্থিত আমাকে শ্রীকৃষ্ণ মন্দহাস্যোজ্জ্বল কৃপার্দ্র নয়নে চেয়ে দেখবেন নিশ্চয়ই। আমি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও ভয়রহিত হয়ে যাব। উচ্ছলিত আনন্দ লাভ করব।

উদয় হল, তাই বলা হচ্ছে, ন ময়ি ইতি। **অচ্যুত**—অলুপ্তজ্ঞান-ঐশ্বর্য্য। অতএব বিশ্বদৃক্ ॥জী°১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তদপি স্বস্মিন্ননুগ্রহাসম্ভমমাশঙ্ক্য পরিহরতি—নেতি। যদ্যপ্যহং কংসস্য দূতঃ প্রহিতস্তেন প্রেষিতোঽপি ভবামি অরিবুদ্ধিং অরেরয়মিতি ভাবনাং ন উপেষ্যতি ন করিষ্যতীত্যর্থঃ। যতো বিশ্বদৃক্ চেতসোঽন্তর্বহির্বর্তমান এতদীহিতং এতস্য সর্বজগতোঽপীহিতং ঈক্ষতে।বি°১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তা হলেও নিজের প্রতি অনুগ্রহ অসম্ভব আশঙ্কা করে, উহা পরিহার করা হচ্ছে—ন ইতি। যদিও আমি কংসের দূত, প্রহিত—তাহারই প্রেরিত—তথাপি 'এ আমার অরি' কৃষ্ণ ঐরূপ ভাবনা **ন উপেষ্যতি**—করবেন না। কারণ তিনি বিশ্বদৃক্—চিত্তের অন্তর বাইরে বর্তমান থেকে সর্বদ্রষ্টা। **এতদীহিতং**—শুধু আমার এই আচরণ নয়, সর্বজগতেরও আচরণ প্রত্যক্ষ করছেন। বিঃ ১৮॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** কিল্বিষং কংসসেবাদিলক্ষণ', বীতা অপগতা বিবিধা শঙ্কা যস্য তথাভূতঃ সন্। অন্যত্তৈঃ। যত্র যদীতি নিশ্চয়ে। 'ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি' (শ্রীভা ১১।৪।১০) ইতিবৎ। যদ্বা, তদেবং নিশ্চিত্যাতৃপ্তি-স্বভাবেন মনোরথান্তরং করোতি—অপীতি ॥জী°১৯

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** কিল্বিষং—পাপ. কংস-সেবাদি লক্ষণ। **বীতবিশঙ্ক**—বিবিধ শঙ্কাশূণ্য হয়ে। **অপি**—[শ্রীধর 'অপি' শব্দে 'যদি'] শ্রীধরের এই 'যদি'র অর্থ 'নিশ্চয়'। যথা "ধত্তেপদং ত্বমবিতা 'যদি' বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি"—(শ্রীভা° ১১।৪।১০)—এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় 'যদি বেদা প্রমাণং স্যাৎ' বাক্যের প্রমাণে 'যদি' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়' করা হয়েছে। অথবা, সর্বদর্শী কৃষ্ণ আমাকে শত্রুভাবনা করবেন না, এরূপ নিশ্চয় করে অতৃপ্তি-স্বভাবে অন্য মনোভিলাষ ব্যক্ত করছেন অপি ইতি। জীঃ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অপি কিং অঙ্ঘ্রিমূলে অবহিতং প্রণম্য সংযতস্তং মাং কৃপা-

সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং
দোর্ভ্যাং বৃহদ্ভ্যাং পরিরম্ভ্যতেঽথ মাম্।
আত্মা হি তীর্থীক্রিয়তে তাদৃব মে
বন্ধশ্চ কর্মাত্মক উচ্ছ্বসিত্যতঃ ॥২০॥

২০। **অন্বয়** ঃ অথ (অনন্তরং) [স যদি] সুহৃত্তমং জ্ঞাতিং অনন্যদৈবতং (ঐকান্তিক দাস্যবন্তং মাং বৃহদ্ভ্যাং দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) পরিরম্ভ্যতে (আলিঙ্গষ্যতি) হি (নিশ্চয়ঃ) অতঃ কর্মাত্মকঃ বন্ধঃ চ উচ্ছ্বসিতি (শ্লথো ভবিষ্যতি)।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ উহাতেও অতৃপ্তি হেতু অন্য অভিলাষ ব্যক্ত করছেন—

অনন্তর তিনি যদি পরমমিত্র, জ্ঞাতি, ঐকান্তিক দাস আমাকে তাঁর বিশাল বাহুযুগলে আলিঙ্গন করেন, তা হলে তখনই নিশ্চয় আমার দেহ পবিত্র হয়ে যাবে। সুতরাং প্রারব্ধ কর্মময়-বন্ধনও শিথিল হয়ে যাবে।

মৃতেনার্দ্রয়া দৃশা ঈক্ষিতা ঈক্ষিষ্যতে সপদি তৎক্ষণাদেব উর্জিতাং মুদং বোঢ়া প্রাপ্স্যামি তদৈব বীত-বিশঙ্কশ্চ মদন্তঃকরণ প্রভুর্জানাতি স্মেতি নিশ্চেষ্যামীত্যর্থঃ। বিঃ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অপি**—প্রশ্নে (কি?) অঙ্ঘ্রিমূলে **অবস্থিতং**—প্রণাম করত নিবৃত্ত **মাং**—আমাকে। **আর্দ্রয়া**—কৃপামৃতের দ্বারা সিক্ত দৃশা—নয়নে **ঈক্ষিতা**—দর্শন করবেন। **সপদি** - তৎক্ষণাৎ-ই **উর্জিতাং মুদং**—উচ্ছলিত আনন্দ। **বোঢ়া**—লাভ করব, তখনই **বীতবিশঙ্ক** — ভয়রহিত হব, এই কথার ধ্বনি — আমার অন্তকরণ প্রভু জানেন, এরূপ নিশ্চয় করব ॥বি°১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তেনাপ্যতৃপ্ত্যা মনোরথান্তরং করোতি—সুহৃত্তমমিতি, সুহৃত্তমং পরমমিত্রং শ্রীবসুদেবাদি-হিতকারিত্বাৎ। বৃহদ্ভ্যামিতি—গাঢ়ালিঙ্গনমভিপ্রেতং, হি নিশ্চিতম্, অতীর্থমপি তীর্থং ক্রিয়তে, তৎপরিরম্ভণেনেতি শেষঃ ইতি দৈন্যোক্তিঃ। এবকারেণান্যনৈরপেক্ষ্যমুক্তং, কর্ম প্রারব্ধ-লক্ষণং, তন্ময়ো বন্ধো বন্ধনম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র আত্মা দেহ ইত্যেব লিখনং যুক্তম্। অসাবিতি মূলপাঠাভাবাৎ। অথবা পরেষামপি পাবনত্বাত্তীর্থীক্রিয়তে, ন কেবলমেতাবদপি ততো দেহাদ্ধেতোরস্য বীক্ষণাদিনা তেষাং কর্মাত্মকবন্ধশ্চোচ্ছ্বসিতি। জীঃ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ ১৯ শ্লোকের অভিলাষেও অতৃপ্তি হেতু অন্য অভিলাষ ব্যক্ত করছেন, **সুহৃত্তমং** — পরমমিত্র, শ্রীবসুদেবাদির হিতকারী হওয়া হেতু। **বৃহদ্ভ্যাং দোর্ভ্যাং**—বিশাল বাহুতে, এই 'বিশাল' শব্দ গাঢ় আলিঙ্গন অভিপ্রায়ে। **হি** — নিশ্চয়ার্থে এই পরিরম্ভণ অতীর্থ আমাকে তীর্থ করে দিবে। — ইহা দৈন্যোক্তি। **তদৈব**—তখনই, এই 'এব' কারে অন্যকিছুর অপেক্ষাও নিরস্ত হল। **কর্মাত্মক বন্ধঃ** প্রারব্ধ কর্মময় বন্ধন। শ্রীধর টীকায়

লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং
মাং বক্ষ্যতেঽক্রূর তাতেত্যুরুশ্রবাঃ।
তদা বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা
নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ ॥২১॥

২১। **অন্বয়ঃ** উরুশ্রবা (মহৎকীর্তি যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং মাং [হে] অক্রূর! [হে] তাতঃ ইতি (চ) বক্ষ্যতে (সম্বোধয়তি) তদা বয়ং জন্মভৃতঃ (সফল জন্মানঃ ভবিষ্যামঃ), যঃ জনঃ মহীয়সা (শ্রীভগবতা) ন এব আদৃতঃ অমুষ্য [জনস্য] তৎ জন্ম ধিক্।

২১। **মূলানুবাদঃ** পুনরায় অন্য অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন—

মহাকীর্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অঙ্গসঙ্গপ্রাপ্ত, তজ্জাত হর্ষে প্রণত, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ আমাকে "হেঅক্রূর! হে তাত!" এরূপ সম্বোধন করবেন, তখন আমি সফলজন্মা হব। যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্ কর্তৃক সম্ভাষণাদিদ্বারা আদৃত না-হয় তার সেই জন্মে ধিক্।

'আত্মা' শব্দের অর্থ 'দেহ' করা ঠিকই হয়েছে। অথবা, অন্যেরও পাবন হওয়া হেতু আমার 'দেহ' তীর্থস্বরূপ হয়ে যাবে। এইটুকুই কেবল নয়, অতঃপর যেহেতু এই দেহ তীর্থস্বরূপ তাই এর ঈক্ষণাদির দ্বারা ঐ অন্য সকলের কর্মবন্ধও শিথিল হয়ে যাবে॥ জী° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পরিরপ্স্যতে আলিঙ্গিষ্যতি। তত্র হেতুঃ—সুহৃত্তমম্ ন কেবলং সৌহার্দাতিশয় এব, কিন্তু জ্ঞাতিং জ্ঞাতিত্বেঽপি সতানন্যদৈবতং ঐকান্তিকদাসাবস্তুম্। ততশ্চ তেন মে আত্মা অয়ং দেহঃ তীর্থীক্রিয়তে তীর্থং করিষ্যতে দেহঃ পুতো ভূত্বাঽন্যেষামপি পাবনো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অতস্তৎপরিরম্ভাদেব হেতোর্বন্ধশ্চ উচ্ছ্বসিতি উদগ্রথিতো ভবিষ্যতীতার্থঃ॥ বিঃ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবাদঃ পরিরপ্স্যতে**— আলিঙ্গন করবেন। এ বিষয়ে হেতু— **সুহৃত্তমম্**—বান্ধবশ্রেষ্ঠ। কেবল যে সৌহার্দ-অতিশয়, তাই নয়। কিন্তু **জ্ঞাতিং**—জ্ঞাতি। এরূপ সম্বন্ধের মধ্যেই **অনন্য দৈবতং**—আমি তাঁতে ঐকান্তিক দাস্যভাব বিশিষ্ট। অতঃপর, সেই আলিঙ্গন-দ্বারা **মে আত্মা**—আমার এই দেহ তীর্থে পরিণত হয়ে যাবে। আমার এই দেহ পবিত্র হয়ে অন্যেরও পাবন হবে। অতএব সেই আলিঙ্গনের দ্বারাই বন্ধনও **উচ্ছ্বসিতি**—শিথিল হয়ে যাবে। বি°২০॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** পুনরপ্যতৃপ্ত্যা মনোরথান্তরং করোতি—লব্ধেতি। প্রণতমিতি—অঙ্গসঙ্গলব্ধ্বা হর্ষেণ পুনঃ কৃতপ্রণামমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, কৃতাঞ্জলিং তদৈদ্ধ্রস্বত্বং প্রেমবৈক্লব্যেন বক্ষ্যতে, যদা কিমিতি তথা বক্ষ্যতি, পরমকৃপালুত্বাদিত্যাহ—উরু মহৎ শ্রবঃ কীর্তির্নিরুপাধিকৃপাকরত্বাদি লক্ষণা যস্য সঃ। তদা বয়ং জন্মভৃত ইত্যনেনাস্য মনোরথস্য সর্বতো মহত্ত্বমভিপ্রেতং, প্রেমভাষণেনৈব পরমানন্দসিদ্ধেঃ। এবং কৃতানান্ত মনোরথানামুত্তরোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যং দ্রষ্টব্যম্; মহীয়সা শ্রীভগবতানাদৃতঃ সম্ভাষণাদিনা ন সম্মানিতঃ। এব কারেণ কদাচিৎ সুখং, কদাপ্যাদরেণ সফলজন্মতা সূচ্যতে।

অমুষ্যেতি— পরোক্ষোক্তিস্তাদৃশস্য তদ্দূরবর্ত্তিত্বাভিপ্রায়েণ তন্মহত্তমানাদৃতং অমুষ্যেত্যুক্তেঽপি তদিত্যুক্তিরনাদরদার্ঢ্য বোধনার্থা। যদ্বা, পরমাপকৃষ্টত্বেনানির্বচনীয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা, সাজাত্যাদিনোৎকৃষ্টমপি। অন্যত্তৈঃ। তত্র জন্তোরিতি মহত্তমানাদৃততয়া অশেষগুণহীনতাভিপ্রায়েণেতি। অথবা মহীয়সা কৃপাদিগুণমহত্তমেন তৎসেবকেন কেনচিদপি, কিং পুনস্তেন সর্ব্বকৃপালুগুণমূর্ধন্যমণিনেত্যর্থঃ অন্যৎ সমানম্ ॥ জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পুনরায় অতৃপ্তিতে অন্য অভিলাষ ব্যক্ত করছেন, লব্ধা ইতি। **প্রণতম্**—অঙ্গসঙ্গ থেকে জাত হর্ষে পুনরায় চরণতলে পতিত। আরও **কৃতাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলিবদ্ধ **মাং**– আমাকে। **তত**—প্রেমবৈক্লব্যে 'তাত' স্থানে আধ আধ করে সম্বোধন করলেন 'তত'। যখন 'হে অক্রূর, হে তত' বলে সম্বোধন করবেন, **তদা**—তখন **বয়ংজন্মভৃতঃ**—আমি সফলজন্মা হব। পরমকৃপালু বলে কৃষ্ণকে বলা হল, **উরুশ্রবাঃ**—'উরু' মহৎ 'শ্রবঃ' নিরুপাধি কৃপাবানাদি কীর্তিমান্। —এই কথায় অক্রূরের অভিলাষের সর্বতো মহত্ত্বম অভিপ্রেত। —প্রেমভাষণেই পরমানন্দ সিদ্ধি হেতু। এইরূপে অক্রূর কৃত অভিলাষসমূহের পর পর শ্রেষ্ঠতা দ্রষ্টব্য। **মহীয়সা**—শ্রীভগবানের দ্বারা **অনাদৃত**—যে জন সম্ভাষণাদিদ্বারা সম্মানিত না হয় (তার জন্ম নিষ্ফল)। 'এব' কারের দ্বারা সূচিত হচ্ছে, আদৃত না হলে কদাচিৎ (অর্থাৎ কোনও কালে হয়ত সফল হতেও পারে, কিন্তু বিরল, আর আদৃত হলে কদাপি (কখনও নিশ্চয়ই জন্ম সফল হবে)। কৃষ্ণের সম্ভাষণাদিদ্বারা যে ব্যক্তি আদৃত না হয় 'উহার' 'সেই' জন্মে ধিক্। **অমুষ্য**—উহার। 'ইহার' না বলে 'উহার' বলায় পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ উক্তি হল, তাদৃশজনের কৃষ্ণ থেকে দূরে অবস্থিতি অভিপ্রায়ে। সেই মহৎশিরোমণি দ্বারা অনাদৃত 'উহার' এরূপ বলা সত্বেও **তৎ**—'সেই জন্ম'—পুনরায় পরোক্ষ উক্তি অনাদরের দৃঢ়তা বুঝাবার জন্য। অথবা, সেই অনাদৃত জন পরমতুচ্ছ হওয়ায় ব্যক্ত করা যায় না। অথবা, একই জাতী প্রভৃতি হেতু উৎকৃষ্ট হলেও নিষ্ফল জন্মা। [শ্রীধর –তস্য জন্তোস্তজ্জন্ম ধিক্] টীকায় 'জন্তু' শব্দ ব্যবহারের অভিপ্রায়, মহৎশিরোমণি কৃষ্ণের অনাদর হেতু সেইজন অশেষ গুণহীন। অথবা, **মহীয়সা**—কৃপাদিগুণ-মহত্তম কোনও সেবকের দ্বারা যদি আদৃত না হয় তবেই জন্ম বিফল, পুনরায় সেই সর্বকৃপালুগুণ শিরোমণি তাঁর দ্বারা অনাদৃত না হলে যে জীবন বিফল হবে, এতে আর বলবার কি আছে? । জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদেতি। হে তাত, ইতি তদা জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ। অন্যথা জন্মনো বৈয়র্থ্যমিত্যাহ.—মহীয়সা মহত্তরলোকেন ॥ বি° ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হে তাত! বলে যখন ডাকবেন তখনই **জন্মভৃতঃ**—সফল জন্মা হব। অন্যথা জন্ম বিফল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **মহীয়সা**– নিজের থেকে মহৎ লোকের দ্বারা যে আদৃত না হয় তার জন্ম বিফল। বি° ২১ ॥

ন তস্য কশ্চিদয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥২২॥

২২। অন্বয়ঃ তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সুহৃত্তমঃ কশ্চিৎ ন [ভবতি তথা] অপ্রিয়ঃ দ্বেষ্যঃ (দ্বেষযোগ্যঃ) উপেক্ষ্য (উপেক্ষাযোগ্যঃ) এব বা (কশ্চিৎ) ন চ [ভবতি] তথাপি সুরদ্রুমঃ (কল্পবৃক্ষঃ) যদ্বৎ (যথা) উপাশ্রিতঃ (আরাধিত সন্) অর্থদঃ (যাচকানামর্থপ্রদঃ ভবতি) তথা [সঃ অপি], যথা (যে যাদৃশাঃ ভক্তাঃ তান্) ভক্তান্ তথা ভজতে।

২২। মূলানুবাদঃ সুহৃদাদির সহিত আলিঙ্গন সম্ভাষণাদি তো জীবধর্ম — ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা কি করে সামঞ্জস্য করা যায়, এরই উত্তরে—

যদিও সকলের প্রতি সমদর্শী কৃষ্ণের কেউ প্রিয় বা সুহৃত্তম নেই এবং কোনও অপ্রিয়-দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্যও নেই, তথাপি কল্পবৃক্ষ আরাধিত হলে যেমন বাঞ্ছানুরূপ বরদান করে থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণ তাঁকে যেভাবে ভজন করেন, তিনিও তাদিগে সেইরূপ আবির্ভাবাদিতেই ভজন করেন।

২২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ ন তস্যেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কথমীশ্বর ইত্যাপ্ত-কামত্বাদিনা প্রিয়াদ্যভাবাদিতি ভাবঃ। প্রিয়ঃ স্বগুণেন প্রীতিবিষয়ঃ, তদ্বিপরীতঃ স্বদোষেণাপ্রীতি-বিষয়ঃ। পরগুণদোষয়োরাবেশাভাবাত্তৌ দ্বৌ ন হিত উপকারতঃ প্রত্যুপকার-বিষয়ঃ। তদ্বিপরীত-স্তুপকারতো দ্বেষবিষয়ঃ। তস্মিন্নপকারাদি-নিমিত্তাসম্ভবাত্তৌ চ ন সর্বস্য তদেকাত্মকত্বাৎ উপেক্ষ্যোঽপি ন ইতি, সত্যমিতি নঞদ্বয়ান্বয়ায়োহ্যম্। মূলে চকারঃ সুহৃত্তমাদিত্রয়েঽপ্যন্বিতঃ, পুনর্নকারঃ পূর্ব-নিষিদ্ধবিরোধিত্বাৎ প্রাপ্তস্য প্রিয়াদি-ত্রয়স্য নিষেধনির্দ্ধারণার্থঃ। এবকারস্তু ভক্তাদিত্যনেনান্বিতঃ। ভক্তেভ্য এবেতি ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ অত্রানুপযুক্তত্বাচ্চ। বাশব্দস্তদ্‌গুণদ্বয় - ব্যতিরিক্তস্যোপেক্ষস্যাপি সমুচ্চয়ে। তথাহি তস্য কশ্চিদেকোঽপি দয়িতঃ সুহৃত্তমশ্চ ন, নৈবাপ্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ উপেক্ষ্যো নাম যঃ স চ নেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং প্রীত্যাদিবিষয়ো ন, তথাপি ভক্তানেব ভজতে। যদ্যপি চাপ্রীত্যাদিবিষয়ো ন, তথাপ্যভক্তান্ন ভজত ইত্যর্থঃ। তত্র চ যথা যাদৃশভাবনাদিনা যে ভক্তাস্তাংস্তথা তাদৃশ-প্রাদুর্ভাবাদিনেতি বশতাপ্রাপ্তিরপ্যভিপ্রেতা; তদুক্তং শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেন— 'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥' (শ্রীভা ৯।৪।৬৩) ইতি। ভক্তিসম্বন্ধেনৈবেতি কৃপোদয়ো ভবতি, কৃপয়া চ বশীভূয় সুহৃত্তমমিত্যাদিপূর্ব্বোক্তসুহৃত্তমত্ব - জ্ঞাতিত্ব - পরিরম্ভিত্বাদিকমপি প্রাপ্নোতি—'ন ময্যুপৈষ্যতি' ইত্যাদিপূর্ব্বোক্ত-ভক্তবিদ্বেষিদ্বেষ্টৃত্বমপীতি সিদ্ধান্তঃ। তথোক্তং শ্রীভগবদ গীতাস্বেব (৯।২৯) — 'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং

ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥' ইতি। তত্রত্যং 'ময়ি তে' ইত্যাদিকং শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেন বিবৃতম্—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥' (শ্রীভা ৯।৪।৬৮) ইতি ঈশ্বরস্য সতো ভক্তকৃপাসম্ভাবাভাবে তু দোষঃ পূর্ব্বমেব দর্শিতঃ। এবমেব চ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে পরিহৃতে স্যাতাম্। প্রাকৃতগুণদোষৈস্তচ্চিত্তাস্পর্শাৎ ভক্ত্যা তত্তৎস্পর্শাদিতি বিশেষ-বিচারস্তু শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য পরমাত্মসন্দর্ভে জ্ঞেয়ঃ। দৃষ্টান্তোঽপি তথা 'তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাস্তস্মাৎ শৃণ্বন্তি পাদপাঃ' ইতি ভারতীয়-ন্যায়েন কল্পবৃক্ষে তু দেবত্বাংশসদ্ভাবেন, সুতরাং সজ্ঞানত্বে বুদ্ধিপূর্বক-প্রবৃত্তেঃ, অবুদ্ধিপূর্বকত্বে তু পূর্বপ্রকরণপ্রাপ্ত-পরিষঙ্গাদিদ্বারকতৎকৃপালুতাভিপ্রায়াসিদ্ধিঃ স্যাৎ, কল্পবৃক্ষেণাপি তৎকৃপৈক-প্রার্থকেভ্যস্তদ্বরোঽপি দেয় ইতি সর্বং সমঞ্জসম্॥ জী°২২॥

২২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ [শ্রীধর-পূর্বপক্ষঃ সুহৃদাদির সহিত আলিঙ্গন সম্ভাষণাদি তো জীবধর্ম, 'কথমীশ্বর ইতি' ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা কি করে সামঞ্জস্য করা যায়? এরই উত্তরে—ন তস্য।] এই টীকায় 'কথমীশ্বর ইতি' কথার ভাব, সিদ্ধমনোরথাদি হেতু কৃষ্ণের প্রিয়-দ্বেষ্য-উপেক্ষ্য কেউ নয়। প্রিয়ঃ—কেউ স্বগুণে প্রীতিরবিষয়, এর বিপরীত স্বদোষে কেউ অপ্রীতির-বিষয়। পরের গুণ-দোষে আবেশ রহিত হওয়ায় ঐ প্রীতি-অপ্রীতির বিষয় দুইজন কৃষ্ণের—আনুকূল্য করলেও তাঁর প্রত্যুপকার বিষয় হয় না। কৃষ্ণেতে অপকারাদি উদ্দেশ্য অসম্ভব হওয়া হেতু ঐ প্রীতি-অপ্রীতির বিষয় দুইজন কৃষ্ণের উপেক্ষ্যও নয়, তদেকাত্মক হওয়া হেতু। ইহা সত্য। শ্লোকের 'ন' দুটি অন্বয়ের জন্য প্রয়োজন মতো যথাস্থানে এনে বসানো হয়েছে। মূলের 'চ' কার সুহৃত্তমো-প্রিয়ো-দ্বেষ্য এই তিন স্থানে অন্বিত। পূর্ব নিষেধরূপ বিরোধিতা হেতু প্রাপ্ত প্রিয়াদি-ত্রয়ের নিষেধ-নিবারণের জন্য পুনরায় 'ন' কার। 'এব'কার কিন্তু 'ভক্তান্' পদের সহিত অন্বিত। 'বা' এই শব্দটি গুণদ্বয়-ব্যতিরিক্ত 'উপেক্ষারও' সমুচ্চয়ে।

উক্তার্থের অনুসরণে—কৃষ্ণের কোনও একটিও দয়িত নেই সুহৃত্তমও নেই। অপ্রিয়ও কেউ নেই, দ্বেষ্যও কেউ নেই, উপেক্ষ্য বলতে যা বুঝায়, তাও কেউ নেই। যদিও এইরূপ প্রীত্যাদি-বিষয় নেই, তথাপি ভক্তদিগকে কৃষ্ণ ভজন করে থাকেন। এ বিষয়ে আরও বলবার কথা, যে ভক্ত যেরূপ ভাবনায় ভজন করেন তাকে সেইরূপ আবির্ভাবাদি দ্বারাই ভজন করেন কৃষ্ণ, ভক্তের বশ্যতা প্রাপ্তিও তাঁর অভিপ্রেত। এ বিষয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের উক্তি—"হে দ্বিজ হে মুনে! আমি ভক্ত-পরাধীন। আমি স্বেচ্ছাতেই ভক্তপরতন্ত্রী।" উত্তম ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করেছে। ভক্তের পাল্যজন সকলও আমার প্রিয়।" —(শ্রীভা° ৯।৪।৬৩)। ভক্তিসম্বন্ধেই কৃপার উদয় হয়। কৃপায় বশীভূত হয়ে সুহৃত্তমত্ব, জ্ঞাতিত্ব, পরিরম্ভিত্বাদি স্বীকার করেন, যা পূর্বের ২০ শ্লোকে উক্ত হয়েছে। পূর্বের ১৮ শ্লোকোক্ত 'ন ময্যুপয়্যতি' অর্থাৎ আমাতে শত্রুবুদ্ধি করবেন না'—এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে, ভক্তবিদ্বেষীকে দ্বেষকারীও হন, এরূপ সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাতেও (৯।২৯) একপই উক্ত আছে, যথা—"সর্বভূতে আমি সম, আমার দ্বেষ্যও নেই প্রিয়ও নেই। কিন্তু

আমাকে প্রেমভক্তিতে ভজে যাঁরা, তাঁরা আমাতে ও আমি তাঁদিগেতে থাকি—তাঁদের যোগ-ক্ষেম বহন করি।" গীতার 'ময়িতে' অর্থাৎ 'তারা আমাতে' এই কথাটা শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের মুখে বিবৃত হয়েছে, যথা কৃষ্ণোক্তি—"সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানে না, আমিও তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে জানি না।"—(শ্রীভা° ৯।৪।৬৮)। ঈশ্বরের স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তের প্রতি কৃপা-বিদ্যমানতার অভাবে যে দোষ হয়, তা পূর্বেই দেখান হয়েছে। আরও এইরূপেই বৈষম্য-নির্দয়তা পরিহার করা হল। প্রাকৃত গুণদোষের সহিত তাঁর চিত্তের স্পর্শ হয় না। ভক্তির সহিতই স্পর্শ হয়। এ বিষয়ে বিশেষ বিচার শ্রীভাগবতসন্দর্ভের পরমাত্মসন্দর্ভে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের উপমান কল্পবৃক্ষে দেবত্বের আংশিক প্রকাশ আছে; সুতরাং জ্ঞান থাকায় দানে উহার বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবৃত্তি। অবুদ্ধিপূর্বক হলে কিন্তু আলিঙ্গনাদির উপায় সেই কৃপালুতা অভিপ্রায় সিদ্ধ হত না। কল্পবৃক্ষ তৎকৃপৈক প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বরই দিয়ে থাকেন, এইরূপে সবকিছু সামঞ্জস্য-পূর্ণ হল। জী° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নন্থ তস্য পরমেশ্বরত্বাৎ সর্বত্র সাম্যমেব সম্ভবেৎ। এবঞ্চ ত্বং স্বস্মিন্ তৎ সুহৃত্তমত্বাদিকং কিং সম্ভাবয়সীতি তত্রাহ,—ন তস্যেতি। তথাপি ভক্তান্ ভজত ইতি। "সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহ"মিতি তদুক্তেঃ। তত্রাপি যথা তথেতি। যে যথা ভক্তাস্তাংস্তথা ভজতে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ'মিতি তদ্বচনাৎ। যদ্বৎ সুরদ্রুম ইতি আশ্রয়ণতারতম্যেন ফলদানতারতম্যম্। অনাশ্রিতেভ্যঃ ফলাপ্রদানাঞ্চ তদপি সুরদ্রুমস্য যথা ন বৈষম্যং তথা তস্য ভগবতোঽপি। কিঞ্চ, সুরদ্রুমস্যাশ্রিতাধীনত্বং তথা নাস্তি যথা ভগবতো ভক্তাধীনত্বং অতো ভক্তিসম্বন্ধেন তস্য সৌহার্দ-দ্বেষোপেক্ষা অপি দৃষ্টা এব যথাম্বরীষাদৌ সৌহার্দং তদ্দ্বেষ্টুর্দুর্বাসঃ প্রভৃতৌ দ্বেষোপেক্ষে চ দৃষ্টে এবেতি॥ বি° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ ঃ পরমেশ্বর বলে কৃষ্ণের সর্বত্র সাম্যই সম্ভব। তিনি নিজেতে সেই সুহৃত্তমত্বাদি সম্ভাবিত করবেন কি? এরই উত্তরে, ন তস্য ইতি। যদিও কৃষ্ণের দয়িত-সুহৃত্তম-প্রিয়-দ্বেষ্য কেউ নেই; তথাপি তিনি ভক্তদের ভজন করেন। —"আমি সর্বভূতে সম। আমার কেউ দ্বেষ্য নেই, কেউ প্রিয় নেই। কিন্তু আমাকে যে প্রেমভক্তিতে ভজন করে—আমাতে তাঁরা, আমি তাঁদিগেতে থাকি।" —(গীতা ৯।২৯)। এর মধ্যেও আবার যে যেভাবে ভজন করে, আমি তাকে সেই ভাবেই ভজি। —কৃষ্ণের বচন থাকা হেতু—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি।" যদ্বৎ সুরদ্রুমো—যেরূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করার তারতম্যে ফলদানের তারতম্য করে থাকে সেইরূপ। অনাশ্রিতকে ফল অপ্রদান কল্পবৃক্ষের পক্ষেও যেমন বৈষম্য নয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের পক্ষেও নয়। আরও কল্পবৃক্ষের আশ্রিতজনের অধীনতা সেরূপ নেই, যেমন আছে ভগবানের ভক্তাধীনতা। সুতরাং ভক্তিসম্বন্ধে তাঁর যেমন সৌহার্দ দেখা যায়, তেমনি দ্বেষ-উপেক্ষাও দেখা যায়, যথা—অম্বরীষাদিতে সৌহার্দ; আর তাঁর দ্বেষকারী দুর্বাসা প্রভৃতির প্রতি দ্বেষ ও উপেক্ষা বি°২২।

কিঞ্চাগ্রজো মাবনতং যদূত্তমঃ
স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ
গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং
সম্প্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুষু ॥২৩॥

২৩। **অন্বয়** ঃ কিঞ্চ (অপি চ) যদূত্তমঃ অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠ বলদেবঃ স্ময়ন্ (মন্দহাসং কুর্বন্) অবনতং (প্রণতং) মাং পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) [ততঃ অঞ্জলৌ (মৎকৃতাঞ্জলৌ) গৃহীত (স্বদক্ষিণ হস্তেন গৃহীত মামাকৃষ্য) গৃহং প্রবেশ্য, আপ্তসমস্তসৎকৃতং (প্রাপ্তানি সমস্তানি অর্ঘাদি সৎকৃতানি যেন তং মাং প্রতি) স্ববন্ধুষু কংসকৃতং [দ্রোহং] সংপ্রক্ষ্যতে (সং কিং জিজ্ঞাস্যতি)।

২৩। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অভিলাষ ব্যক্ত করার পর শ্রীঅক্রূর মহাশয় শ্রীবলরাম বিষয়ে মনোভাব প্রকাশ করছেন—

যদুশ্রেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীবলরাম হাসতে হাসতে অবনত আমাকে আলিঙ্গন পূর্বক নিজ দক্ষিণ হস্তে মৎকৃত অঞ্জলিধারণ করত গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে অর্ঘাদিদ্বারা আমার সৎকার বিধানান্তর আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন কি? —নিজ বন্ধুগণের প্রতি কংস কিরূপ ব্যবহার করছে।

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অতঃ শ্রীবসুদেবাদি-পরমভক্তসম্বন্ধেন ময্যপি সুহৃত্তমাদি-ভাবং শ্রীকৃষ্ণঃ করিষ্যত্যেব ইতি সম্ভাব্য লব্ধাশ্বাসো মনোরথান্তরং কুরুতে—কিং বেতি, কিমিতি সম্ভাবনায়াং, বা সমুচ্চয়ে। অগ্রজশ্চ কিমিত্যর্থঃ। যদূত্তম ইতি, সুহৃত্তমত্বং জ্ঞাতিবদভিপ্রায়ঃ। অঞ্জলাবেব গ্রহণঞ্চ সঙ্কোচেনৈব কৃতে তস্মিন্নিতি ভাবঃ। অগ্রজ ইতি—স্বয়মঞ্জলিগ্রহেণ গৃহপ্রবেশেনাদৌ হেতুঃ; স্ময়ন্ স্ময়মান ইতি মনঃপ্রসাদাপেক্ষয়োক্তম্, অতএবাতিথ্যেনাপ্তসমস্ত সৎকৃতমিতি তৎপরিণামাপেক্ষয়া অস্য বন্ধুষু শ্রীবসুদেবাদিষু কংসস্য কৃতং চেষ্টিতমিতি তস্যাপি বিশেষাপেক্ষয়া। তথা সতি তেনানুকূলীকৃতেন শ্রীকৃষ্ণমিতি আনেতুং শক্যামীতি চাভিপ্রেতম্॥ জীঃ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর শ্রীবসুদেবাদি পরমভক্ত সম্বন্ধে আমাতেও কৃষ্ণ সুহৃত্তমাদিভাব পোষণ করে থাকেন বোধ হয়, এরূপ অনুমান করে আশ্বস্ত হয়ে অন্য অভিলাষ করছেন—কিংবা ইতি। কিং—সম্ভাবনায়, বা সমুচ্চয়ে। যথা কৃষ্ণের অগ্রজ কি আমাকে কংসের ব্যবহার জিজ্ঞাস করবেন, **যদূত্তম**—যাদবশ্রেষ্ঠ, এই পদের অভিপ্রায় জ্ঞাতিবৎ সুহৃত্তম, (শ্রীবলরাম) **গৃহীতমঞ্জলৌ**—অঞ্জলিতে গ্রহণ—সঙ্কোচে আমার হাত-জোড় করা হতেই উহা গ্রহণ করবেন কি? —এরূপ ভাবা **অগ্রজ ইতি** — কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম নিজে আমার **অঞ্জলি** গ্রহণ করত গৃহে প্রবেশ করিয়ে আসনাদি দান করবেন কি? বলরামের চিত্তের প্রসন্নতা থেকেই এসব করার সম্ভাবনা, যা প্রকাশ পাবে তার মুখের **স্ময়ন**—মন্দ হাসিতে। অতএব আতিথ্যে প্রাপ্ত হব বলরামকৃত সমস্ত সৎকার—এই পরিণাম অপেক্ষায় এবং বন্ধু বসুদেবাদির প্রতি কংসকৃত ব্যবহারের খবর দেওয়ার বিশেষ অপেক্ষাতেই

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি।
রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ ॥২৪॥

পদানি তস্যাখিললোকপাল-
কিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি
বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ ॥২৫॥

২৪। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—[হে] নৃপ! শ্বফল্কতনয়ঃ— (অক্রূরঃ) অধ্বনি (পথি) ইতি (এবং রূপেণ) কৃষ্ণং সঞ্চিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্) রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্যঃ চ অস্তগিরিম্ (অস্তাচলং প্রাপ্ত)।

২৫। অন্বয়ঃ গোষ্ঠে (তৎ সমীপে) ক্ষিতিকৌতুকানি (ক্ষিতেঃ উৎসবঃ যেভ্য তানি) অব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ বিলক্ষিতানি (চিহ্নিতানি) অখিললোকপালকিরীটজুষ্টাঃ অমলাঃ পাদরেণোঃ (পাদ-রেণবঃ যস্য তস্য) তস্য (ভগবতঃ) পদানি (পদচিহ্নানি) দদর্শ (দৃষ্টবান্)।

২৪। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন — হে রাজন্! অক্রূর পথমধ্যে এরূপে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে রথারোহণে গোকুলে গিয়ে পৌঁছালেন। তাঁর পৌঁছানো কালেই সূর্যও অস্তাচলে গেল। অন্ধকার নেমে এল গোকুলে।

২৫। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! নিখিল লোকপালগণ নিজ নিজ কিরীটদ্বারা যাঁর অমল পদরেণুর সেবা করে থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-যব-অঙ্কুশাদি চিহ্নিত এবং পৃথিবীর আনন্দস্বরূপ পদচিহ্ন অক্রূর দেখতে পেলেন গোষ্ঠের নিকটে।

বলরামের প্রসন্নতার কথা মনে উদয় হল অক্রূরের। বলরামের সহিত এইরূপ ইষ্টগোষ্ঠী হলে তাঁরই অনুকূলতায় শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যেতে সক্ষম হব, এরূপ অক্রূরের মনের অভিপ্রায় ॥জঃ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তস্যাগ্রজো বলদেবঃ। মা মাং অঞ্জলৌ মৎকৃতাঞ্জলৌ স্বদক্ষিণ-হস্তেন গ্রহীতং মামাকৃষ্য গৃহমেকান্তসংলাপার্থং প্রবেশ্য। সৎকৃতং সৎকারঃ ॥ বিঃ ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অগ্রজঃ — কৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব। মাং আমাকে। অঞ্জলৌ—মৎকৃত অঞ্জলিতে নিজ দক্ষিণহস্তে গৃহীত আমাকে টেনে নিয়ে গৃহের ভিতরে একান্তে প্রবেশ করলেন সংলাপের জন্য। সৎকৃতং—সৎকার। বিঃ ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ রথেনেতি তৈর্য্যাখ্যাতম্, অতএবানতিদূরেঽপ্যধ্বনি বিলম্বো জাত, রথমারুহ্যৈব শ্রীভগবৎসমীপ-পর্য্যন্তগমনং, সূর্য্যশ্চাস্তগিরিং প্রাপ্ত ইতি সহোপমা। স চাস্ত-গিরিণা সূর্য্যস্যৈব গোকুলমহসা তস্যাবৃতত্বং ধ্বনয়তি ॥ জী° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীধর ঃ অক্রূর শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভাল জানতেন না, তথাপি রথে পৌঁছে গেলেন।] অতএব বেশী দূরবর্ত্তী না হলেও পথে বিলম্ব হল। [শ্রীসনাতন —যদিও মথুরা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২৬ মাইল মাত্র শ্রীনন্দগৃহ। সেখানে রথে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছা যায়, তবে যে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তা শুভ-গোধূলিলগ্নে যাওয়ার ইচ্ছাতেই। কিম্বা কৃষ্ণের চরণে অত্যন্ত মনোরথাভিনিবেশ হেতু অশ্ব-চালনা বিষয়ে অমনোযোগে ধীরে ধীরে গমন।] রথারোহনেই কৃষ্ণের নিকট পর্যন্ত গেলেন। **'সূর্য চ অস্তগিরিং'**—সূর্যও সেইকালেই অস্ত গেল। গোকুলজনের ভাবিবিরহের সমবেদনায় সূর্যের দীপ্তি চলে গেল, অন্ধকার নেমে এল গোকুলে। জী°২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** গোষ্ঠে তৎসমীপে দদর্শ, অচিরাদেব শ্রীভগবতো গোষ্ঠান্তঃপ্রবেশাৎ। পদানাং মাহাত্ম্যমাহ — অখিলেতি। তত্র ন তিষ্ঠতি মলঃ সংসারাদিলক্ষণো যেভ্য ইত্যমলত্বম্। কিরীটজুষ্টত্বে হেতুঃ — ননু রথোপর্য্যাসীনেন সায়ং গোধূলিকৃতান্ধকারে বহুলগোপগণপদাবৃতানি তস্য পদানি কথং দৃষ্টানি? তত্রাহ — ক্ষিতীতি; ক্ষিতেঃ কৌতুকমুৎসবো যেভ্যস্তানীতি তয়ৈব নিজালঙ্কারত্বেন সুব্যক্ততয়া রক্ষণাৎ, তত্র চ ভক্তজনদৃষ্টৌ স্বতঃ পরিস্ফুরণাদিতি ভাবঃ। নন্থ তস্যৈব তানীতি কথং বিজ্ঞাতম্? তত্রাহ — অঙ্কাদ্যৈর্বিলক্ষিতানি বিশেষেণ নিরূপিতানি অসাধারণানি বা। জী° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** গোষ্ঠে—গোষ্ঠের নিকটে দর্শন করলেন, কৃষ্ণের পদচিহ্নসকল —অল্পক্ষণ আগেই শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ হেতু মিলিয়ে যায় নি। পদচিহ্নসকলের মাহাত্ম্য বলা হচ্ছে, **অখিল ইতি** — অখিললোকপালদের কীরিট-সেবিত 'অমল' পদরেণু যার **তস্য**—সেই কৃষ্ণের **পদানি** -- পদচিহ্নসমূহ **অমল** — যে পদরেণুনিচয়ের মহিমায় গোষ্ঠে সংসারাদিলক্ষণ 'মল' দূরীভূত—এই অমলত্বই লোকপালদের মুকুটের সেবা প্রাপ্তিতে হেতু। পূর্বপক্ষ, সন্ধ্যায় গোধূলিকৃত অন্ধকারে বহুবহু গোপেদের পায়ের চিহ্নে আবৃত কৃষ্ণপদ-চিহ্ন কি করে দৃষ্ট হল? এরই উত্তরে, ক্ষিতি ইতি। **ক্ষিতিকৌতুকানি**—এই পদচিহ্ন ক্ষিতির আনন্দজনক, তাই ক্ষিতিদ্বারাই নিজ অলঙ্কাররূপে সুব্যক্তরূপে রক্ষিত। আরও গোষ্ঠে ভক্তজন দৃষ্টিতে স্বতঃ বিকাশিত, এরূপ ভাব। আচ্ছা কৃষ্ণেরই এ পদচিহ্ন, তা কি কিরে জানা গেল? এরই উত্তরে, পদ্ম-যব অঙ্কুশাদি চিহ্নেরদ্বারা **বিলক্ষিতানি**—বিশেষভাবে নিরূপিত বা অসাধারণ। জী°২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পদানি পদচিহ্নানি! ক্ষিতেঃ কৌতুকং সবিস্ময়সৌভাগ্যং যতঃ ॥ বি° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **পদানি** — পদচিহ্নসমূহ, যা থেকে **ক্ষিতিকৌতুকানি**—পৃথিবীর সবিস্ময় সৌভাগ্য।বি°২৫।

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ
প্রেম্ণোর্দ্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত
প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি ॥২৬॥

দেহং ভৃতাময়িয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্।
সন্দেশাদ্যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥২৭॥

২৬ **অন্বয়** ঃ তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ (তেষাং পদানাং দর্শনেন যঃ আহ্লাদঃ তেন বিবৃদ্ধ সম্ভ্রমঃ যস্য সঃ) প্রেম্ণা উর্দ্ধলোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ (উর্দ্ধলোমাঃ অশ্রুকলাভিরাকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ) সঃ (অক্রূরঃ) অহো অমূনি প্রভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিরজাংসি ইতি [বিভায়ন্] রথং অবস্কন্দ্য (অবপ্লুত্য) তেষু (অঙ্ঘ্রিরজঃসু) অচেষ্টত (ব্যলুঠৎ)।

২৭। **অন্বয়** ঃ দম্ভং ভিয়ং শুচম্ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) সন্দেশাৎ (কংসসন্দেশাদারভ্য) হরেঃ লিঙ্গং (কিঞ্চিচ্চিহ্নং) দর্শন শ্রবণাদিভিঃ যঃ [অয়ম্] অক্রূরস্য বর্ণিতঃ সঃ দেহং ভৃতাং (দেহধারিণাং) ইয়ান্ অর্থঃ (এতাবান্ পুরুষার্থঃ)।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ সেই পদচিহ্ন সকল দর্শনে আহ্লাদে আবেগোচ্ছল, প্রেমপুলকিত গাত্র, অশ্রুধারায় আকুলিত নেত্র অক্রূর মহাশয়, অহো প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পদরজ,' এরূপ ভাবনায় রথ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে সেই রজে লুটিয়ে পড়লেন।

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ মথুরা-নন্দব্রজের পথে অক্রূরের কায়-বাক্য-মনের চেষ্টা বর্ণন করবার পর উহাকেই দৃষ্টান্ত দিয়ে সিদ্ধান্তসার বলা হচ্ছে—

হে রাজন্! কংস-সন্দেশ থেকে আরম্ভ করে পদচিহ্ন দর্শন-শ্রবণাদি পর্যন্ত অক্রূর সম্বন্ধিয় যে কথা বর্ণিত হল, যথা—কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে দম্ভ-ভয়-শোক ত্যাগ করে অক্রূর সেখানেই ধূলিতে লুটিয়ে পড়লেন, এতদূর পর্যন্তই জীবমাত্রের পুরুষার্থ।

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ সম্ভ্রম আবেগ ইতি কর্ত্তব্যতানুসন্ধানাভাবঃ। অতএবা-চেষ্টত প্রেম্ণেত্যস্য যথাপেক্ষং সর্ব্বৈরপ্যন্বয়ঃ। প্রভোঃ পরমেশ্বরস্যামূনি ইমানি। অন্যত্তৈঃ। তত্রাহো ইতি প্রভোরিত্যাদিকস্য সর্ব্বস্যৈবোপলক্ষণার্থমিতি-শব্দস্য সর্বান্বয়িত্বাৎ ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ সম্ভ্রমঃ—আবেগ — কি করে কি করি, এই অনু-সন্ধানের অভাবে **অচেষ্টত**—রজে লুটিয়ে পড়লেন। প্রেম্ণা—**প্রেমাকুল** হয়ে—এই কথাটা যথা প্রয়োজনে শ্লোকের সর্ব্বত্রই অন্বয় হবে। **প্রভোরমূনি** — অহো এই পদরজ সকল পরমেশ্বরের। [শ্রীধর—**অহো ইতি**—তুল্যভতা ভাবনা করে 'অহো' শব্দের উচ্চারণ] — শ্লোকের 'অহো ইতি' 'প্রভোঅমূনি' এই সবকিছুর উপক্রমের জন্য—'ইতি' শব্দটির সর্ব্বত্র অন্বয় প্রয়োজন আছে।জী°২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অশ্রূণাং কলা কলনং অতিক্ষরণম্ — 'কলিহলী কামধেনু'। অবস্কন্দ্য সহসৈবাবপ্লুত্য স অক্রূরঃ তেষু পদেষু অচেষ্টত সরোদনমলুঠৎ। অতো ভাগ্যং দুর্ল্লভলাভো মমায়মিতি সগদ্গদং ব্রুবন্। বি° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অশ্রুকলা**—অশ্রুর 'কলনং' অতিক্ষরণ—'কলিহলা কামধেনু'। **অবস্কন্দ্য**—সহসাই রথ থেকে লাফিয়ে নেমে। **স** - অক্রূর। **তেষ্বচেষ্টত**—'তেষু সেই পদচিহ্নের উপর অচেষ্টত' সরোদনে লুটিয়ে পড়লেন **অহোইতি**—অহো ভাগ্য, আমার এই দুর্লভবস্তু লাভ হল, এইরূপ বললেন গদ্গদ্ কণ্ঠে। বি° ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অক্রূরস্য শ্রীভগবৎপদেষু তথা বিলুঠন-কথনেন ভক্ত্যুদ্রেকাত্তং প্রশংসতি—দেহং ভৃতাং দেহধারিণাম্, অন্যথা দেহধারণবৈফল্যমিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। কিঞ্চ, দম্ভাদিকং হিত্বা যোঽয়ং জাত ইতি যোজনিকয়ৈবং গম্যতে। যথাক্রূরস্যাত্র দম্ভো নাসীৎ। 'ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ' (শ্রীভা ১০।৩৮।১৮) ইত্যাদি-চিন্তনাৎ। অথান্তঃসুখান্তর-তাৎপর্য্যলক্ষণো যদি দম্ভো ন স্যাৎ, যথা চ কংসপ্রতাপিতো যো বন্ধুবর্গস্তৎপ্রতাপয়িতব্যশ্চ যঃ, তস্য তস্য হেতোর্নিজকুলরক্ষাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-পুরতো ব্যঞ্জনীয়ঃ শোকো ভীশ্চ তাদৃশাবেশে হেতুর্নাসীৎ, 'তদ্দর্শনাহ্লাদ' (শ্রীভা ১০।৩৮।২৩) ইত্যাদ্যুক্তেঃ। 'প্রেমবিভিন্নধৈর্য্য' (১।৩২) ইতি তৃতীয়োক্তেশ্চ, তথা যদি নিজদুঃখহানিতাৎপর্য্যং ন স্যাদিতি লিঙ্গমনুভবহেতুঃ। ভিয়ং শুচমিতি পাঠো বহুত্র। অথ গোকুলাভ্যন্তরে রথনয়নার্থং পুনরারূঢ় ইতি জ্ঞেয়ম্, রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্যেতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। জী° ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অক্রূরের শ্রীভগবৎপদচিহ্নের উপর ঐরূপ রজে বিলুঠন বলতে বলতে ভক্তির উদ্রেকে শ্রীশুকদেব তাঁকে প্রশংসা করছেন, **দেহং ভৃতাং ইয়ান্ অর্থঃ**—**অক্রূর যা করলেন, ইহাই জীবমাত্রেরই পুরুষার্থ। অন্যথা দেহধারণ বিফল, এরূপভাব।** [শ্রীধর ঃ কংসের আদেশ থেকে আরম্ভ করে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন-শ্রীমূর্তি দর্শন ও তাঁর কথা শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা অক্রূরের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে জীবমাত্রেরই এই পর্যন্তই পুরুষার্থ।]

আরও, এখানে জীব-পক্ষে দম্ভাদি ত্যাগ করার যে কথা বলা হল, তা অক্রূর পক্ষেও প্রযোজ্য, অন্বয়ের দ্বারা তাই পাওয়া যায়। যথা অক্রূরের দম্ভ ছিল না—"অচ্যুত আমার প্রতি শত্রুবুদ্ধি করবেন না।" (শ্রীভা° ১০।৩৮।১৮) ইত্যাদি চিন্তন হেতু। অতঃপর অন্তরে সুখের উল্টা তাৎপর্যলক্ষণ দম্ভ যদি তাদৃশ আবেশ বশতঃ না হল, আরও নিজ বন্ধুগণ কংসের দ্বারা অতিশয় তাপিত হওয়ার কারণে অতিশয় উত্তেজিত হওয়ার যোগ্য যাকিছু, সেই সেই হেতু, নিজকুল রক্ষার জন্য অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রকাশের যোগ্য শোক ও ভয় অক্রূরের তাদৃশ আবেশে যদি হেতু না ছিল—'তদ্দর্শন-আহ্লাদ'—(শ্রীভা ১০।৩৮।২৬) ইত্যাদি উক্তি প্রমাণে এবং "কৃষ্ণ আনায়নে প্রেরিত অক্রুর গোষ্ঠের নিকটে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শন করত প্রেমে অধৈর্য্য হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন।" (শ্রীভা°

৩।১।৩২)। তৃতীয় স্কন্ধেও এরূপ উক্তি প্রমাণে। আরও যদি নিজ দুঃখ হানি তাৎপর্যও না-থাকল, তা হলে বুঝতে হবে, **অক্রূরের তাদৃশ আবেশে হেতু শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন-অনুভবই**। 'ভিয়ং শুচম্' পাঠও বহুস্থানে দেখা যায়। অতঃপর গোকুলের অভ্যন্তরে রথ আনয়নের জন্য পুনরায় রথারূঢ় হলেন, এরূপ বুঝতে হবে। —'রথ থেকে চট্ জলদি লাফিয়ে নেমে,' এরূপ উক্তি পরে ৩৪ শ্লোকে বলা হেতু। জী°২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মথুরাতো যাত্রামারভ্য নন্দব্রজপ্রবেশপর্যন্তমক্রূরস্য মনো বাক্-কায়চেষ্টিতং বর্ণয়িত্বা তদেব দৃষ্টান্তীকৃত্য সিদ্ধান্তসারমাহ—দেহং ভৃতামিতি। দ্বিতীয়া আর্ষী। দেহধারিণাং ইয়ান্ এতবানেব পুরুষার্থঃ। কংসস্য সন্দেশাদারভ্য হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভি র্যোঽয়মক্রূরস্য বর্ণিতঃ। যথা হরের্লিঙ্গং পদচিহ্নং দৃষ্ট্বা অক্রূরস্তত্রৈব ধূলৌ লুলোঠ। তত্রাহং অক্রূরো রাজমন্ত্রী রাজ্ঞোঽত্যাদরণীয়ঃ কথং গোচারকস্য পদধূলৌ লুঠামীতি দম্ভং হিত্বৈব মদ্দূতোঽপি ভূত্বা মচ্ছত্রোঃ কৃষ্ণস্য পদধূলৌ লুঠতীত্যুপজাপকুপিতাৎ কংসাৎ ভয়ং হিত্বা কুপিতকংসবিনাশ্যেষু শুচং গৃহকলত্রাদিষু শোকং হিত্বৈব লুলোঠ। যথা তথৈব বয়ং পণ্ডিতত্বাদভিজাতত্বাদৈশ্বর্য বত্ত্বাচ্চ শ্রেষ্ঠাঃ কথং সর্বলোকানাদৃতকুচেলাকিঞ্চননিকৃষ্টবৈষ্ণবচরণধূলৌ পতাম ইতি দম্ভং স্বজননিন্দনাদ্ভয়ং তত্তত্ত্যাগাচ্ছোকঞ্চ হিত্বা হরের্লিঙ্গং বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা তচ্চরণধূলৌ পতেয়ুঃ, যদ্বা, হিত্বেত্যাদিকং দেহভৃৎস্বেব যোগ্যং নতুক্রূরে প্রেমবিহ্বলে ইতি। যথা হরের্নারদাদিমুখাদ্যশঃ শ্রবণেন স্মরণেন চাক্রূরো যথা দাস্যরসানুকূলান্মনোরথাংশ্চকার তথৈব কদা হরিং পরিচরিষ্যামঃ, অপি কিং তং দ্রক্ষ্যাম ইত্যাদি মনোরথান্ কুর্যুরিতি। বি°২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বলছেন—মথুরা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে নন্দব্রজপ্রবেশ পর্যন্ত অক্রূরের কায়-বাক্য-মনের চেষ্টা বর্ণনা করার পর উহাই দৃষ্টান্ত করত সিদ্ধান্ত সার বলা হচ্ছে—দেহং ভৃতাম্ ইতি। কংসের বার্তা থেকে আরম্ভ করে 'হরের্লিঙ্গ ইত্যাদি'—শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন শ্রবণাদি পর্যন্ত অক্রূর সম্বন্ধিয় যে কথা বর্ণিত হল, যথা—কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে দম্ভাদি ত্যাগ করে অক্রূর সেখানেই ধূলিতে লুটিয়ে পড়লেন, — এতদূর পর্যন্তই জীবমাত্রের পুরুষার্থ। **হিত্যাদম্ভং**-আমি অক্রূর রাজমন্ত্রী,রাজার অতি আদরণীয়, কি করে রাখালের পদধূলিতে লুটাবো, এরূপ দম্ভ ত্যাগ করে। **হিত্বা ভয়ং**—আমার দূত হয়েও আমার শত্রু কৃষ্ণের পদধূলিতে লুটিয়ে পড়লো, এরূপ বিবাদে কুপিত কংস থেকে 'ভয়' ত্যাগ করে। কুপিত কংসের হাতে নিজ বিষয় গৃহ-স্ত্রীপুত্রাদির বিনাশ বিষয়ে **শুচং**—শোক ত্যাগ করে লুটিয়ে পড়লেন ধূলায়। পণ্ডিত বলে, সৎবংশ জাত বলে ও ঐশ্বর্যবান বলে আমরা যেখানে সেখানেই শ্রেষ্ঠ সম্মানিত, সেই আমরা কি করে সর্বলোক অনাদৃত, জীর্ণ-বস্ত্র পরা অকিঞ্চন, নিকৃষ্ট বৈষ্ণবের চরণধূলিতে লুটাবো, এরূপ দম্ভ, স্বজননিন্দা ভয় ত্যাগ করত ও শোক ত্যাগ করত হরিচিহ্ন ফোটা-তিলক-মালাধারী বৈষ্ণব দর্শনে তাঁর চরণধূলিতে লুটিয়ে যাওয়া উচিত, এরূপ বিচারে লুটিয়ে পড়লেন। অথবা, 'হিত্বা' ইত্যাদি কথা সাধারণ জীবের পক্ষেই যোগ্য, প্রেমবিহ্বল অক্রূরের পক্ষে নয়। শ্রীনারদাদির মুখ থেকে

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥২৮॥

কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥২৯॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ ॥৩০॥

২৮-৩০। **অন্বয়ঃ** (অথ সঃ) ব্রজে গোদোহনং [তৎস্থানং] গতৌ পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ (শরদকমলতুল্য নয়নৌ) কিশোরৌ শ্যামশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ (সৌন্দর্যাধারৌ) বৃহদ্ভুজৌ সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈঃ চিহ্নিতৈঃ অঙ্ঘ্রিভিঃ ব্রজং শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ (অনুকম্পা তদ্বিলসিতস্মিতযুক্তং দৃষ্টিপাতঃ যয়ো তৌ) [কৃষ্ণ রামং চ দদর্শ]।

২৮-৩০। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর নন্দালয়ে গোদোহনস্থানে অক্রূর মহাশয় কিশোর কৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করলেন—পরিধানে তাঁদের পীতনীল বসন, নয়ন শরদকমলতুল্য স্নিগ্ধ, বয়সে কিশোর, বর্ণে শ্যাম-শুভ্র, বিশালভুজবিশিষ্ট, তাঁদের অঙ্গ শোভার আধার, মুখকমল সুন্দর, বালহস্তীবিক্রমী, ধ্বজ-ব্রজ-অঙ্কুশ পদ্মচিহ্নে অঙ্কিত চরণেরদ্বারা ব্রজের শোভা সম্পাদনকারী এই মহাত্মা দুজন অনুকম্পা-জড়িত মৃদুহাসিমাখা দৃষ্টিপাতে জগতের পরমকল্যাণ বিধান করছেন।

শ্রীহরির যশ শ্রবণ ও স্মরণ করে অক্রূর যেরূপ দাস্যরসানুকূল অভিলাষ করলেন, সেইরূপ কদা আমি হরিকে পরিচর্যা করব, তাকে দর্শনের সৌভাগ্য আমার হবে না-কি? ইত্যাদি অভিলাষ করা উচিত।বিঃ২৭।

২৮-৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** দদর্শেতি ষট্কম্। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণং দদর্শ। অক্রূরস্য ভক্তিবিশেষেণ তস্য প্রভাববিশেষেণ চ ব্রজে গবামাবাসমধ্যে। কীদৃশৌ তৌ? গোদোহনস্থানং গতৌ। তত্রাপি বৎসবর্গমধ্যে দদর্শেতি শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়নৌ, তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে — 'স দদর্শ তদা তত্র কৃষ্ণমাদোহনে গবাম্। বৎসমধ্যে গতং ফুল্লনীলোৎপলদলচ্ছবিম্॥' ইতি। শ্রীহরিবংশে চ — 'প্রবিশন্নেব চ দ্বারি দদর্শ দোহনে গবাম্। বৎসমধ্যে স্থিতং কৃষ্ণং সবৎসমিব গোবৃষম॥' ইতি। তচ্চ গোপৈর্হুমানাভির্গোভিঃ সমং বৎসানাং সংমেলনার্থং জ্ঞেয়ম্। তাবেব যথানির্দ্দেশং বর্ণয়তি—পীতেতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। তত্র দূরাদেব বস্ত্রদর্শনং, তদেব তয়োরাত্মনি যঃ কৃপাবলোকস্তৎ-স্বভাবেনান্তর্বহিরিন্দ্রিয়াকর্ষণাৎ। তারা তড়িদাদিতোঽপি পরমকান্তিকন্দলী তুন্দিলানাং লোচনামালোচনম্। তত্র তু রক্তিমাদিনা ব্যক্তং ব্যক্তীভূতস্য কৈশোরস্যানুভবঃ। অথ সর্ব্বানুভবায় জাতেন চাপলেন প্রথমং বর্ণনিবর্ণনং, ততো মহাশোভোপলম্ভঃ, ততঃ পশ্চাদ্গবাদি সম্ভালনার্থং, সমুত্থাপিতয়োর্ভুজয়োরবলোকনং,

কিঞ্চিন্নিকটীভূয় পশ্যতা তেন সর্বাঙ্গসৌন্দর্য্যপর্য্যালোচনং, ততো বালৌ কিশোরাবপি দ্বিরদবিক্রমাবিতি মহৌজঃসহোবলাগমঃ ॥

ততো ভগবল্লক্ষণালক্ষণম্- অঙ্ঘ্রি ভিরিতি বহুত্বং দ্বয়োশ্চতুষ্টয়ত্বাৎ। ততোঽদ্ভুতমাধুরীভির্বিশ্বেষামপি স্তম্ভাৎ স্থগিতগতিনা তেন পুনরপি কৃপাদৃষ্টিবৃষ্টি-লাভঃ॥ জী° ২৮ ৩° ॥

২৮-৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **দদর্শ**—অক্রূরের দর্শন ছয়টি শ্লোকে বিবৃত হয়েছে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন—অক্রূরের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিবিশেষ ও কৃষ্ণের প্রভাববিশেষ হেতু। **ব্রজে**—গোদের আবাস মধ্যে, কৃষ্ণরামকে দেখলেন। কি অবস্থায়? গাই দোয়াবার স্থানে বাছুরদের মধ্যে অবস্থিত। শ্রীপরাশর বৈশম্পায়ন সেইরূপই বলেছেন, যথা শ্রীপরাশর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে —"শ্রীঅক্রূর তখন গোদোহনস্থানে বাছুরদের মধ্যে ফুল্লনীলোৎপল মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন।" শ্রীবৈশম্পায়ন হরিবংশে — "দ্বারে প্রবেশ করেই দূর থেকে অক্রূর গোদোহন স্থানে বাছুরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন বাছুরসহ অবস্থিত গোশ্রেষ্ঠের মতো।" গোপগণ যেসব গাই দোয়াচ্ছেন, তাদের ওলানের সঙ্গে বাছুরদের লাগাবার জন্য কৃষ্ণরাম তথায় অবস্থিত। এরূপ বুঝতে হবে।

তাদের দুজনকে যথা নির্দ্দেশক সজ্ঞায় বর্ণন করা হচ্ছে—পীত ইতি সাড়েপাঁচ শ্লোকে। তথায় 'পীতনীলাম্বরৌ' দূর থেকেই বস্ত্রদর্শন, এরমধ্যেও আবার পীতনীল দুয়ের মধ্যে প্রথমে চোখ পড়ল গিয়ে 'পীত' বস্ত্রের উপর—কারণ তাঁদের দুজনের মধ্যে কৃষ্ণের নিজের ভিতরে যে কৃপা-অবলোকন, তার স্বভাবেই অক্রূরের অন্তর—বাইরের ইন্দ্রিয়দ্বারা আকৃষ্ট হল। **শরদম্বুরুহেক্ষণৌ**—শরৎকালীন প্রস্ফুটিত কমলনয়ন দুজন। নক্ষত্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি থেকেও কান্তিচ্ছটাপূর্ণ নয়নের আন্দোলন দেখে তাঁদের কৃপার অনুভব হল।

তাঁদের লোচনে কিন্তু রক্তিমাদি দ্বারা ব্যক্ত হচ্ছে, প্রকাশ প্রাপ্ত কৈশরের অনুভব। অতঃপর সর্বানুভবে জাতচাপল্যে অক্রূর প্রথমে গায়ের রঙ্গের বর্ণন করছেন। অতঃপর তাঁদের মহাশোভার উপলব্ধি হল তাঁর, **বৃহদ্ভুজৌ**—অতঃপর গো-বৎসাদি সামাল দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বে উঠানো তাঁদের ভুজদ্বয়ের অবলোকন। অতঃপর **সুমুখৌ** — পরমসুখে অক্রূরের দ্বারা তাঁদের শ্রীমুখকমলের নিরীক্ষণ। **সুন্দরবরৌ**- অতঃপর কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়ে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে থাকা অক্রূরের দ্বারা সর্বাঙ্গসৌন্দর্য পর্যালোচন। অতঃপর **বালদ্বিরদ বিক্রমৌ** — তাদের দুজনের কিশোর অবস্থাতেই মহাওজের সহিত বলের আগমন, এরূপ অনুভব।

অতঃপর শ্রীভগবল্লক্ষণ দর্শন—অঙ্ঘ্রি ভিরিতি—বহুবচন প্রয়োগ — দুইজনের চারটি চরণ বলে। অতঃপর **সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ**—অনুকম্পাবিলসিত মন্দহাসি মাখানো দৃষ্টিপাত বিশিষ্ট — অদ্ভুত মাধুরীদ্বারা বিশ্বেরও স্তম্ভ হেতু স্থগিতগতি অক্রূরের দ্বারা পুনরায়ও কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টিলাভ। জী° ২৮-৩° ॥

২৮-৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গাবো দুহ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গোদাহনং তৎ স্থানং গতৌ প্রাপ্তৌ।

উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ ॥৩১॥

প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥৩২॥

দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপশ্চ কনকাচিতৌ ॥৩৩॥

৩১–৩৩। **অন্বয়ঃ** উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিনৌ (হ্রস্ব–মধ্যমমালাধরৌ) বনমালিনৌ পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ (নির্মলেবস্ত্রে যয়োঃ তৌ) প্রধানপুরুষৌ (প্রধানভূতৌ পুরুষৌ) আদ্যৌ (সৃষ্টেঃ পূর্বং স্থিমানৌ) জগদ্ধেতু (জগৎকারণভূতৌ) জগৎপতি জগত্যর্থে (জগৎপরিপালনার্থং) স্বাংশেন (স্বাবির্ভাবভেদেন) বালকেশবৌ [সন্তৌ] অবতীর্ণৌ ॥ [হে] রাজন্ ! স্বয়া (অসাধারণ্যা) প্রভয়া দিশঃ বিতিমিরাঃ (বিগত তিমিরাঃ) কুর্বাণৌ, যথা মারকতশৈল (ইন্দ্রনীলমণি পর্বতঃ) রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ (সুবর্ণব্যাপ্তৌ)।

৩১–৩৩। **মূলানুবাদঃ** শ্রীঅক্রূর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণবলরামকে আরও বিশেষভাবে দেখলেন—যিনি গোদের নিয়ে মহামনোহর ক্রীড়াবিলাসী, ছোট-মাঝারী-দীর্ঘ মালামণ্ডিত, পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গ, স্নাত, পরিধানে নির্মল বস্ত্র, প্রধানভূত আদ্যপুরুষ, জগতের কারণভূত, জগৎপতি, জগৎপরিপালনের প্রয়োজনে স্বাবির্ভাব ভেদে বলরাম ও কেশব নামে অবতীর্ণ।

যদ্বা, গবাং দোহনং কর্মপ্রাপ্তৌ গা দুহন্তাবিত্যর্থঃ, সানুক্রোশে সানুকম্পে সস্মিতে চ ঈক্ষণে যয়োস্তৌ। বি° ২৮-৩০ ॥

২৮–৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **গোদোহনং গতৌ**—যেখানে গো-দোহন হয় সেই স্থানে অবস্থিত রামকৃষ্ণকে। অথবা, গো-দোহনরূপ কর্মে নিয়োজিত রামকৃষ্ণকে। **সানুক্রোশে**—অনুকম্পা ও মৃদুহাসিতে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত যাঁদের সেই কৃষ্ণরাম। বি° ২৮-৩০ ॥

৩১-৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তত উদাররুচিরা মহামনোহর ক্রীড়া গবাহ্বান-রোধনাদিষু বিলাস-হাসাদিরূপা যয়োস্তাবিতি কৃপয়া সম্যগিব নিজমাধুরীং দর্শয়িতুং তমদৃষ্টৈব স্থিত-য়োরনয়োশ্চ ক্রীড়ায়াং কৌতুকাবেশঃ; তত্র চ বেশবিশেষাণাং প্রত্যেক-নিশামনমিতি যথাক্রমমেব বর্ণনম্। স্রগ্বিণৌ হ্রস্বমধ্যমাদিমালাধরৌ, বনমালিনৌ দীর্ঘমালাধরৌ, বিরজাবিত্যকারন্তো রজশব্দঃ, অর্থাৎ পাদরজোপমা ইতি প্রয়োগাৎ। স্রগ্বিত্বাদিকং গৃহাৎ স্নানাদ্যনন্তরমেবাত্রাগমনাৎ ॥

তদেবং তস্য মাধুর্য্যানুভব চমৎকারজাতে তদ্ভাবানুসারেণ পারমৈশ্বর্য্যানুভবচমৎকারোঽপি জাত ইত্যাহ—প্রধানেতি। কৃষ্ণস্য সর্বাপেক্ষয়া প্রধানত্বং রামস্যান্যাপেক্ষয়েতি স্বাংশেনেতি স্বাবির্ভাব-ভেদেনেত্যর্থঃ।

অতএব জগৎপতি ইতি দ্বিত্বম্। বলেতি বালাধিক্যস্ফূর্ত্তেঃ, কেশবেতি সাম্প্রতং কেশিহন্তৃত্ব-স্ফূর্ত্তেঃ, কংসমারণে নিশ্চয়ং বোধয়তি॥

ননু দূরতস্তদ্বিশেষঃ কথং দৃষ্টঃ? উচ্যতে মহাতেজস্বিত্বাদিতি। যতঃ ক্রমশঃ রাত্র্যংশে জাতেঽপি বিশেষতো ব্যদ্যোতেতামিত্যাহ—দিশ ইতি। শৈলদৃষ্টান্তোঽন্য-সবয়স্কাপেক্ষয়া বৃহত্ত্বাদেঃ স্তনশৈলাদিবৎ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে —'প্রাংশুমুত্তুঙ্গবাহ্বংশম্' ইত্যাদি। যোজনা চেয়ম্। যথা মারকতঃ শৈলো রোপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ভবতঃ, তথা তৌ দদর্শেতি বৃহত্ত্বয়া সবর্ণতয়া তথা সৌবর্ণালঙ্কারতয়া চেতি ভাবঃ। কিং কুর্বন্তাবিত্যত্রাহ দিশ ইতি। এবমেব তৈঃ সূচিতম্—কনকেতি। জী° ৩১-৩৩।

৩১-৩৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অতঃপর **উদাররুচিরক্রীড়ৌ**—মহামনোহর ক্রীড়ারত গো-দের আহ্বান-বাধাপ্রদানাদিতে হাসাদিরূপা বিলাসে রত কৃষ্ণরাম দুজন — যেন কৃপায় সম্যকরূপে নিজমাধুরী অক্রূরকে দেখাবার জন্য তাঁদের ভিতরে পূর্বে অদৃষ্টরূপে বর্তমান ছিল যে ক্রীড়াকৌতুকাবেশ তা প্রকাশ করলেন। আরও সেখানেই বেশবিশেষের প্রত্যেকটির দর্শন, উহাই যথাক্রমে বর্ণন —**স্রগ্বিণৌ**— ছোট-মাঝারী মালাধারী। **বনমালিনৌ** —দীর্ঘমালাধারী। **বিরজ-বাসসৌ**—ধূলিশূণ্য অর্থাৎ পরিষ্কার বস্ত্রধারী, মালাধারী ইত্যাদি কথায় বুঝাযাচ্ছে, ঘরে স্নানাদি সেরেই এই গো-দোহনস্থানে আগমন।

এইরূপে অক্রূরের মাধুর্যানুভব-চমৎকার জাত হলে তদ্ভাবানুসারে পরমৈশ্বর্যানুভব-চমৎকারও জাত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে - প্রধান ইতি। কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষায় প্রাধান্য, আর রামের কৃষ্ণ ছাড়া অন্য সকলের অপেক্ষায় প্রাধান্য। তাই রাম সম্বন্ধে বলা হল 'স্বাংশেন' অর্থাৎ কৃষ্ণেরই নিজ আবির্ভাব বিশেষ রাম। অতএব উভয়েই 'জগৎপতী'—দ্বিবচন প্রয়োগ হেতু। 'বল' শব্দ প্রয়োগ হল, বলরামের বলাধিক্য স্ফূর্তি হেতু, আর কেশব শব্দ প্রয়োগ, কেশিদৈত্য বধ স্ফূর্তি হেতু। এই দুটি নাম প্রয়োগে কংসমারণে এদের সামর্থ্যের নিশ্চয়তা বুঝান হল।

আচ্ছা অক্রূর দূর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি করে দেখলেন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, তাঁরা দুজন যে মহাতেজস্বী, তাই দেখতে পেলেন—যে হেতু ক্রমশঃ রাত্রি গাঢ় হয়ে এলেও তাঁরা বিশেষরূপে দীপ্তি পাচ্ছিলেন, এই আশয়ে—দিশ ইতি। এঁরা সমবয়স্কা বালকদের থেকে প্রকাণ্ড শরীরধারী, আরও অন্য কিছু বিষয়েও শৈলসম তাই শৈল উপমা —স্তনের সহিত শৈলের যেমন উপমা সেইরূপই এখানে উপমা। — তথাই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে — "জ্যোতির্ময় দীর্ঘবাহু-শরীরধারী" ইত্যাদি। এখানে অন্বয় এরূপ— স্বর্ণজড়িত হরিণ্মণি ও রৌপ্য পর্বতের মতো দেখা যাচ্ছিল তাঁদের দুজনকে—প্রকাণ্ড শরীর, নীল-শুভ্রবর্ণ ও স্বর্ণঅলঙ্কারে ভূষিত থাকার দরুণ, এরূপভাব। দেহের প্রভায় কি করছিল তাঁরা? এরই উত্তরে, দিশ ইতি –দিক মণ্ডলের অন্ধকার নাশ করেছিল।জী°৩১-৩৩॥

৩১-৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রধানভূতৌ পুরুষৌ জগতি অবতীর্ণৌ। অর্থেষু ভারাবতার-রূপেষু প্রয়োজনেষু মধ্যে স্বাংশঃ স্ব স্বো যো ভাগস্তেন হেতুনা, যথা অঘবকাদীন্ কৃষ্ণো

রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥৩৪॥

৩৪। **অন্বয়ঃ** সঃ অক্রূর স্নেহবিহ্বল [সন্] রথাৎ তূর্ণম অবপ্লুত্য (লম্ফনেন পতিত্বা) রামকৃষ্ণয়ো চরণোপাপ্তে দণ্ডবৎ পপাত।

৩৪। **মূলানুবাদঃ** দেখা মাত্রেই চট্ জলদি রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে রামকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তে দণ্ডের ন্যায় পতিত হলেন অক্রূর মহাশয়।

জঘান। ধেনুক-প্রলম্বাদীন্ রামো জঘান। যথা চ চাণুরকংসাদীন্ কৃষ্ণঃ। মুষ্টিকদ্বিবিদাদীন্ রামো হনিষ্যতীতি। বি° ৩১-৩৩॥

৩১-৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রধানপুরুষৌ**— প্রধানভূত পুরুষ, জগতে অবতীর্ণ। **অর্থেষু** —পৃথিবীর ভারাবতাররূপ **'অর্থেষু'** প্রয়োজনের মধ্যে **স্বাংশেন**— কাজের ভাগ যার যা, তা করার জন্য অবতীর্ণ, যথা — অঘবকাদিকে কৃষ্ণ বধ করলেন। ধেনুকপ্রলম্বাদিকে রাম বধ করলেন। আরও যথা চানুর-কংসাদিকে কৃষ্ণ, মুষ্টিক দ্বিবিদাকিকে রাম বধ করলেন। বি° ৩১-৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** স তথা নিকটাগতোঽক্রূরো রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য অবাক্প্লুত্যা পতিত্বা রামকৃষ্ণয়োঃ সমানস্থিতয়োশ্চরণসমীপে নণ্ডবৎ পপাত, কতিচিৎ পদানি পদ্ভ্যামেবাগত্যেতি শেষঃ। অত্র সর্বত্র হেতুঃ— স্নেহবিহ্বলো দাস্যভাবোচিত প্রেমবিশেষমোহিত ইতি। অয়ং ভাবঃ —দূরতঃ প্রথমদর্শনে যন্নাবপ্লুতস্তত্র স্নেহবৈকল্যমেব হেতুঃ। ভূমৌ রথে বা স্থিতোঽহমিত্যনুসন্ধানাভাবাৎ তদভিমুখদ্রুতগামি তুরগেণ রথেম তদীয়রূপাকৃষ্টদৃষ্টিমনসঃ স্বস্থানুকূল্যলাভাচ্চ। অথ নিকটাগত যদবপ্লুতস্তত্রাপি তদেব হেতুঃ। দূরস্বভাবতস্তদাত্মন ঈষদূর্দ্ধস্থিতর্নে স্ফুটমবগতাসীৎ, নিকটাত্তু স্ফুটমবগতা। অতস্তদনুসন্ধানাদাদরাকর্ষণে জাতে ইতি। তথা পিতৃব্যতা-ব্যবহারেণা যোগ্যতায়ামপি প্রণামে যথাবিধি তদবিধানে চ হেতুর্গম্য ইতি। জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অক্রূর পুনরায় রথারূঢ় হয়ে তাঁদের নিকটে এসে রথ থেকে চট্ জলদি লাফ দিয়ে নীচে নেমে, কয় পা হেঁটে এসে একইভাবে অবস্থিত রামকৃষ্ণের চরণসমীপে দণ্ডবৎ পতিত হলেন, তথায় সর্বত্র হেতু — অক্রূর **স্নেহবিহ্বল** — দাস্যভাবোচিত প্রেমবিশেষে মোহিত। এর ভাব — দূর থেকে প্রথম দর্শনে যে 'ন অবপ্লুত' — লাফ দিয়ে নীচে নামলেন না সেখানে স্নেহবৈকল্যই হেতু। আমি মাটীতে, কি রথে আছি, এরূপ অনুসন্ধান অভাব হেতু। আরও কৃষ্ণের অভিমুখে দ্রুতগামী অশ্ববাহিত রথে গেলে তদীয়রূপে আকৃষ্টমনা নিজের দ্রুত কৃষ্ণসামিপ্যরূপ আনকূল্য লাভ হেতু প্রথম দর্শনেই মাটিতে নেমে এলেন না। অতঃপর নিকটে এসে মাটিতে নেমে এলেন, সেখানেও প্রেমবিহ্বলতাই হেতু। রামকৃষ্ণের দূরে অবস্থানের স্বভাবে তখন নিজের ঈষৎ উর্ধ্বে রথে স্থিতি হেতু ওখানকার পরিস্থিতি সম্যক্ বোধ

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদ-বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্নৃপ ॥৩৫॥

ভগবাংস্তমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা।
পরিরেভেঽভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ ॥৩৬॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** হে নৃপ! [স চ] ভগবদ্দর্শনাহ্লাদ বাষ্পকুলেক্ষণঃ পুলকাচিতাঙ্গঃ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানে ন অশকৎ।

৩৬। **অন্বয়ঃ** প্রীতঃ প্রণতবৎসল ভগবান্ তম্ (অক্রূরম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) রথাঙ্গাঙ্কিত পাণিনা (চক্রচিহ্নিত হস্তেন) অভ্যুপাকৃষ্য (সমীপেআকৃষ্য) পরিরেভিরে (আলিঙ্গিতবান্)।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** হে নৃপ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জনিত আহ্লাদে সমুদিত অশ্রুতে ব্যতিব্যস্ত নেত্র ও রোমাঞ্চিত কলেবর অক্রূর মহাশয় প্রেমবিবশতাদি হেতু 'আমি অক্রূর, আপনাকে প্রণাম করছি' এরূপ বলতে সমর্থ হলেন না।

৩৬। **মূলানুবাদঃ** প্রণতবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। 'এ অক্রুর, এই প্রয়োজনে এসেছে' এরূপ জানতে পেরে চক্রাঙ্কিত হাতে অক্রূরকে নিকটে আকর্ষণ করত আলিঙ্গন করলেন।

হচ্ছিল না, নিকটে এসে স্পষ্ট বোধ হল। অতঃপর সূক্ষ্মভাবে বোধ হেতু, রামকৃষ্ণের প্রতি আদর আকর্ষণ জাত হলে রথ থেকে ভূমিতে নেমে পড়লেন। তথা পিতৃব্য-উচিত ব্যবহারে অযোগ্য হলেও প্রণাম বিষয়ে যথা বিধি সেই ভাবেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন। জী° ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** স্নেহবিহ্বলত্বমেব সহেতুকমভিব্যঞ্জয়তি — ভগবদিতি। পর্য্যাকুলেতি সম্যগ্‌দ্রষ্টুমপি নাশকদিতি সূচিতম্। উৎ উদ্গত উচ্চৈর্গতঃ কণ্ঠস্তদ্ভবঃ স্বরো যস্য সঃ, উৎকণ্ঠস্তস্য ভাব ঔৎকণ্ঠ্যং, তস্মাৎ সন্নকণ্ঠত্বাদিত্যর্থঃ। স্বাখ্যানেঽপি নাশকৎ, কিং পুনরপ্রসঙ্গত্বাদি সম্পাদনে ইত্যর্থঃ। নাশকন্নৃপেতি বহুত্র পাঠেঽপি তথৈবোহ্যম্॥ জী° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অক্রূরের স্নেহবিহ্বল ভাবই অভিব্যক্ত করা হচ্ছে - ভগবদিতি। **বাষ্পপর্যাকুল ঈক্ষণ** - 'পর্যাকুল' অতিকাতর, এই বাক্যে অক্রূর যে ভালভাবে কৃষ্ণরামকে দেখতে পারলেন না, তাই সূচিত হচ্ছে। উৎকণ্ঠার ভাবকে বলে 'ঔৎকণ্ঠ্যং' ['উৎ+কণ্ঠ=উদ্গতকণ্ঠ] দণ্ডবৎ পতিত অক্রূরের ঊর্ধ্বে উঠা গলদেশ থেকে স্বর বের হচ্ছিল না। সুতরাং নিজের কথাটুকুও বলতে সমর্থ হলেন না। পুনরায় প্রসঙ্গাদি করার কথা আর বলবার কি আছে। জী° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বাখ্যানে অক্রূরোঽহং নমস্কারোমীতি স্বকথনেঽপি ন শশাক॥ বি° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ব্যাখ্যানে — আমি অক্রূর প্রণাম করছি, এইরূপ নিজের কথাও বলতে সমর্থ হলেন না।বি°৩৫ ॥

৩৬।**শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ভগবানিতি — সার্ব্বজ্ঞ্যং পরম-কারুণ্যাদিকঞ্চ দর্শিতম্, অভিপ্রেত্য সর্ব্বজ্ঞোঽপি লীলয়া শ্রুতেনাকারণাক্রূরোঽয়মিতি সম্ভাব্য রথাঙ্গাঙ্কিতত্বেন ভগবল্লক্ষণং ব্যাজ্য তৎস্পর্শেনাক্রূরস্য ভাগ্যমাহাত্ম্যং দর্শয়তি। রথাঙ্গেত্যুপলক্ষণম্, যথোক্তং শ্রীপরাশরেণ—'সোঽপ্যেনং ধ্বজবজ্রাব্জ-কৃতচিহ্নেন পাণিনা। সংস্পৃশ্যাকৃষ্য চ প্রীত্যা সুগাঢ়ং পরিষস্বজে ॥' ইতি। প্রীতঃ সন্ পরিরেভে, ন তু পিতৃব্যব্যবহারেণ নমস্কৃতবান্। তত্র প্রীতত্বেঽপি পিতৃব্যব্যবহারামননেঽপি হেতুঃ— প্রণতবৎসল ইতি তদীয়দাস্যময়-ভক্তিবিশেষবশ ইত্যর্থঃ, 'যে যথা মাম্' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যাদেঃ; শ্রীকৃষ্ণেন প্রাক্ পরিরম্ভেঽপ্যয়মেব হেতুঃ অন্যত্রৈঃ। তত্র ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্। ততো বস্তুতো দ্যোতনার্থং নোপাকর্ষং, কিন্তু প্রীত্যৈবেত্যর্থঃ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ ভগবান্**— এই শব্দে সর্বজ্ঞতা ও পরমকারুণ্যাদি-গুণ দেখান হল। **অভিপ্রেত্য**—শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হয়েও লোকমুখে শোনা চেহারার লক্ষণেই 'এ অক্রূর' এরূপ আন্দাজ করে **রথাঙ্গাঙ্কিত পাণিনা** – চক্রচিহ্নিত হস্তে, চক্রচিহ্ন ভগবৎলক্ষণ প্রকাশক। এই হস্তস্পর্শের দ্বারা অক্রূরের ভাগ্যমাহাত্ম্য দেখান হল। 'রথাঙ্গ' শব্দটি উপলক্ষণে ব্যবহার—শ্রীপরাশরের উক্তিতে সেরূপই আছে, যথা—"কৃষ্ণও তাঁর 'ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম' চিহ্ন যুক্ত হাতে অক্রূরকে ধরে আকর্ষণ করে নিয়ে এসে প্রীতির সহিত সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন।" – আনন্দিত হয়ে আলিঙ্গনই করলেন, পিতৃব্যবহারে যে প্রণাম, তা কিন্তু করলেন না। পিতৃব্য ব্যবহার মনে স্থান না-দেওয়ার হেতু – প্রণতবৎসল অক্রূরের দাস্যময় ভক্তিবিশেষের বশ কৃষ্ণ—"যে আমাকে যেভাবে ভজন করে, আমি তাকে সেই ভাবে ভজি" –(শ্রীগী ৪।১১)। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই প্রথমে আলিঙ্গনের হেতু এই একই। [শ্রীধর—আকর্ষণ করে এনে আলিঙ্গন করলেন, কংস-হনন-সামর্থ্য প্রকাশ করতে করতে। ইব (যেন)।] শ্রীধরের 'ইব' শব্দে বুঝা যাচ্ছে, বস্তুতো কংস-হনন-সামর্থ্য প্রকাশ করার জন্য নিকটে টেনে আনেন নি— কিন্তু প্রীতির বশ হয়েই টেনে এনেছেন নিকটে। প্রীতিরই সামর্থ্য এখানে। জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অভিপ্রেত্য অক্রূরোঽয়মেতদর্থমাগত ইতি জ্ঞাত্বা রাথাঙ্গাঙ্কিতেন চক্রচিহ্নাঙ্কিতেন পাণিনা তং অভ্যুপাকৃষ্য স্বনিকটমাকৃষ্য আকর্ষণেন কংসহননসামর্থ্যং জ্ঞাপয়ন্নিবেতি ভাবঃ ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অভিপ্রেত্য** – এ অক্রূর, এই প্রয়োজনে এসেছে, এরূপ জানতে পেরে **রথাঙ্গাঙ্কিত** – চক্রচিহ্ন অঙ্কিত হাত দিয়ে ধরে **অভ্যুপাকৃষ্য** — নিজ নিকটে আকর্ষণ করত, (আলিঙ্গন করলেন) —এই আকর্ষণের দ্বারা কংসবধ-সামর্থ্য বুঝিয়ে দিলেন, এরূপ ভাব ॥ বি° ৩৬ ॥

সঙ্কর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী অনয়ৎ সানুজো গৃহম্ ॥ ৩৭ ॥

পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনম্।
প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হণমাহরৎ ॥ ৩৮ ॥
নিবেদ্য গাঞ্চাতিথয়ে সম্বাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ।
অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্বিভুঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৭। **অন্বয়** ঃ মহামনাঃ সঙ্কর্ষণশ্চ প্রণতং [অক্রূরং] উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) পাণিনা পাণী গৃহীত্বা সানুজং [তং অক্রূরং] গৃহং অনয়ৎ।

৩৮-৩৯। **অন্বয়** ঃ অথ স্বাগতং পৃষ্ট্বা, তস্মৈ (অক্রূরায়) বরাসনং (শ্রেষ্ঠং আসনং) নিবেদ্য (সমর্প্য) বিধিবৎ পাদৌ প্রক্ষাল্য মধুপর্কার্হণং (মধুপর্করূপং পূজোপকরণং) অহরৎ (আনিয় সমর্পিতবান্।

ততঃ অতিথয়ে (অক্রূরায়) গাং চ নিবেদ্য (সমর্প্য) শ্রান্তং [তং] সম্বাহ্য (পাদসম্বাহনাদিকং কৃত্বা) শ্রদ্ধয়া মেধ্যং (পবিত্রম্) অন্নং উপাহরৎ (দত্তবান্)।

৩৭। **মূলানুবাদ** ঃ মহামনা শ্রীসঙ্কর্ষণও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন করত নিজ হাতে তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় ধারণ করে অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘরে নিয়ে এলেন।

৩৮৩৯। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর অক্রূরকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে রত্নাদিময় উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করলেন। যথাবিধি চরণদ্বয় প্রক্ষালন করে দিলেন। পূজোপকরণ এনে সমর্পণ করলেন।

অনন্তর ভগবান অক্রূরকে গোদান করলেন। শ্রান্ত তাঁকে পরিচর্যা করত শ্রদ্ধা সহকারে বিশুদ্ধ ষড়্‌গুণযুক্ত অন্ন সমর্পণ করলেন।

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ সঙ্কর্ষণ ইতি —যদূনামপৃথগ্‌ভাবাদিত্বাত্তৌচিত্যাভিপ্রায়েণ। মহৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তেষু বাৎসল্যাদি-গুণৈঃ সর্ব্বতঃ উৎকৃষ্টং মনো যস্য স ইতি পূর্ব্ববদ্ধেতুঃ। সানুজ ইত্যগ্রজত্ববাবহারেণ, তস্যাতিথ্যকরণে মুখ্যত্বাৎ। গৃহং শ্রীমন্নন্দগৃহে, শ্রীরামস্যাপি স্বগৃহত্বেনৈবাভিমানাৎ। জী° ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ সঙ্কর্ষণ — [সমাক্ আকর্ষণ] যদুকুলের বসুদেব থেকে দেবকীতে যে গর্ভ তা আকর্ষণ করে এনে নন্দালয়ে রোহিণীতে স্থাপিত হয়, তাই সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণ উভয়েই যদুবংশজাত। যদুরা সকলেই একই পরিবার ভুক্ত হওয়া হেতু কৃষ্ণের মতোই সঙ্কর্ষণকে ও যদুকুলের অক্রূরকে আদর করাই উচিত, এই অভিপ্রায়েই এই 'সঙ্কর্ষণ' পদের ব্যবহার। **মহামনাঃ** — 'মহৎ' কৃষ্ণভক্ত অক্রূরের প্রতি বাৎসল্যাদি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট মন যার সেই সঙ্কর্ষণ — হেতু পূর্ববৎ। **সানুজ** — ছোট ভাই-এর সহিত, সঙ্কর্ষণ বড় ভাই, তাই 'বড়'র ব্যবহার অনুসারেই, তাঁরই আতিথ্যকরণে মুখ্যতা

তস্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্মবিৎ।
মুখবাসৈর্গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ ॥৪০॥

৪০। **অন্বয়** ঃ অথ পরমধর্মবিৎ রামঃ ভুক্তবতে (কৃত ভোজনায়) তস্মৈ (অক্রূরায়) প্রীত্যা [সহ] পুনঃ মুখবাসৈঃ [তথা] গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ (কৃতবান্)।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ পরমধর্মবিদ্ রাম কৃতাহার সেই অক্রূরকে মুখবাস গন্ধ মাল্যাদিদ্বারা পুনরায় তাঁর পরম প্রীতি সম্পাদন করলেন।

থাকা হেতু তিনিই হাতে ধরে অক্রূরকে গৃহে নিয়ে গেলেন, **গৃহম্**— শ্রীনন্দগৃহে, শ্রীরামেরও এই গৃহকেই নিজ গৃহ বলে অভিমান। জী°৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পাণিনা স্বদক্ষিণেন পাণী অঞ্জলিভূতৌ গৃহীতমঞ্জলাবিতি তথৈব তন্মনোরথাৎ। বি°৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **পাণিনা**— বলদেব নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা **পাণী** – অক্রূরের অঞ্জলিভূত হস্তদ্বয় ধারণ করত, সেইরূপ অভিলাষই অক্রূর প্রকাশ করেলেন, যা ২৩ শ্লোকে 'গৃহীতমঞ্জলৌ অগ্রজো' বাক্যে বলা হয়েছে। বি°৩৭ ॥

৩৮-৩৯ **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ বরং শ্রেষ্ঠং রত্নাদিময়মাসনম্। বিধিবৎ যথাবিধীত্যর্থঃ; ইদং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। প্রক্ষালা পাদাবিত্যত্র তদপ্রত্যাখ্যানে হেতুঃ—আদৃতঃ সাদরঃ, তথাদর-পরিপাটীভিঃ স্বমাধুরী ব্যঞ্জিতা; যথাক্রূরোঽপি তদৈশ্বর্য্যাদিকং বিস্মৃত্য তদিচ্ছৈকানুসারী বভূবেতি ভাবঃ। এবং সম্বাহ্য পাদসম্বাহনং কৃত্বেতি চ, উভয়ত্র গ্যন্তত্বং বা। জী°৩৮ ৩৯ ॥

৩৮-৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **বরাসনম্**— 'বরং' শ্রেষ্ঠ, রত্নাদিময় আসন। **বিধিবৎ**— যথাবিধি। এই 'বিধিবৎ' বাক্যটি সর্বত্র অন্বিত হবে। **প্রক্ষাল্য পাদৌ ইত্যাদি**—অক্রূরের পা ধুইয়ে দিলেন বলরাম। এই সেবা যে প্রত্যাখ্যান করা হল না, এতে হেতু **আদৃতঃ**— ইহা সাদরে কৃত, এই আদর পরিপাটীতে বলরামের স্বমাধুরী প্রকাশিত হল। যথা অক্রূরও শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যাদি ভুলে গিয়ে তাঁর ইচ্ছা মাত্র অনুসারী হলেন, এরূপ ভাব। এই আদরের সহিত **সম্বাহ্য** – পাদসম্বাহন করবার পর [পরের শ্লোকের সহিত অন্বয়]। জী°৩৮-৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিবেদ্য গামিতি পাদ্যাদ্যুপচারেষু গৌরিয়ং দৃশ্যতাং তবেতি নয়নেন্দ্রিয়সুখদানার্থং সুন্দরগবোপস্থানমপ্যেকো মঙ্গলোপচারঃ। মেধ্যমিতি দ্বাদশীপারণবিহিতমিত্যর্থঃ। অস্য দিনস্য দ্বাদশীত্বং পরশ্বশ্চতুর্দশ্যাং ভূতরাজপূজায়াং কংসমারণাৎ। ন রাত্রৌ পারণং কুর্যাদিতি নিয়মাতিক্রমঃ কৃষ্ণগৃহান্নপ্রাপ্তিলোভাৎ। বি°৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **নিবেদ্যগাম্ ইতি**—পাদ্যাদি উপচারের মধ্যে এই গরুটি আপনার দেখতে আজ্ঞা হোক। নয়নেন্দ্রিয়ের সুখ দানের জন্য সুন্দর গরু একটি এনে দাঁড় করানো এক মঙ্গলোপচার। **মেধ্যম্**—পবিত্র, দ্বাদশীতে পারণ বিহিত, তাই পবিত্র। এ দিনটি দ্বাদশী বলার কারণ

প্রপচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে।
কংসে জীবতি দাশার্হ শৌনপালা ইবাবয়ঃ ॥ ৪১ ॥

৪১। **অন্বয়ঃ** নন্দঃ সৎকৃতম্ (আতিথ্য বিধিনা পূজিতং অক্রূরং) প্রপচ্ছ (জিজ্ঞসিতবান্) [হে] দাশার্হ (যাদব অক্রূর) নিরনুগ্রহে (ক্রূরে) কংসে জীবতি [সতি] শৌনপালাঃ (পশুঘাতিনঃ পালকাঃ যেষাং তে) অবয়ঃ (মেষাঃ) ইব (যূয়ং) কথং (কেন প্রকারেণ) স্থ (জীবথ)।

৪১। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বারা আতিথ্য বিধানে পূজিত অক্রূরকে নন্দ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন — হে যাদব! ক্রূর কংস বেচে থাকতে পশুঘাতক-পালিত মেষের ন্যায় অবস্থাগত তোমরা বেঁচে আছ কি করে?

পরশু চতুর্দশীতে ভূতরাজ পূজায় কংসমারণ। 'রাত্রে পারণ করবে না'—এ নিয়ম লঙ্ঘনের কারণ, কৃষ্ণের গৃহে অন্নপ্রাপ্তি লোভ। বি°৩৯ ॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রীত্যা ভুক্তবতে, ষষ্ঠ্যাশ্চতুর্থী; পরমধর্ম্মঃ বৈষ্ণবধর্ম্মঃ, তদ্বিৎ। অতিথিং, তত্রাপি দ্বাদশীপারণায়াং, তত্রাপি বৈষ্ণবং প্রত্যেবমেব ব্যবহর্ত্তব্যমিতি লোকে প্রবর্ত্তয়-ন্নিত্যর্থঃ; অতঃ পুনরপি পরমাং প্রীতিং বাধাৎ। তস্য দিনস্য দ্বাদশীত্বং, পরশ্বশ্চতুর্দশ্যাং ভূতরাজ পূজায়াং কংসরাজমারণাৎ। পারণায়াঃ প্রাতরকরণন্তু ভগবদ্দিদৃক্ষয়া; 'ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাৎ' ইতি নিয়মাতিক্রমস্তু সাক্ষাদ্ভগবদগৃহান্নপ্রাপ্তেঃ ॥ জী° ৪০ ॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** প্রীত্যা—প্রীতির সহিত (প্রদান করলেন) ভুক্তবতে তস্মৈ—কৃতভোজন অক্রূরকে। পরমধর্ম্মবিৎ—বৈষ্ণবধর্মবিদ্,—একে অতিথী, তাতে আবার দ্বাদশীপারণায়, তার মাধ্যেও আবার বৈষ্ণবের প্রতি এইরূপই ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহা লোকে প্রবর্তন করার জন্য নিজে এই আচরণ করলেন। অতএব পুনরায়ও পরমপ্রীতি বিধান করলেন। সেই দিনটি দ্বাদশী। পরশুদিন চতুর্দশীতে ভূতরাজ পূজায় কংসরাজ নিহত হবে। অক্রূর প্রাতঃকালে পারণ করেন নি শ্রীভগবদ্দর্শন অভিলাষে। 'রাত্রে পারণ করবে না,' এই নিয়ম অতিক্রমও দোষ হল না, সাক্ষাৎ ভগবৎগৃহে অন্ন প্রাপ্তি হেতু। জী° ৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** এবং জ্যেষ্ঠপুত্রেণ সৎকৃতং সন্তম্। হে দাশার্হেতি কংসস্য যদুকুল-দ্বেষ্টৃত্বেন তস্যাপি ততো ভয়ং সূচয়তি। শূনা হত্যা, তয়া চরতীতি শৌনঃ পশ্বাদিঘাতী। জী°৪১ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বারা আতিথ্য বিধানে পূজিত অক্রূরকে নন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, হে দাশার্হ—যাদব অক্রূর, কংস যাদব মাত্রেরই বিদ্বেষী হওয়া হেতু এই সম্বোধনে অক্রূরেরও কংস-ভয় সূচিত হচ্ছে। শৌনপালা — 'শূনা'=হত্যা, হত্যা করাই যার স্বভাব, সে হল 'শৌন' পশ্বাদিঘাতী। জী°৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কথং স্থ জীবথেত্যর্থঃ। শৌনঃ পশুঘাতী স এব পালকো যেষাং

যোঽবধীৎ স্বস্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্ খলঃ।
কিন্নু স্বিৎ তৎপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে ॥৪২॥

৪২। **অন্বয়ঃ** যঃ অসুতৃপ্ (আত্মতৃপ্তিসাধকঃ) খলঃ ক্রোশন্ত্যাঃ (রোদনশীলায়াঃ) স্ব-স্বসুঃ (স্বভগিন্যাঃ দেবক্যাঃ) স্তোকান্ (শিশূন্) অবধীৎ তৎপ্রজানাং (তস্য প্রজানাং) বঃ (যুষ্মাকং) কুশলং কিংনু স্বিৎ (কথং সম্ভবেৎ ইত্যর্থঃ) বিমৃশামহে (বিচরয়ামঃ)।

৪২। **মূলানুবাদঃ** আত্মতৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত যে খল ব্যক্তি নিজ ভগিনীর ক্রন্দনপরায়ণ শিশু-সন্তানদের বধ করেছে, সেই কংসের অধীন জনদের কি করে আর কুশল হতে পারে? এ কথাটাই চিন্তা করছি হে, অক্রূর।

তে অবয়ঃ মেষাঃ ইবেতি ন জানে কস্মিংশ্চন দিনে যুষ্মান্ হনিষ্যতীত্যেবেতি ভয়মিতি ভাবঃ। বি°৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কথং স্থ—কি করে বেঁচে আছ? শৌনঃ—পশুঘাতী, এই পশুঘাতীই যাঁদের পালা—পালক সেই **অবয়ঃইব**, মেষের মত। জানি না, কোনদিন বা তোমাদিকে মেরে ফেলে, এইরূপে ভয় প্রকাশ করা হল, এরূপ ভাব। বি°৪১॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** স্বস্য স্বসুরিতি সম্বন্ধস্য নৈকট্যং, ভাগিনেয়ং, হননাযোগ্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। তত্রাপি তোকান্ বালাপত্যানি, তত্রাপি ক্রোশন্ত্যা ইতি নির্দয়ত্বং মহাদুষ্টত্বঞ্চ, তচ্চ কেবল-মাত্মাদেহরক্ষার্থেমেবেত্যাহ—অসুতৃপিতি। তদপি তেষু নিরপরাধেষু মিথ্যা দোষারোপাদিত্যাহ—খল ইতি। তস্য প্রজানামধীনানামিত্যর্থঃ। নু সম্বোধনে, স্বিৎ বিতর্কে, কিং কতমৎ কুশলম্। জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ স্ব-স্বসু**—নিজ ভগিনী দেবকীর, এরূপে সম্বন্ধের নৈকট্য, এবং ভাগিনা যে বধের অযোগ্য, তা দেখান হল এই পদে। **তোকান্**—একে শিশুসন্তান, তার মধ্যেও আবার **ক্রোশন্তং** — ক্রন্দন পরায়ণ, এরূপে নির্দয়তা, মহাদুষ্টতা দেখান হল—এও আবার কেবল নিজদেহ রক্ষার জন্যই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**অসুতৃপ্**—আত্মতৃপ্তি সাধক, তাও আবার সেই নিরপরাধ ভগিনীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপাদি, এই আশয়ে বলা হল 'খল'। **তৎপ্রজানাং**—এইরূপ কংসের অধীন জনদের। **নু**—সম্বোধনে। **স্বিৎ** — বিতর্কে। **কিং**—কি করে কুশল হতে পারে? জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তোকান্ তোকান্যপত্যানি। কিং কুশলমিতি কুশলাভাবে নিশ্চিতেঽপি কথং কুশলং পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। হে ইতি সম্বোধনে। বি° ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তোকান্**— সন্তানদের। **কিং কুশলং** — কুশল-অভাব নিশ্চিতরূপে বুঝেও, কুশল প্রশ্ন করতে কি আর মন করে? এরূপভাব। **হে**—অক্রূরকে সম্বোধন। বি°২॥

ইত্থং সূনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ।
অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমম্ ॥ ৪৩ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরাগমনং নাম অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

৪৩। **অন্বয়** ঃ নন্দেন সূনৃতয়া (মধুরয়া) বাচা ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) সুসভাজিতঃ (সংকৃতঃ) অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন (প্রশ্নেন) অধ্বপরিশ্রমং (শ্রীব্রজেশ্বরাদি-মনঃপ্রসাদে সন্দেহাত্মকো যো মনঃ খেদ আসীৎ তং) জহৌ।

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে মধুর বাক্যে সৎকারের দ্বারা ও নন্দের কুশল প্রশ্নের দ্বারা অক্রূর ত্যাগ করলেন, শ্রীব্রজেশ্বরাদির মনোপ্রসাদ সম্বন্ধে যে সন্দেহ ও তজ্জাত খেদোত্থ পথশ্রম।

৪৩। **শ্রীজীব বৈ তো° টীকা** ঃ ইত্থমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাধ্ব-শব্দেন সংসারবাচনধ্বপরিশ্রমাভাবেন বর্ণিতত্বাৎ। যদ্বাঽধ্বনি পরিশ্রমমিতি 'ন মম্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুত' (শ্রীভা ১০।৩৮।১৮) ইতি পূর্ব্বোক্তরীত্যা শ্রীব্রজেশ্বরাদি-মনঃপ্রসাদে তু সন্দেহাত্মকো যো মনঃখেদ আসীৎ, তমপি জহাবিত্যর্থঃ। জী°৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সূনৃতয়া বাচা যং পরিপৃষ্টং প্রশ্নস্তেন সভাজিতঃ সংকৃতঃ। জহৌ তত্যাজ। বি°৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ মধুর বাক্যে যে প্রশ্ন, তার দ্বারা সভাজিতঃ — অতিথি সৎকার লাভ করে জহৌ—ত্যাগ করলেন। বি°৪৩ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ যাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে
অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

— × —